জামে
আত-তিরমিযী
৩য় খণ্ড

আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)

জামে আত-তিরমিযী

[তৃতীয় খণ্ড]

جامع الترمذى

(المجلد الثالث)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৯৭
চতুর্থ প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৩৩
ফাল্গুন ১৪১৮
ফেব্রুয়ারি ২০১২

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Jame At-Tirmizi (Vol. 3) Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition August 1997, 4th Edition February 2012 Price Taka 350.00 only.

প্রসংগ কথা

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন ওয়া খাতামান নাবিয়্যীনের প্রতি। তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহ্‌র রহমাত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীস বিশারদগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ ও তার চর্চা যুগ যুগান্তরে অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাধনাকে কবুল করুন এবং একে উম্মাতের হেদায়াতের উপায় বানিয়ে দিন।

অনুবাদ গ্রন্থখানির হাদীস বিন্যাসে প্রধানত মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইবরাহীম আতওওয়াহ ইওয়াদ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তিরমিযীর মূল পাঠ গ্রহণ করেছি এবং কঠিন শব্দের বিশ্লেষণে হাফেজ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র)-এর তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী শীর্ষক তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ অনুসরণ করেছি। হাদীসের পরিচয়, হাদীসের পরিভাষা এবং ইমাম তিরমিযীর নিজস্ব বিশেষ কতিপয় পরিভাষার জন্য প্রথম খণ্ডের "প্রসংগ কথা" শীর্ষক ভূমিকা দেখা যেতে পারে। অত্র খণ্ডে ব্যক্তি নামের পরে ও হাদীসের শেষে ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

অনু.=অনুবাদক	বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা
(আ)=আলাইহিস সালাম	বু=সহীহ আল-বুখারী
আ=মুসনাদে আহ্‌মাদ	মা=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক
ই=সুনান ইবনে মাজা	মু=সহীহ মুসলিম
কু=দারু কুতনী	(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি
দা=সুনান আবু দাউদ	(রা)=রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম
দার=সুনানুদ দারিমী	(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
না=সুনান নাসাঈ	হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপূরী।

হাদীসের শেষে যুক্ত শব্দসংকেতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা উল্লেখিত গ্রন্থেও একই সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। বিশেষত গবেষকদের সুবিধার জন্যই আমি এই শ্রম স্বীকার করেছি। হাদীসের যথসাধ্য নির্ভুল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তথাপি কোনরূপ ভুল পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হলে তা প্রকাশক অথবা অনুবাদককে অবহিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই খেদমতটুকু আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এর দ্বারা তাঁর বান্দাগণকে হেদায়াতের পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা
পোষ্ট ঃ কালাইয়া
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১৫
আবওয়াবুল আহ্‌কাম (বিধান ও বিচার ব্যবস্থা)

১. কাযী (বিচারক) সম্পর্কে ১
২. বিচারকের সঠিক অথবা ভুল সিদ্ধান্তে পৌছার সম্ভাবনা আছে ৩
৩. বিচারক কিভাবে ফয়সালা করবেন ৪
৪. ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম (শাসক) ৫
৫. বাদী ও বিবাদীর জবানবন্দী না নিয়ে বিচারক রায় দিবেন না ৫
৬. জনগণের নেতা ৬
৭ বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবেন না ৬
৮. সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ ৭
৯. মীমাংসার ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষদাতা ৮
১০. উপঢৌকন গ্রহণ ও দাওয়াতে যোগদান ৮
১১. বিচারের রায়ে (ভুলক্রমে) কাউকে যদি এমন কোন জিনিস দেয়া হয় যা (প্রকৃতপক্ষে) তার গ্রহণ করা উচিৎ নয়, সেই সম্পর্কে সতর্কবাণী ৯
১২. বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা ১০
১৩. সাক্ষীর সাথে সাথে শপথও করানো ১১
১৪. একটি গোলামের দুইজন অংশীদারের একজন তার নিজের অংশ আযাদ করে দিলে ১৩
১৫. উমরা (জীবনস্বত্ব) প্রদান ১৫
১৬. রুকবার বর্ণনা ১৬
১৭ লোকদের মধ্যে আপস-রফা বা সন্ধি স্থাপন সম্পর্কে ১৭
১৮. যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে (নিজ ঘরের) কড়িকাঠ স্থাপন করে ১৭
১৯. শপথ হতে হবে প্রতিপক্ষের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিকর ১৮
২০. রাস্তা তৈরীর ক্ষেত্রে (এর প্রশস্ততার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে) ১৯
২১. পিতা-মাতার মধ্যে (বিবাহ) বিচ্ছেদ হলে সন্তানকে তাদের যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার প্রদান ১৯
২২. পিতা তার সন্তানের মাল থেকে নিতে পারে ২০
২৩. কেউ অন্যের জিনিস ভেংগে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান ২১
২৪. ছেলে-মেয়েদের বালেগ হওয়ার বয়স ২২
২৫. সৎমাকে বিবাহ করলে (তার শাস্তি) ২৩
২৬. দুই ব্যক্তি সম্পর্কে, যাদের একজনের ভূমি পানি প্রবাহের নিম্নদিকে অবস্থিত ২৩
২৭. যার গোলাম ছাড়া অন্য কোন মাল নাই সে মৃত্যুর সময় তাদেরকে আযাদ করে দিলে ২৫
২৮. মুহ্‌রিম (মাহ্‌রাম) আত্মীয়ের (ক্রীতদাস সূত্রে) মালিক হলে ২৬
২৯. পূর্বানুমতি না নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের জমি চাষাবাদ করলে ২৭

৩০. দান বা উপহার এবং সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ২৭
৩১. শুফ্আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার) ২৮
৩২. অনুপস্থিত ব্যক্তিরও শুফআর অধিকার আছে ২৮
৩৩. জমির সীমা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং বণ্টিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না ২৯
৩৪. অংশীদার শুফআর অধিকারী ৩০
৩৫. লুকতা (হারানো বস্তু) এবং নিখোঁজ উট মেষ ইত্যাদি সম্পর্কে ৩১
৩৬. ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে ৩৪
৩৭. চতুষ্পদ জন্তু কাউকে আহত করলে এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই ৩৬
৩৮. পতিত ভূমি চাষাবাদযোগ্য করা ৩৭
৩৯. জায়গীর মঞ্জুরী প্রসঙ্গে ৩৮
৪০. গাছ লাগানোর ফযীলাত ৩৯
৪১. ভাগচাষ বা বর্গা প্রথা সম্পর্কে ৪০
৪২. জমি ভাগচাষে দেয়া অথবা নগদ বিক্রয় করা জায়েয কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে চাষ করতে দেয়া উত্তম ৪০

অধ্যায় ঃ ১৬

আবওয়াবুদ্ দিয়াত (দিয়াত বা রক্তপণ)

১. দিয়াত বাবদ প্রদত্ত উটের সংখ্যা ৪৩
২. দিয়াত বাবদ প্রদেয় দিরহামের পরিমাণ ৪৬
৩. মাওদিহা (আঘাতে হাড় বের হয়ে যাওয়া) সম্পর্কে ৪৬
৪. আংগুলসমূহের দিয়াত ৪৭
৫. (দিয়াত) ক্ষমা প্রসঙ্গে ৪৮
৬. পাথর দিয়ে কারো মাথা থেতলানো হলে ৪৯
৭. মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি ৫০
৮. হত্যার বিচার ৫০
৯. পিতা পুত্রকে হত্যা করলে তার কিসাস হবে কি না ৫২
১০. কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়, তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত ৫৩
১১. কোন ব্যক্তি যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক)-কে হত্যা করলে ৫৪
১২. (যিম্মীকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে দিয়াত প্রদান) ৫৪
১৩. নিহতের অভিভাবক কিসাস নিতেও পারে, ক্ষমাও করতে পারে ৫৫
১৪. অঙ্গচ্ছেদন (মুসলা) করা নিষেধ ৫৭
১৫. জানীন (গর্ভস্থ ভ্রূণ)-এর দিয়াত (রক্তমূল্য) ৫৮
১৬. কাফেরের কিসাসস্বরূপ মুসলমান হত্যা করা যাবে না ৫৯
১৭. যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে হত্যা করে ৬১
১৮. স্ত্রী স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস হবে কি? ৬১
১৯. কিসাস সম্পর্কে ৬২
২০. অপবাদ দেয়ার অপরাধে কয়েদ করা ৬৩

২১. নিজের মাল রক্ষার্থে নিহত ব্যক্তি শহীদ ৬৩
২২. কাসামা (সম্মিলিত শপথ) প্রসঙ্গে ৬৫

অধ্যায় ঃ ১৭
আবওয়াবুল হুদূদ (হদ্দ বা দণ্ডবিধি)

১. যার উপর হদ্দ বাধ্যকর হয় না ৬৭
২. হদ্দ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে ৬৮
৩. মুসলমানের দোষ গোপন রাখা ৬৮
৪. হদ্দের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে বারবার বুঝানো ৭০
৫. স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ কার্যকর না করা ৭০
৬. হদ্দ-এর আওতাভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা নিষেধ ৭৩
৭. রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা)-এর দলীল-প্রমাণ ৭৪
৮. বিবাহিত (যেনাকারী) ব্যক্তির শাস্তি রজম ৭৫
৯. গর্ভবর্তী নারীর শাস্তি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে ৭৮
১০. আহ্‌লে কিতাবের যেনাকারীকে রজম করা ৭৯
১১. নির্বাসন দণ্ড সম্পর্কে ৮০
১২. হদ্দ কার্যকর হলে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় ৮১
১৩. ক্রীতদাসীদের উপর হদ্দ কার্যকর করা ৮২
১৪. মাদক সেবনকারীর শাস্তি (হদ্দ) ৮৩
১৫. যে ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করে তাকে চাবুক মার সে যদি চতুর্থ বার মাদক গ্রহণে লিপ্ত হয় তবে তাকে হত্যা কর ৮৪
১৬. যে পরিমাণ (মাল) চুরি করলে হাত কাটা যাবে ৮৫
১৭. চোরের (কাটা) হাত (তার ঘাড়ে) লটকানো ৮৭
১৮. আত্মসাতকারী, প্রতারক, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি সম্পর্কে ৮৭
১৯. ফল ও গাছের মাথার মজ্জা চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নাই ৮৮
২০. সামরিক অভিযান চলাকালে হাত কাটা যাবে না ৮৮
২১. কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর বাঁদীর উপর পতিত হলে (সংগম করলে) ৮৯
২২. যে নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে ৯০
২৩. কোন ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্ম করলে ৯২
২৪. পায়ুকামী বা সমকামীর শাস্তি ৯৩
২৫. মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) সম্পর্কে ৯৪
২৬. যে ব্যক্তি (রক্তপাতের উদ্দেশ্যে) অস্ত্র উত্তোলন করে ৯৫
২৭. যাদুকরের শাস্তি প্রসঙ্গে ৯৬
২৮. গানীমাতের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি ৯৭
২৯. কোন ব্যক্তি যদি অপরকে বলে, হে মুখান্নাস (নপুংসক) ৯৬
৩০. তাযীর সম্পর্কে ৯৮

অধ্যায় ঃ ১৮
আবওয়াবুস সাইদ, যাবাইহ্, আতইমা (শিকার, যবেহ ও খাদ্য)

১. কুকুরের কোন্ ধরনের শিকার খাদ্যোপযোগী এবং কোন্ ধরনের শিকার খাদ্যোপযোগী নয় ৯৯

২. মজূসীদের (অগ্নি-উপাসকদের) কুকুরের শিকার ১০০
৩. বাজ পাখি (বা শিকারী পাখির) শিকার খাওয়া ১০১
৪. কোন ব্যক্তি শিকারের প্রতি তীর ছোড়ার পর তা অদৃশ্য হয়ে গেলে ১০১
৫. কোন ব্যক্তি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপের পর তা পানির মধ্যে মৃত অবস্থায় পেলে ১০২
৬. কুকুর তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে ফেললে ১০৩
৭ বর্শা দিয়ে শিকার করা ১০৪
৮. চকমকি (সাদা) পাথর দিয়ে যবেহ করা ১০৪
৯. কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর মেরে হত্যা করা হলে তা খাওয়া নিষেধ ১০৫
১০. জানীন (পশুর গর্ভস্থ ভ্রূণ) যবেহ করা সম্পর্কে ১০৬
১১. থাবা ও শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু ও নখরযুক্ত শিকারী পাখি খাওয়া নিষেধ ১০৭
১২. জীবিত প্রাণীর কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা মৃত (এবং আহার করা হারাম) ১০৮
১৩. কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগে যবেহ করা ১০৯
১৪. গিরগিট জাতীয় প্রাণী হত্যা করা ১০৯
১৫. সাপ হত্যা করা ১১০
১৬. কুকুর নিধন সম্পর্কে ১১১
১৭. যে ব্যক্তি কুকুর পোষে তার কি পরিমাণ সাওয়াব কমে যায়? ১১২
১৮. বাঁশ ইত্যাদির চোকলা বা ফালি দ্বারা যবেহ করা ১১৪
১৯. উট, গরু, মেষ-বকরী ইত্যাদি ছুটে পালিয়ে বন্য হয়ে গেলে তা তীর মেরে শিকার করা যায় কি না? ১১৫

অধ্যায় ঃ ১৯
আবওয়াবুল আদাহী (কোরবানী)

১. কোরবানীর ফযীলত ১১৭
২. দু'টি মেষ কোরবানী করা ১১৮
৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা ১১৮
৪. কোরবানীর জন্য যে ধরনের পশু উত্তম ১১৯
৫. যে ধরনের পশু কোরবানী করা জায়েয নয় ১১৯
৬. যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরূহ ১২০
৭ ছয় মাস বয়সের মেষ (ভেড়া, দুম্বা, ছাগল) কোরবানী করা ১২১
৮. কোরবানীর পশুতে শরীক হওয়া ১২২
৯. গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায় ১২৩
১০. এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগলই যথেষ্ট ১২৪
১১. কোরবানী করা ওয়াজিব না সুন্নাত? ১২৫
১২. ঈদের নামাযের পর কোরবানী করতে হবে ১২৬

১৩. কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খাওয়া মাকরূহ ১২৭
১৪. তিন দিনের পরও কোরবানীর গোশত আহারের অনুমতি প্রসঙ্গে ১২৮
১৫. ফারাআ ও আতীরাহ সম্পর্কে ১২৯
১৬. আকীকা সম্পর্কে ১২৯
১৭. সদ্য প্রসূত শিশুর কানে আযান দেয়া ১৩১
১৮. (কোরবানীর উত্তম পশু ও উত্তম কাফন) ১৩২
১৯. (প্রতি পরিবার প্রতি বছর কোরবানী করবে) ১৩২
২০. শিশুর চুলের সমপরিমাণ রূপা দান করা ১৩৩
২১. (ঈদের নামাযের পর কোরবানী) ১৩৩
২২. (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে কোরবানী) ১৩৪
২৩. (শিশুর জন্মের সপ্তম, চতুর্দশ বা একবিংশ দিনে আকীকা করা) ১৩৪
২৪. যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর যে ব্যক্তি কোরবানী করার আশা রাখে তার চুল না কাটা ১৩৫

অধ্যায় ঃ ২০
আবওয়াবুন-নুযূর ওয়াল আইমান (মানত ও শপথ)

১. গুনাহের কাজে মানত জায়েয নয় ১৩৭
২. আদম সন্তানের যে জিনিসে মালিকানা নেই তার মানত করা যায় না ১৪২
৩. অনির্দিষ্ট মানতের কাফফারা ১৪৩
৪. শপথের বিপরীত করা কল্যাণকর প্রতিভাত হলে ১৪৩
৫. শপথ ভংগের পূর্বে কাফফারা আদায় করা ১৪৪
৬. শপথে ইনশাআল্লাহ বলা ১৪৪
৭. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ ১৪৬
৮. আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর নামে শপথ করা কবীরা গুনাহ ১৪৭
৯. কেউ হেঁটে যাওয়ার শপথ করল অথচ সে হাঁটতে সক্ষম নয় ১৪৮
১০. মানত করা অপছন্দনীয় ১৪৯
১১. মানত পূরা করা ১৫০
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ কিরূপ ছিল? ১৫০
১৩. কেউ দাসমুক্ত করলে তার সওয়াব ১৫১
১৪. কোন ব্যক্তি নিজের খাদেমকে থাপ্পড় দিলে ১৫১
১৫. দীন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের শপথ করা নিষেধ ১৫২
১৬. পদব্রজে যাওয়ার শপথ ভংগ করার কাফফারা ১৫২
১৭. জুয়া খেলার প্রস্তাব করলেও জরিমানাস্বরূপ দান-খয়রাত করতে হবে ১৫৩
১৮. মৃতের পক্ষ থেকে মানত আদায় করা ১৫৪
১৯. দাস মুক্তকারীর মর্যাদা ১৫৪

অধ্যায় ঃ ২১
আবওয়াবুস সিয়ার (যুদ্ধাভিযান)

১. যুদ্ধ শুরুর পূর্বে (শত্রুদেরকে) ইসলামের দাওয়াত দেয়া ১৫৭
২. আযান শুনলে বা মসজিদ দেখলে আক্রমণ না করা ১৫৯

৩. রাতে অথবা অতর্কিতে আক্রমণ ১৫৯
৪. অগ্নিসংযোগ ও (বাড়িঘর) ধ্বংসসাধন ১৬০
৫. গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) সম্পর্কে ১৬১
৬. গানীমাতে ঘোড়ার প্রাপ্য অংশ ১৬২
৭. সারিয়্যা (ক্ষুদ্র অভিযান) সম্পর্কে ১৬৩
৮. ফাই-এর প্রাপক কে ? ১৬৪
৯. গানীমাতে ক্রীতদাসের অংশ ১৬৫
১০. যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে গানীমাত পাবে কি না? ১৬৬
১১. মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার করা ১৬৭
১২. কোন সৈনিককে নাফল (অতিরিক্ত) প্রদান ১৬৮
১৩. নিহতের মালপত্র হত্যাকারী পাবে ১৭০
১৪. বণ্টনের পূর্বে গানীমাতের মাল বিক্রয় করা নিষেধ ১৭০
১৫. অন্তঃসত্তা বন্দিনীদের সাথে সংগম করা নিষেধ ১৭১
১৬. মুশরিকদের খাদ্য সম্পর্কে ১৭১
১৭. কয়েদীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ ১৭২
১৮. বন্দীদের হত্যা করা বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া (বা বিনিময় করা) ১৭৩
১৯. নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষেধ ১৭৪
২০. (কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নয়) ১৭৫
২১. গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করা ১৭৬
২২. স্ত্রীলোকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১৭৭
২৩. মুশরিকদের দেয়া উপঢৌকন গ্রহণ ১৭৮
২৪. কৃতজ্ঞতার সিজদা ১৭৯
২৫. স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাসের (কাউকে) নিরাপত্তা দান ১৮০
২৬. বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ১৮১
২৭. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের হাতে একটি করে পতাকা থাকবে ১৮২
২৮. সালিশ মেনে আত্মসমর্পণ ১৮২
২৯. বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পর্কে ১৮৪
৩০. মাজূসীদের থেকে জিয্য়া আদায় ১৮৪
৩১. যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) মাল থেকে যা গ্রহণ করা বৈধ ১৮৬
৩২. (মক্কা বিজয়ের পর) হিজরত (নাই) ১৮৬
৩৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইআতের বর্ণনা ১৮৭
৩৪. বাইআত (শপথ) প্রত্যাখ্যানের পরিণতি ১৮৯
৩৫. গোলামের বাইআত প্রসঙ্গে ১৮৯
৩৬. স্ত্রীলোকদের বাইআত প্রসঙ্গে ১৯০
৩৭. বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ১৯১
৩৮. খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ)-এর বর্ণনা ১৯২
৩৯. বণ্টনের পূর্বে গানীমাত থেকে নেয়া নিষেধ ১৯৫
৪০. আহলে কিতাবদের সালাম দেয়া ১৯৮
৪১. মুশরিকদের সাথে বসবাস নিষেধ ১৯৯
৪২. আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদী-নাসারাদের বহিষ্কার ২০০

৪৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ২০০
৪৪. মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজকের দিনের পর এ শহরে আর যুদ্ধ করা যাবে না ২০৪
৪৫. যুদ্ধের উপযুক্ত সময় ২০৪
৪৬. কুলক্ষণ সম্পর্কে ২০৬
৪৭. যুদ্ধ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর ওসিয়াত (উপদেশ) ২০৭

অধ্যায় ঃ ২২

আবওয়াবু ফাদাইলিল জিহাদ (জিহাদের ফযীলাত)

১. জিহাদের ফযীলাত ২১১
২. পাহারারত অবস্থায় মারা যাওয়ার ফযীলাত ২১২
৩. আল্লাহ্র পথে রোযা রাখার ফযীলাত ২১৩
৪. আল্লাহ্র পথে খরচ করার ফযীলাত ২১৪
৫. আল্লাহ্র পথে সেবাদানের ফযীলাত ২১৪
৬. সৈনিকের অস্ত্র ও রসদপত্রের যোগানদারের ফযীলাত ২১৫
৭. যার পদদ্বয় আল্লাহ্র রাস্তায় ধুলি-মলিন হয় ২১৭
৮. আল্লাহ্র পথে ধুলি-মলিন হওয়ার ফযীলাত ২১৭
৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে বৃদ্ধ হয়েছে তার ফযীলাত ২১৮
১০. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় ঘোড়া পোষে তার ফযীলাত ২১৯
১১. আল্লাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ফযীলাত ২২০
১২. আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারাদানের ফযীলাত ২২১
১৩. শহীদের সওয়াব প্রসঙ্গে ২২১
১৪. আল্লাহ্র কাছে শহীদদের মর্যাদা ২২৩
১৫. নৌযুদ্ধ সম্পর্কে ২২৫
১৬. যে ব্যক্তি প্রদর্শনেচ্ছা ও পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে ২২৬
১৭. এক সকাল ও এক বিকাল আল্লাহ্র পথে কাটানোর ফযীলাত ২২৭
১৮. উত্তম লোক ও অধম লোক ২৩০
১৯. যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র রাস্তায়) শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করে ২৩০
২০. মুজাহিদ, মুকাতাব গোলাম ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য ২৩১
২১. আল্লাহ্র রাস্তায় আহত ব্যক্তির মর্যাদা ২৩২
২২. সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোন্টি ? ২৩৩
২৩. তরবারির ছায়াতলে বেহেশতের দ্বার ২৩৩
২৪. কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম ? ২৩৪
২৫. শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ সুযোগ ২৩৪
২৬. আল্লাহ্র পথে পাহারাদানের ফযীলাত ২৩৬

অধ্যায় ঃ ২৩

আবওয়াবুল জিহাদ (জিহাদ)

১. অক্ষম লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অবকাশ ২৪১
২. কেউ পিতা-মাতাকে একাকী রেখে জিহাদে রওনা হলে ২৪২
৩. কোন ব্যক্তিকে (ক্ষুদ্র) অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করা ২৪২
৪. একাকী সফর করা অনুচিত ২৪৩

৫. যুদ্ধে মিথ্যা ও কৌশলের আশ্রয় নেয়ার অনুমতি আছে ২৪৪
৬. রাসূলুল্লাহ (সা) কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ২৪৪
৭. যুদ্ধের সময় (সৈন্যদেরকে) সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করা ২৪৫
৮. যুদ্ধের সময় দোয়া করা ২৪৫
৯. মহানবী (সা)-এর ক্ষুদ্র পতাকার বর্ণনা ২৪৬
১০. (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়) পতাকার বর্ণনা ২৪৬
১১. (যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ) প্রতীক বা সংকেতধ্বনি ২৪৭
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা ২৪৮
১৩. যুদ্ধ চলাকালে রোযা না রাখা ২৪৮
১৪. ভীতিপ্রদ অবস্থায় বাইরে বের হওয়া ২৪৯
১৫. যুদ্ধ চলাকালে অবিচল থাকা ২৫০
১৬. তরবারি ও তার অলংকরণ সম্পর্কে ২৫১
১৭. লৌহ বর্মের বর্ণনা ২৫২
১৮. শিরস্ত্রাণের বর্ণনা ২৫৩
১৯. ঘোড়ার মর্যাদা ২৫৩
২০. কোন্ ধরনের ঘোড়া উত্তম ২৫৪
২১. কোন্ ধরনের ঘোড়া অপছন্দনীয় ২৫৪
২২. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ২৫৫
২৩. গাধা দিয়ে ঘোটকীর পাল দেয়া (সংগম করানো) নিষেধ ২৫৬
২৪. দুঃস্থ মুসলমানদের অসীলা দিয়ে বিজয়ের প্রার্থনা করা ২৫৭
২৫. ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ২৫৭
২৬. কোন ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করা ২৫৭
২৭. ইমাম (নেতা) সম্পর্কে ২৫৮
২৮. নেতার আনুগত্য করা ২৬০
২৯. স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না ২৬০
৩০. পশুর লড়াই অনুষ্ঠান এবং কোন প্রাণীর মুখে দাগ দেয়া বা আঘাত করা নিষেধ ২৬১
৩১. বালেগ হওয়ার বয়সসীমা এবং বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণের সময় ২৬২
৩২. কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলে ২৬২
৩৩. শহীদদের দাফনকার্য সম্পর্কে ২৬৪
৩৪. পরামর্শ করা ২৬৪
৩৫. বন্দীর লাশের কোন বিনিময় নাই ২৬৫
৩৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন ২৬৬
৩৭. শহীদকে তার নিহত হওয়ার স্থানে দাফন করা ২৬৬
৩৮. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের অভ্যর্থনা জানানো ২৬৭
৩৯. ফাই সম্পর্কে ২৬৭

অধ্যায় ঃ ২৪
আবওয়াবুল লিবাস (পোশাক-পরিচ্ছদ)

১. পুরুষের রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার ২৬৯
২. যুদ্ধের সময় রেশমী বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি প্রসঙ্গে ২৭০
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বর্ণখচিত জুব্বা উপহার ২৭০

৪. পুরুষদের জন্য লাল রং-এর পোশাক পরিধান অনুমোদিত ২৭১
৫. পুরুষদের জন্য হলুদ রং-এর কাপড় পরিধান মাকরূহ ২৭১
৬. পশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয ২৭২
৭. মৃত জীবের প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ব্যবহার ২৭৩
৮. পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে বস্ত্র পরিধান মাকরূহ ২৭৪
৯. মহিলাদের আঁচল লম্বা করে পরিধান করা ২৭৬
১০. পশমী কাপড় পরিধান করা ২৭৭
১১. কালো রং-এর পাগড়ী সম্পর্কে ২৭৮
১২. দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ীর এক প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখা ২৭৮
১৩. সোনার আংটি পরিধান করা নিষেধ ২৭৯
১৪. রূপার আংটি ব্যবহার করা ২৮০
১৫. আংটির জন্য উত্তম পাথর ২৮০
১৬. ডান হাতে আংটি পরিধান করা ২৮০
১৭. আংটিতে কারুকাজ করা ২৮২
১৮. ছবি বা প্রতিকৃতি সম্পর্কে ২৮৩
১৯. ছবি নির্মাতা ও চিত্রকরদের সম্পর্কে ২৮৩
২০. চুলে কলপ ব্যবহার করা সম্পর্কে ২৮৬
২১. মাথার চুল রাখা এবং তা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা করা সম্পর্কে ২৮৭
২২. ঘন ঘন চুল আচড়ানো নিষেধ ২৮৮
২৩. সুরমা ব্যবহার করা ২৮৯
২৪. জড়োসড়ো হয়ে হাঁটু গেড়ে বসা এবং একটি চাদরে সর্বাঙ্গ পেচিয়ে বসা নিষেধ ২৮৯
২৫. পরচুলা ব্যবহার সম্পর্কে ২৯০
২৬. রেশমের আসনে বসা নিষেধ ২৯০
২৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ২৯১
২৮. জামা প্রসঙ্গে ২৯১
২৯. নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া ২৯৩
৩০. জুব্বা ও চামড়ার মোজা পরিধান করা ২৯৩
৩১. সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো ২৯৪
৩২. হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা নিষেধ ২৯৫
৩৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা ২৯৬
৩৪. এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটা নিষেধ ২৯৬
৩৫. দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরিধান মাকরূহ ২৯৭
৩৬. এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলার অনুমতি ২৯৭
৩৭. কোন্ পায়ে প্রথম জুতা পরিধান করবে ২৯৮
৩৮. পরিধেয় বস্ত্রে তালি দেয়া ২৯৮
৩৯. (চুলের বেণি) ২৯৯
৪০. সাহাবীদের টুপি কিরূপ ছিল ? ৩০০
৪১. লুঙ্গির সর্বনিম্ন সীমা ৩০০
৪২. টুপির উপর পাগড়ী বাঁধা ৩০১

৪৩. লোহা, পিতল, সোনা ও রূপার আংটি ৩০১
৪৪. কোন্ আংগুলে আংটি পরিধান করবে ? ৩০২
৪৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় পোশাক ৩০৩

অধ্যায় ঃ ২৫

আবওয়াবুল আতইমা (আহার ও খাদ্যদ্রব্য)

১. মহানবী (সা) কিসের উপর খাদ্য রেখে আহার করতেন? ৩০৫
২. খরগোশের গোশত খাওয়া ৩০৫
৩. গুইসাপ খাওয়া ৩০৬
৪. দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু) খাওয়া ৩০৮
৫. ঘোড়ার গোশত খাওয়া ৩০৯
৬. গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে ৩১০
৭. কাফেরদের পাত্রে আহার করা ৩১১
৮. ঘি ভর্তি পাত্রে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে ৩১২
৯. বাঁ হাতে পানাহার নিষিদ্ধ ৩১৩
১০. খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া ৩১৪
১১. খাদ্যগ্রাস (লোকমা) নিচে পড়ে গেলে ৩১৪
১২. পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্যগ্রহণ মাকরূহ ৩১৬
১৩. (কাঁচা) পিয়াজ-রসুন খাওয়া মাকরূহ ৩১৬
১৪. রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি আছে ৩১৭
১৫. শয়নকালে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা এবং আগুন ও বাতি নিভিয়ে দেয়া ৩১৮
১৬. একই সংগে দু'টি খেজুর খাওয়া মাকরূহ ৩১৯
১৭. খেজুর একটি উপকারী ও জনপ্রিয় খাদ্য ৩১৯
১৮. আহার করার পর খাদ্যের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করা ৩২০
১৯. কুষ্ঠ রোগীর সাথে একত্রে আহার করা৩২০
২০. মুমিন ব্যক্তি খায় এক পাকস্থলী ভর্তি করে আর কাফের খায় সাতটি ভর্তি করে ৩২১
২১. একজনের পরিমাণ খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে ৩২২
২২. টিড্ডী (এক প্রকার পতঙ্গ) খাওয়া সম্পর্কে ৩২৩
২৩. কীট-পতঙ্গকে বদদোয়া করা ৩২৪
২৪. জাল্লালার গোশত ভক্ষণ ও দুধপান ৩২৫
২৫. মুরগীর গোশত খাওয়া ৩২৬
২৬. হুবারার গোশত খাওয়া ৩২৬
২৭. ভুনা গোশত (কাবাব) খাওয়া ৩২৭
২৮. হেলান দিয়ে বসে আহার করা মাকরূহ ৩২৭
২৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন ৩২৮
৩০. তরকারীতে ঝোল বেশী রাখা ৩২৮
৩১. সারীদের বিশিষ্টতা ৩২৯
৩২. গোশত দাঁত দিয়ে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া ৩৩০
৩৩. চাকু দিয়ে গোশত কেটে কেটে খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে ৩৩১
৩৪. রাসূলুল্লাহ (সা) কোন্ গোশত অধিক পছন্দ করতেন? ৩৩১
৩৫. সিরকার বর্ণনা ৩৩২

৩৬. খেজুরের সাথে একত্রে তরমুজ খাওয়া ৩৩৪
৩৭. খেজুরের সাথে একত্রে শসা খাওয়া ৩৩৪
৩৮. উটের পেশাব পান করা সম্পর্কে ৩৩৪
৩৯. আহারের পূর্বে ও পরে উযু করা ৩৩৫
৪০. খাওয়ার পূর্বে উযু না করার অনুমতি প্রসঙ্গে ৩৩৫
৪১. কদু (লাউ) তরকারী খাওয়া ৩৩৬
৪২. যাইতূনের তৈল খাওয়া ৩৩৭
৪৩. নিজ গোলামের সাথে একত্রে আহার করা ৩৩৮
৪৪. আহার খাওয়ানোর ফযীলাত ৩৩৮
৪৫. রাতের খাবারের গুরুত্ব ৩৩৯
৪৬. খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা ৩৪০
৪৭. আহারের পর হাতের চর্বি পরিষ্কার না করে রাত কাটানো মাকরূহ ৩৪২

অধ্যায় ঃ ২৬

আবওয়াবুল আশরিবা (পানপাত্র ও পানীয়)

১. মদখোর সম্পর্কে ৩৪৫
২. প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম ৩৪৬
৩. যে দ্রব্যের অধিক পরিমাণ নেশার উদ্রেক করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম ৩৪৭
৪. মাটির কলসীতে তৈরী নাবীয সম্পর্কে ৩৪৮
৫. দুব্বা, নাকীর ও হানতামে নাবীয তৈরী করা মাকরূহ ৩৪৮
৬. উল্লেখিত পাত্রসমূহে নাবীয তৈরীর অনুমতি সম্পর্কে ৩৪৯
৭. (চামড়ার) মশকে নাবীয তৈরি করা ৩৫০
৮. যেসব শস্য, ফল ও পানীয় থেকে শরাব তৈরি হয় ৩৫১
৯. কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশানো পানীয় ৩৫২
১০. সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ ৩৫৩
১১. দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ ৩৫৩
১২. দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি আছে ৩৫৪
১৩. পানপাত্র থেকে পান করার সময় শ্বাস নেয়া ৩৫৫
১৪. দুই নিঃশ্বাসে পান করা ৩৫৬
১৫. পানীয় বস্তুতে ফুঁ দেয়া নিষেধ ৩৫৬
১৬. পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ ৩৫৭
১৭. মশকের মুখ উল্টে ধরে তা থেকে পান করা নিষেধ ৩৫৮
১৮. মশকের মুখ উল্টে ধরে পানি পান করার অনুমতি সম্পর্কে ৩৫৮
১৯. পান করার ব্যাপারে ডান দিকের লোকেরা অগ্রাধিকার পাবে ৩৫৯
২০. পরিবেশনকারী সকলের শেষে পান করবে ৩৫৯
২১. কোন্ পানীয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অধিক প্রিয় ছিল? ৩৬০

অধ্যায় ঃ ২৭

আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ (সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা)

১. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ৩৬১
২. (সর্বোত্তম কাজ) ৩৬১
৩. পিতা-মাতার সন্তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযীলাত ৩৬২

৪. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ ৩৬৩
৫. পিতার বন্ধুদের সম্মান প্রদর্শন ৩৬৪
৬. খালার সাথে সদ্ব্যবহার করা ৩৬৫
৭. সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া ৩৬৬
৮. পিতা-মাতার অধিকার ৩৬৬
৯. রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ৩৬৭
১০. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ৩৬৮
১১. সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ৩৬৮
১২. সন্তানদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা ৩৬৯
১৩. কন্যা সন্তান ও বোনদের জন্য ব্যয় করা ৩৭০
১৪. ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং তার লালন-পালন ৩৭২
১৫. শিশুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা ৩৭৩
১৬. মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা ৩৭৪
১৭. উপদেশ দেয়া বা কল্যাণ কামনা ৩৭৫
১৮. মুসলমানের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ ৩৭৬
১৯. মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ৩৭৮
২০. কোন মুসলমানের উপর আগত আক্রমণ প্রতিহত করা ৩৭৮
২১. মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা নিষেধ ৩৭৯
২২. ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ৩৭৯
২৩. গীবত (অনুপস্থিতিতে পরনিন্দা) ৩৮১
২৪. হিংসা-বিদ্বেষ ৩৮১
২৫. পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করা ৩৮২
২৬. পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন ৩৮২
২৭. বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ৩৮৪
২৮. প্রতিবেশীর অধিকার ৩৮৪
২৯. খাদেমদের সাথে সদয় ব্যবহার করা ৩৮৬
৩০. খাদেমকে মারধর করা এবং গালি দেয়া নিষেধ ৩৮৭
৩১. খাদেমকে সৌজন্যমূলক আচরণ শিক্ষাদান ৩৮৮
৩২. খাদেমের অপরাধ ক্ষমা করা এবং তাদের প্রতি উদার হওয়া ৩৮৮
৩৩. সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া ৩৮৯
৩৪. উপঢৌকন আদান-প্রদান ৩৯০
৩৫. উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ৩৯০
৩৬. কল্যাণকর কাজ ও আচরণ ৩৯১
৩৭. ধারকর্জ (মানীহা) প্রদান ৩৯১
৩৮. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ৩৯২
৩৯. সভার আলোচনা আমানতস্বরূপ ৩৯২
৪০. দানশীলতা ৩৯৩
৪১. কৃপণতা ৩৯৪
৪২. পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ৩৯৫
৪৩. মেহমানদারী ও তার সময়সীমা ৩৯৬
৪৪. ইয়াতীম ও স্বামীহীনাদের ভরণ-পোষণের প্রচেষ্টা ৩৯৭

৪৫. প্রফুল্ল মুখ ও প্রশস্ত মন (নিয়ে কারো সাথে সাক্ষাত করা) ৩৯৮
৪৬. সত্য এবং মিথ্যা প্রসঙ্গে ৩৯৮
৪৭. নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণ ৪০০
৪৮. অভিশাপ ৪০১
৪৯. বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞানদান ৪০২
৫০. এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে অপর ভাইয়ের দোয়া ৪০২
৫১. গালিগালাজ সম্পর্কে ৪০৩
৫২. ভালো কথা বলা ৪০৪
৫৩. সৎকর্মশীল গোলামের মর্যাদা ৪০৫
৫৪. মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা ৪০৬
৫৫. কুধারণা পোষণ ৪০৬
৫৬. কৌতুক করা ৪০৭
৫৭. ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে ৪০৮
৫৮. কোমল ব্যবহার সম্পর্কে ৪০৯
৫৯. বন্ধুত্ব ও বিদ্বেষ উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা ৪১০
৬০. অহংকারকারী জান্নাতে যাবে না ৪১১
৬১. সচ্চরিত্র ও সদাচার ৪১৩
৬২. ইহ্সান (অনুগ্রহ) এবং ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন ৪১৪
৬৩. ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা ৪১৫
৬৪. লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ জান্নাতে নিয়ে যায় ৪১৬
৬৫. ধীর-স্থিরতা ও তাড়াহুড়া ৪১৬
৬৬. নম্রতা ৪১৭
৬৭. নির্যাতিতের বদদোয়া ৪১৮
৬৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ৪১৮
৬৯. উত্তমরূপে ওয়াদা পালন ৪২০
৭০. উন্নত চারিত্রিক গুণ ৪২০
৭১. অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করা ৪২১
৭২. অধিক রাগ বা উত্তেজনা ৪২১
৭৩. বড়দের তাযীম করা ৪২২
৭৪. পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারীগণ সম্পর্কে ৪২৩
৭৫. ধৈর্য ধারণ করা ৪২৪
৭৬. দ্বিমুখীপনা বা মোনাফেকী ৪২৪
৭৭. চোগলখোর (পরোক্ষে নিন্দাকারী) সম্পর্কে ৪২৫
৭৮. স্বল্পভাষী হওয়া ৪২৫
৭৯. বক্তৃতা-ভাষণেও রয়েছে যাদুকরী প্রভাব ৪২৬
৮০. বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে ৪২৬
৮১. যুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে ৪২৭
৮২. নিয়ামতের মধ্যে ত্রুটি খোঁজা ঠিক নয় ৪২৭
৮৩. মুমিন ব্যক্তিকে সম্মান করা ৪২৮
৮৪. অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ৪২৯
৮৫. কিছু না পেয়ে পাওয়ার ভান করা ৪২৯
৮৬. উপযুক্ত প্রশংসা করা ৪২৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

اَبوابُ الاحكام عن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم

(বিধান ও বিচার ব্যবস্থা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

কাযী (বিচারক) সম্পর্কে।

١٢٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنِ عُمَرَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ اَوَ تُعَافِيْنِيْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ كَانَ اَبُوْكَ يَقْضِيْ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضٰى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ اَنْ يَّنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا اَرْجُوْ بَعْدَ ذٰلِكَ .

১২৬০। আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, যাও! লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালা কর। তিনি বলেন, হে মুমিনদের নেতা! আমাকে কি ক্ষমা করবেন? তিনি বলেন, এ পদটি তুমি কেন অপছন্দ করছ, অথচ তোমার পিতা বিচার-ফয়সালা করতেন ? তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি কাযী (বিচারক) নিযুক্ত হয়ে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করলেও সে বরাবর আমল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে (না তার কোন পাপ আছে আর না তার কোন সওয়াব আছে)। এরপর আমি আর কি আশা করতে পারি?

এ হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে। ইবনে উমার (রা)-এর হাদীসটি গরীব। আমার মতে এ হাদীসের সনদ পরম্পর সংযুক্ত নয়। কেননা যে আবদুল মালিক থেকে মুতামির রিওয়ায়াত করেছেন তিনি হলেন আবদুল মালিক ইবনে আবু জামীলা। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٦١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَ قَاضٍ فِى الْـجَنَّةِ رَجُلٌ قَضٰى بِغَيْـرِ الْـحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَاَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَضٰى بِالْـحَقِّ فَذٰلِكَ فِى الْجَنَّةِ .

১২৬১। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কাযীগণ তিন শ্রেণীভুক্ত। দুই শ্রেণীর কাযী (বিচারক) দোযখী এবং এক শ্রেণীর কাযী জান্নাতী। যে ব্যক্তি (বিচারক) জ্ঞাতসারে অন্যায় রায় প্রদান করে সে দোযখী। যে ব্যক্তি (বিচারক) সত্য উপলব্ধি না করে মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সেও দোযখী। আর যে ব্যক্তি (বিচারক) ন্যায়সংগত ফয়সালা দান করে সে জান্নাতী।

١٢٦٢ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ بِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَنَسِ بْـنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْـسِهِ وَمَن اُجْـبِرَ (جُبِرَ) عَلَيْـهِ يُنْزِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ .

১২৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাযীর পদ প্রার্থনা করে নেয় তার দায়দায়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত করা হয়। আর যাকে এই পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয় আল্লাহ তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান যিনি তাকে ইনসাফের পথে থাকতে অনুপ্রাণিত করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস হাসান ও গরীব। এটি ইসরাঈল-আবদুল আলা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٢٦٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْـدِ الاَعْلَى الثَّعْلَبِىِّ عَنْ بِلاَلِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِىِّ عَنْ خَيْـثَمَةَ (وَهُوَ الْبَصْرِىُّ) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَاَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْـهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْـهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ .

১২৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থনা করে এবং অন্যদের দিয়ে তার জন্য সুপারিশ করায়, তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হয় (এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়)। আর যাকে জোর করে এ পদে বসানো হয়, আল্লাহ্ তার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তাকে ইনসাফের পথে অনুপ্রাণিত করেন (আ,দা,ই,হা,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ।

١٢٦٤ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ اَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ .

১২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হল তাকে বিনা ছুরিতে যবেহ করা হল (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আরো একটি সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
বিচারকের সঠিক অথবা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার সম্ভাবনা আছে।

١٢٦٥ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ وَّاحِدٌ .

১২৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিচারক যখন ফয়সালা করে এবং ইজতিহাদ করে (চিন্তাভাবনা করে সত্যে পৌঁছার চেষ্টা করে), অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, তার জন্য দুইটি পুরস্কার রয়েছে। আর সে যদি ফয়সালা করতে গিয়ে ভুল করে বসে তবুও তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে (আ, দা, দার)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনুল আস ও উকবা ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা আবদুর রাযযাক-মামার-সুফিয়ান সাওরী সূত্র ব্যতীত সুফিয়ান সাওরী-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের বর্ণনা হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত নই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
বিচারক কিভাবে ফয়সালা করবে ?

١٢٦٦ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ الثَّقَفِىِّ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِ مُعَاذٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذاً اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ فَقَالَ اَقْضِىْ بِمَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِىْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১২৬৬। মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিভাবে বিচার করবে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী বিচার করব। তিনি বলেন ঃ যদি আল্লাহ্র কিতাবে না পাওয়া যায়? তিনি বলেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাত (হাদীস) অনুযায়ী বিচার করব। তিনি বলেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও না পাও? তিনি বলেন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে ইজতিহাদ করব। তিনি বলেন ঃ সেই মহান আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিনিধিকে এইরূপ যোগ্যতা দান করেছেন (আ, দা, দার)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার-মুআয (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আমরা হাদীসটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার মতে এ হাদীসের সনদ পরম্পর সংযুক্ত নয়। আবু আওস আস-সাকাফীর নাম মুহাম্মাদ, পিতা উবাইদুল্লাহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম (শাসক)।

١٢٦٧ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ وَاَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ .

১২৬৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যে যালিম শাসকই আল্লাহ্র সর্বাধিক ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٦٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَالَمْ يَجُرْ . فَاِذَا جَارَ تَخَلّٰى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ .

১২৬৮। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাযী যতক্ষণ পর্যন্ত যুলুম না করে ততক্ষণ আল্লাহ্ তার সাথে থাকেন। যখন সে যুলুম করে তখন তিনি তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তাকে আকড়ে ধরে (হা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইমরান আল-কাত্তানের সূত্রেই আমরা এটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
বাদী ও বিবাদীর জবানবন্দী না নিয়ে বিচারক রায় দিবেন না।

١٢٦٩ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا

تَقَاضٰى اِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلاَمَ الْاٰخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِىْ كَيْفَ تَقْضِىْ ·

১২৬৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন দুই ব্যক্তি তোমার নিকট বিচার প্রার্থনা করে তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য না শুনেই প্রথম ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে রায় দিও না। অচিরেই তুমি জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফয়সালা করছ। আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি বিচারক হিসাবেই থেকেছি (দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

জনগণের নেতা।

١٢٧٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنِىْ اَبُوالْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ اِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ اِلاَّ اَغْلَقَ اللّٰهُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِه وَحَاجَتِه وَمَسْكَنَتِه فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ ·

১২৭০। আমর ইবনে মুররা (রা) মুআবিয়া (রা)-কে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নেতা গরীব-মিসকীন ও স্বীয় প্রয়োজন পূরণে আগত লোকের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ তাআলাও এমন ব্যক্তির দারিদ্র্য, অভাব ও প্রয়োজনের সময় আসমানের দরজা বন্ধ করে রাখবেন। একথা শুনে মুআবিয়া (রা) মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমর ইবনে মুররার উপনাম আবু মরিয়ম। ইয়াযীদ ইবনে আবু মরিয়ম সিরিয়ার অধিবাসী এবং বুরাইদা ইবনে আবু মরিয়ম কূফার অধিবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবেন না।

١٢٧١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبِىْ اِلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ

وَهُوَ قَاضٍ اَنْ لاَ تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانٌ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ ٠

১২৭১। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বাকরা একজন বিচারক ছিলেন। আমার পিতা তাকে লিখে পাঠালেন, তুমি ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বিচারক যেন রাগের অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা না করে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু বাক্‌রা (রা)-র নাম নুফাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ।

١٢٧٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الْاَوْدِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ اَرْسَلَ فِىْ اَثَرِىْ فَرُدِدْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ لِمَ بَعَثْتُ اِلَيْكَ لاَ تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ اِذْنِىْ فَاِنَّهُ غُلُوْلٌ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهٰذَا دَعَوْتُكَ وَامْضِ (فَامْضِ) لِعَمَلِكَ ٠

১২৭২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামনে পাঠান। আমি রওনা হলে তিনি আমার পিছনে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমি তোমাকে ডাকার জন্য কেন লোক পাঠালাম? তিনি বলেন, আমার অনুমতি ছাড়া তুমি (লোকদের থেকে উপঢৌকন হিসাবে) কিছু গ্রহণ করবে না। কেননা এটা আত্মসাৎ। যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে সে কিয়ামতের দিন আত্মসাতের মালসহ হাযির হবে। আমি তোমাকে এটা জানিয়ে দেয়ার জন্যই ডেকেছি। এখন নিজের কাজে রওনা হয়ে যাও।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু উসামা-দাউদ আল-আওদীর সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। এ অনুচ্ছেদে আদী ইবনে উমাইরা, বুরাইদা, মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ, আবু হুমাইদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
মীমাংসার ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষদাতা।

١٢٧٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ فِى الْحُكْمِ .

১২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারকার্যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে অভিসম্পাত করেছেন (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আইশা, ইবনে হাদীদা ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সালামা-তার পিতা আবদুর রহমান সূত্রেও নবী (সা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে, কিন্তু তা সহীহ নয়। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি ঃ আবু সালামা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত হাদীসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সহীহ।

١٢٧٤ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ .

১২৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষখোর ও ঘুষদাতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
উপঢৌকন গ্রহণ ও দাওয়াতে যোগদান।

١٢٧٥ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَاَجَبْتُ .

১২৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমাকে বকরীর পায়ের একটি খুরও উপঢৌকন দেয়া হয়, আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করব। যদি আমাকে তা আহারের দাওয়াত দেয়া হয় তবে আমি তাতে সাড়া দিব (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, মুগীরা ইবনে শোবা, সালমান, মুআবিয়া ইবনে হাইদা ও আবদুর রহমান ইবনে আলকামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

বিচারের রায়ে (ভুলক্রমে) কাউকে যদি এমন কোন জিনিস দেয়া হয় যা (প্রকৃতপক্ষে) তার গ্রহণ করা উচিৎ নয়, সেই সম্পর্কে সতর্কবাণী।

١٢٧٦ . حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَاِنْ قَضَيْتُ لاَحَدٍ مِّنْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ اَخِيْهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ فَلاَ يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .

১২৭৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাক। আমিও একজন মানুষ। হয়ত তোমাদের কেউ অপর কারো তুলনায় নিজের (যুক্তি-প্রমাণ পেশে) অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। সুতরাং আমি তোমাদের কারো পক্ষে তার ভাইয়ের হকের কোন অংশের ফয়সালা দিয়ে ফেলতে পারি। এ অবস্থায় আমি তার জন্য দোযখের একটি টুকরাই কেটে দিচ্ছি। অতএব (আসল বিষয় জ্ঞাত থাকলে) এর কোন কিছুই সে যেন গ্রহণ না করে (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

١٢٧٧ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى اَرْضٍ لِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضِيْ وَفِيْ يَدِيْ لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِيْ عَلٰى مَاحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِكَ لِيَاْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ .

১২৭৭। আলকামা ইবনে ওয়াইল (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদরামাওত এলাকার এক ব্যক্তি এবং কিন্‌দার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। হাদরামী বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি আমার কিছু জমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিন্‌দী বলল, সেটা আমার জমি, আমার দখলে আছে, তাতে তার কোন স্বত্ব নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বলেন ঃ তোমার সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমাকে তার শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ লোকটি তো বদমাশ, যে কোন ব্যাপারে শপথ করতে তার কোন দ্বিধা নেই, কোন কিছুতেই তার ভীতি-বিহবলতা নেই। তিনি বলেন ঃ এ ছাড়া তোমার আর কোন গত্যন্তর নেই। রাবী বলেন, কিন্‌দী শপথ করার জন্য অগ্রসর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে যদি অন্যায়ভাবে তার মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে তবে সে আল্লাহ্‌র সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার থেকে (অসন্তোষে) মুখ ফিরিয়ে নিবেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আশআছ ইবনে কায়েস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٧٨ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ .

১২৭৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সমালোচিত। রাবী মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ আরযামীর স্মরণ-শক্তি দুর্বল। ইবনুল মুবারক ও অন্যরা তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন।

١٢٧٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ .

১২৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিয়েছেন যে, বিবাদীকে শপথ করতে হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে বাদী পক্ষকে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে এবং বিবাদী পক্ষকে শপথ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
সাক্ষীর সাথে সাথে শপথও করানো।

١٢٨٠ . حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِيْنِ مَعَ

الشَّاهِدِ الْوَاحِـدِ قَالَ رَبِيْعَـةُ وَاَخْبَرَنِيْ ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُـبَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ سَعْـدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْـنِ مَعَ الشَّاهِدِ ·

১২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন। (অধঃস্তন রাবী) রাবীআ বলেন, আমাকে সাদ ইবনে উবাদার এক পুত্র অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, আমরা সাদের কিতাবে লিখিত পেয়েছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন (দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী, জাবির, ইবনে আব্বাস ও সুররাক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٨١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْـنُ اَبَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَـفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ ·

১২৮১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেছেন (আ,ই)।

١٢٨٢ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْـهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ وَقَضٰى بِهَا عَلِيٌّ فِيْكُمْ ·

১২৮২। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে (তাকে) শপথ করিয়ে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেছেন। রাবী বলেন, আলী (রা)-ও তোমাদের মাঝে অনুরূপ পন্থায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রটি অধিকতর সহীহ। অনুরূপভাবে সুফিয়ান সাওরী-জাফর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইবনে আবু সালামা ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম এই হাদীস জাফরের সূত্রে, তার পিতার সূত্রে, আলী (রা)-র সূত্রে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যদের মতে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাদের মতে অধিকার ও মাল সম্পর্কিত মোকদ্দমায় একজন সাক্ষী এবং তাকে শপথ করিয়ে ফয়সালা দেয়া জায়েয। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত। তারা বলেছেন, শুধু অধিকার ও মাল সম্পর্কিত ব্যাপারেই একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে সাথে তাকে শপথ করিয়ে রায় প্রদান করা যাবে। কতিপয় কূফাবাসী (হানাফী) ও অন্যদের মতে শুধু একজন সাক্ষী ও তার শপথের ভিত্তিতে কোন মোকদ্দমার রায় দেয়া জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
একটি গোলামের দুইজন অংশীদারের একজন তার নিজের অংশ আযাদ করে দিলে।

١٢٨٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ قَالَ شِقْصًا اَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ .

১২৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শরীকানা গোলামের মালিকদের মধ্যে কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার নিকট গোলামের ন্যায়সংগত মূল্যের সম-পরিমাণ মাল থাকলে সে সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে, অন্যথায় সে যতটুকু আযাদ করেছে ততটুকুই স্বাধীন হবে। আইউব বলেন, নাফে কখনও বলেছেন ঃ "অন্যথায় সে যতটুকু আযাদ করেছে ততটুকুই আযাদ হবে" (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। সালেমও তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٤ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيْقٌ مِنْ مَالِهِ .

১২৮৪। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শরীকানা গোলামে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে গোলামটির মূল্যের সম-পরিমাণ থাকলে সে তার (আযাদকৃত মালিকের) মালের সাহায্যে আযাদ হয়ে যাবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٨٥ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ قَالَ شِقْصًا فِيْ مَمْلُوْكٍ فَخَلاَصُهُ فِيْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيْ نَصِيْبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ .

১২৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি কোন শরীকানা গোলামে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তার অবশিষ্ট অংশও তাকে আযাদ করতে হবে– যদি তার সেরূপ আর্থিক সংগতি থাকে। যদি তার আর্থিক সংগতি না থাকে তবে ইনসাফ সহকারে তার ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করা হবে। অতঃপর সে যতটুকু পরিমাণে আযাদ হয়নি ততটুকু মূল্য (কায়িক শ্রমের মাধ্যমে) পরিশোধের প্রয়াস চালাবে। কিন্তু তাকে দিয়ে সামর্থ্যের অধিক কষ্টকর কাজ করানো যাবে না (বু,মু,দা,ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা এ হাদীসটি কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাতে পরিশ্রম করানোর কথা উল্লেখ নেই।

এ ধরনের গোলাম দিয়ে পরিশ্রম করানোর ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে। একদল আলেমের মতে, মুক্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে দিয়ে পরিশ্রম করানো জায়েয। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমগণের এই মত। ইসহাকও এই মতের সমর্থক। অপর দল বলেছেন, যদি একটি ক্রীতদাসের দুইজন মালিক থাকে এবং এক মালিক তার অংশ আযাদ করে দিলে তার (আযাদকারীর) যদি আর্থিক সংগতি থাকে, তবে সে অপর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিবে এবং নিজের

সম্পদের বিনিময়ে তাকে আযাদ করে দিবে। যদি তার এরূপ আর্থিক সংগতি না থাকে তবে উক্ত গোলামের যতটুকু অংশ আযাদ করা হয়েছে ততটুকু আযাদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী অপর মালিককে প্রদান করে তাকে আযাদ করার এ পন্থা ঠিক নয়। আলেমগণের এই দল ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের সমর্থক। মদীনার আলেমদেরও এই মত। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্মদ ও ইসহাক (র) এই মতের সমর্থক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

উমরা (জীবনস্বত্ব) প্রদান।

١٢٨٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا اَوْ مِيْرَاثٌ لِاَهْلِهَا .

১২৮৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জীবন-স্বত্ব দেয়া (আজীবনের জন্য কিছু দান করা) জায়েয, যাকে দেয়া হবে এটা তার জন্য অথবা (তিনি বলেন) তা তার ওয়ারিসগণের জন্য উত্তরাধিকার স্বত্ব হিসাবে গণ্য (আ)।

এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে সাবিত, জাবির, আবু হুরায়রা, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٨٧ . حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ .

১২৮৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তিকে জীবন-স্বত্ব দেয়া হলে সেটা তার এবং তার ওয়ারিসদের জন্য। তা যাকে দেয়া হয়েছে তার জন্যই, তা দাতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। কেননা সে এমন দান করেছে যার উপর দান গ্রহীতার উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যুহরীর বর্ণনায় "ওয়ালিআকাবিহি" (তার ওয়ারিসদের জন্য) শব্দের

উল্লেখ নাই। একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। তারা বলেন, যখন কোন ব্যক্তি বলে, এটা তোমার জন্য তোমার সারা জীবনের জন্য এবং তোমার পরবর্তীদের জন্য, তখন তা গ্রহীতার মালিকানায় এসে যায়। জীবন-স্বত্ব প্রদানকারীর মালিকানায় তা আর প্রত্যাবর্তন করে না। যদি সে একথা না বলেঃ এটা তোমার পরবর্তীদের জন্যও, তবে এক্ষেত্রে গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা দাতার মালিকানায় ফিরে আসবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈর এই মত। কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "জীবন-স্বত্ব জায়েয–এটা যাকে দেয়া হয়েছে তার"। একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যাকে জীবন-স্বত্ব দেয়া হয়েছে তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে, জীবন-স্বত্ব প্রদানকারী–'এটা তোমার পরবর্তীদের জন্যও'– এ কথা না বলে থাকলেও। সুফিয়ান সাওরী, আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
রুকবার বর্ণনা।

١٢٨٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا .

১২৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জীবন-স্বত্ব যাকে প্রদান করা হয়েছে তা তার জন্য বৈধ। রুকবা যাকে দেয়া হয়েছে তা তার জন্য বৈধ (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অপর এক সূত্রে জাবির (রা) থেকে এটা মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে জীবন-স্বত্বের মত রুকবাও জায়েয। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। কূফার একদল আলেম জীবন-স্বত্ব ও রুকবার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা জীবন-স্বত্ব জায়েয মনে করলেও রুকবা জায়েয মনে করেন না। রুকবার ব্যাখ্যা

---

১. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার জীবৎকাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য কিছু দান করলে তা দান গ্রহীতারই হবে এবং তার মৃত্যুর পর ঐ দানকৃত বস্তুতে তার ওয়ারিসগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, জীবৎকালের জন্য ঐ দান সীমিত থাকবে না। এই ধরনের দানকে পরিভাষায় 'উমরা' বলে। দানকারী দানগ্রহীতার আজীবনকালের শর্ত যুক্ত করলেও ঐ শর্ত বাতিল গণ্য হয়। হানাফী ফকীহ্গণের এই মত (অনু.)।

এই যেঃ দাতা (গ্রহীতাকে) বলল, তোমার জীবৎকাল পর্যন্ত এটা তোমার। তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তবে আমি পুনরায় এর মালিক হব (আর আমি তোমার পূর্বে মারা গেলে তা তোমারই থাকবে)। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক বলেনঃ রুকবা জীবন-স্বত্বের অনুরূপ। এটা যাকে দেয়া হয় সে-ই এর মালিক। গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা দাতার কাছে ফিরে আসবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

লোকদের মধ্যে আপস-রফা বা সন্ধি স্থাপন সম্পর্কে।

١٢٨٩ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا .

১২৮৯। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা জায়েয। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত সন্ধি জায়েয নেই। মুসলমানগণ তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থিরিকৃত শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত শর্ত বৈধ নয় (তা বাতিল গণ্য হবে) (ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে (নিজ ঘরের) কড়িকাঠ স্থাপন করে।

١٢٩٠ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَاْذَنَ اَحَدَكُمْ جَارُهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي

جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ فَلَمَّا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُا رُؤُسَهُمْ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ .

১২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারো কাছে তার প্রতিবেশী তার দেয়ালের সাথে (তার ঘরের) কড়িকাঠ স্থাপনের অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীস বর্ণনা করলে লোকেরা তাদের মাথা অবনমিত করে। তিনি তখন বলেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ থেকে বিমুখ হতে দেখছি? আল্লাহ্র শপথ! আমি তা তোমাদের কাঁধের উপর নিক্ষেপ করব (বু,মু,দা,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও মুজাম্মে ইবনে জারিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম শাফিঈও অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একদল আলেম বলেছেন, কারো দেয়ালে তার প্রতিবেশী কড়িকাঠ স্থাপন করতে চাইলে তাতে বাধা দেয়ার অধিকার তার রয়েছে। ইমাম মালেকেরও এই মত। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
শপথ হতে হবে প্রতিপক্ষের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিকর।

١٢٩١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ (الْمَعْنٰى وَاحِدٌ) قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَمِيْنُ عَلٰى مَايُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَلٰى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .

১২৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শপথ এমনভাবে করতে হবে যার দ্বারা তোমার সাথী (প্রতিপক্ষ) তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে (মু,আ,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উপরোক্ত (হুশায়ম-আবদুল্লাহ) সূত্রেই এটি আমরা জানতে পেরেছি। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, যে ব্যক্তি শপথ করতে বাধ্য করে সে যদি যালেম হয় তবে

শপথকারীর নিয়াতই এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি শপথ করায় সে যদি মযলুম হয় তবে তার নিয়াতই গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

রাস্তা তৈরীর ক্ষেত্রে (এর প্রশস্ততার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে)।

١٢٩٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدِ الضُّبَعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ .

১২৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাস্তা সাত হাত প্রশস্ত বানাও (বু,মু,দা,ই,মা)।

١٢٩٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ .

১২৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাস্তার ব্যাপারে তোমাদের মতভেদ হলে তা সাত হাত (প্রশস্ত) কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ওয়াকীর হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বুশায়র ইবনে কাব আল-আদাবী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর একটি সূত্রেও কেউ কেউ উক্ত হাদীস কাতাদা-বাশীর ইবনে নাহীক-আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর সনদ সুরক্ষিত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

পিতা-মাতার মধ্যে (বিবাহ) বিচ্ছেদ হলে সন্তানকে তাদের যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার প্রদান।

١٢٩٤ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ الثَّعْلَبِيِّ عَنْ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ .

১২৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছেলেকে তার পিতা ও মাতার মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেন (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল হামীদ ইবনে জাফরের দাদা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, সন্তানকে কেন্দ্র করে পিতা-মাতার মধ্যে বিভেদ হলে সন্তানকে এখতিয়ার দিতে হবে। সে যাকে বেছে নিবে তার সাথে থাকবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত। তারা উভয়ে বলেছেন, সন্তান ছোট হলে মাতাই তার লালন-পালনের অধিক হকদার। যখন সে সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে তখন তাকে এখতিয়ার দিতে হবে (সে যার সাথে থাকতে চায় তার সাথে থাকবে)। হিলাল ইবনে আবু মাইমূনার পিতা আলী এবং দাদা উসামা। তিনি মদীনার অধিবাসী। তার সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর, মালেক ইবনে আনাস ও ফুলাইহ্ ইবনে সুলাইম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

পিতা তার সন্তানের মাল থেকে নিতে পারে।

١٢٩٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ .

১২৯৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের নিজেদের উপার্জনই সর্বোত্তম জীবিকা। তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের নিজস্ব উপার্জন (বু,মু,দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কোন কোন রাবী এ হাদীস উমারা ইবনে উমাইর–তার মাতার সূত্রে-আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মাতার স্থলে ফুফু বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, পিতার হাত সন্তানের সম্পদের উপর সম্প্রসারিত। সে যতটুকু ইচ্ছা তা থেকে নিতে পারে। তাদের অপর দল বলেছেন, পিতা যেন শুধু প্রয়োজনের

সময়ই সন্তানের সম্পদ থেকে নেয়। প্রয়োজন ছাড়া সে তার মালে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
কেউ অন্যের জিনিস ভেংগে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান।

١٢٩٦ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَهْدَتْ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِىْ قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَاِنَاءٌ بِاِنَاءٍ .

১২৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী একটি বাটিতে করে তাঁকে কিছু খাবার পাঠান। আইশা (রা) নিজের হাত দিয়ে বাটিতে আঘাত করে খাবারগুলো ফেলে দেন এবং বাটিও ভেংগে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ খাবারের পরিবর্তে খাবার এবং পাত্রের পরিবর্তে একটি পাত্র দিতে হবে (বু,মু,দা,না,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٩٧ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ .

১২৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাটি ধার করেছিলেন। অতঃপর তা ভেংগে গেল (অথবা হারিয়ে গেল)। তিনি বাটির মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। আমার ধারণামতে সুয়াইদ পূর্বোক্ত হাদীসটিই বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন (কিন্তু সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে তার মনে ছিল না বিধায় তিনি এই হাদীসটি মিলিয়ে ঝুলিয়ে বর্ণনা করেছেন)। এ ক্ষেত্রে সুফিয়ান সাওরীর হাদীসটিই অধিকতর সহীহ। আবু দাউদের নাম উমার, পিতার নাম সাদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

ছেলে-মেয়েদের বালেগ হওয়ার বয়স।

١٢٩٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِىْ فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِىْ جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِىْ قَالَ نَافِعٌ وَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَابَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ يُّفْرَضَ لِمَنْ يَّبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ .

১২৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সামরিক অভিযানকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। আমার বয়স তখন চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে গ্রহণ (সৈনিক হিসাবে বাছাই) করেননি। এর পরবর্তী বছর এক সামরিক অভিযানকালে পুনরায় তাঁর সামনে আমাকে পেশ করা হয়। আমার বয়স তখন পনর বছর। এবার তিনি আমাকে সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করলেন। নাফে (র) বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ এটাই হল নাবালেগ ও বালেগের মধ্যকার বয়সসীমা। অতঃপর তিনি লিখিত নির্দেশ দিলেন– যে পনর বছর বয়সে পদার্পণ করেছে তার ভাতা নির্ধারণের জন্য (বু,মু)।

١٢٩٩ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ اَنَّ هٰذَا حَدُّ مَابَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ" . وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَابَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ .

১২৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এই সনদেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে এ কথাটুকু উল্লেখ নাই ঃ উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) লিখে পাঠালেন, এটাই বালেগ ও নাবালেগের মধ্যকার বয়সসীমা। ইবনে উআইনা তার হাদীসে একথাই

উল্লেখ করেছেনঃ আমি উমার ইবনে আবদুল আযীযের সামনে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, নাবালেগ ও সৈনিকের মধ্যে এটাই হল বয়সসীমা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী,ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতও তাই। তাদের মতে নাবালেগ পনর বছর বয়সে পদার্পণ করার সাথে সাথে বালেগদের মধ্যে গণ্য হবে। পনর বছরের পূর্বেই স্বপ্নদোষ হলে সে বালেগ গণ্য হবে। আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেছেন, বালেগ হওয়ার তিনটি বিকল্প নিদর্শন রয়েছে, পনর বছর বয়স হওয়া; ইহ্‌তিলাম (বীর্যপাত) হওয়া; যদি এমন হয় যে, বয়সও বুঝা যাচ্ছে না আবার ইহ্‌তিলামও হয় না তবে লজ্জাস্থানে চুল গজানো ধর্তব্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

সৎমাকে বিবাহ্ করলে (তার শাস্তি)।

١٣٠٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِيْ خَالِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةَ اَبِيْهِ اَنْ اٰتِيَهُ بِرَاْسِهِ .

১৩০০। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদা (রা) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার হাতে ছিল একটি পতাকা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার বাপের স্ত্রীকে (সৎমাকে) বিবাহ্ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার মাথা কেটে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছেন (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে কুররা আল-মুযানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

দুই ব্যক্তি সম্পর্কে, যাদের একজনের ভূমি পানি প্রবাহের নিম্নদিকে অবস্থিত।

١٣٠١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَازُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَحْسِبُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا" ٠

১৩০১। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) তাকে বলেছেন, হাররা থেকে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টনকে কেন্দ্র করে এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুবাইর (রা)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এ নালার পানি তারা খেজুর বাগানেও সিঞ্চন করতেন। আনসারী দাবি করল, পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবাইর (রা) তা অস্বীকার করেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এই বিবাদ পেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রা)-কে বলেনঃ হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে তা প্রবাহিত হতে দাও। আনসারী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, আপনার ফুফাত ভাই তো![2] এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিমাভ হয়ে গেল। তিনি বলেনঃ হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, অতঃপর তা আটক করে রাখ–যাতে তা আইল পর্যন্ত উঠতে পারে। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ধারণামতে এ প্রসংগেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "না, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারকরূপে মেনে না নিবে। অতঃপর তুমি যেই ফায়সালা করবে তার সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না; বরং এর সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে"-(সূরা নিসা ঃ ৬৫) (বু,মু)।

---

২. যুবাইর (রা) মহানবী (সা)-এর ফুফু সাফিয়্যা (রা)-র পুত্র ছিলেন (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

শুআইব ইবনে আবু হামযা-যুহ্‌রী-উরওয়া-যুবাইর (রা) সনদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর উল্লেখ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-লাইস ও ইউনুস-যুহ্‌রী-উরওয়া-আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

যার গোলাম ছাড়া অন্য কোন মাল নাই সে মৃত্যুর সময় তাদেরকে আযাদ করে দিলে।

١٣٠٢ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُم فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا ثُمَّ دَعَاهُم فَجَزَّأَهُم ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .

১৩০২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি গোলামই আযাদ করে দিল। এদের ছাড়া তার অন্য কোন মাল ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তার সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। তিনি অতঃপর গোলামদের ডাকলেন এবং তাদেরকে তিন ভাগ করে তাদের মধ্যে লটারী করলেন। তদনুসারে তিনি দুইজনকে আযাদ করে দিলেন এবং অবশিষ্ট চারজনকে গোলাম হিসাবে বহাল রাখলেন (মু,দা,না,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমরান (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের মতে এ ব্যাপারে বা অন্য যে কোন ব্যাপারে লটারী করে ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু কূফাবাসী কতিপয় আলেম লটারীর পক্ষে রায় দেননি। তাদের মতে, এক্ষেত্রে প্রতিটি গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ করার জন্য তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। আবুল মুহাল্লাবের নাম আবদুর রহ্‌মান মতান্তরে মুআবিয়া, পিতা আমর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

মুহ্‌রিম (মাহ্‌রাম) আত্মীয়ের (ক্রীতদাস সূত্রে) মালিক হলে।

١٣٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

১৩০৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার কোন মুহরিম (মাহ্‌রাম) আত্মীয়ের মালিক হলে সে (দাসত্ব থেকে) স্বয়ং স্বাধীন হয়ে যাবে (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসের সনদ কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনা থেকেই জানতে পেরেছি। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি কাতাদা-হাসান-উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٤ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

১৩০৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার কোন মুহরিম (মাহ্‌রাম) আত্মীয়ের (দাসত্ব সূত্রে) মালিক হলে সে (দাসত্ব থেকে) স্বয়ং মুক্ত হয়ে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাক্‌র ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস আসেম আল-আহ্‌ওয়াল-হাম্মাদ ইবনে সালামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার মুহরিম আত্মীয়ের মালিক হলে সে স্বয়ং আযাদ হয়ে যাবে। দমরা ইবনে রবীআ-সাওরী-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে দমরার কোন অনুগামী নেই। তাই হাদীস বিশারদদের মতে এ হাদীসের সনদে ভুল আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

পূর্বানুমতি না নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের জমি চাষাবাদ করলে।

١٣٠٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّخَعِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِيْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ .

১৩০৫। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমিতে তাদের অনুমতি না নিয়ে কৃষিকাজ করলে সে ফসলের কোন অংশ পাবে না, শুধু চাষাবাদের খরচ পাবে (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শরীক ইবনে আবদুল্লাহ্‌র সনদেই কেবল আমরা আবু ইসহাকের এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আহ্‌মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা হাসান হাদীস। আমরা কেবল শরীকের সূত্রে আবু ইসহাকের এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি আরো বলেন, এটি মাকিল ইবনে মালেক আল-বাসরী-উকবা-আতা-রাফে (রা)-রাসূলুল্লাহ (সা) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

দান বা উপহার এবং সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।

١٣٠٦ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ (الْمَعْنٰى وَاحِدٌ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَ ابْنًالَهُ غُلاَمًا فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَانَحَلْتَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ .

১৩০৬। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার এক ছেলেকে একটি গোলাম দান করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর সাক্ষী করার জন্য তাঁর কাছে আসেন। তিনি বলেনঃ তুমি তোমার এই সন্তানকে যা দান করেছ, তোমার অন্য সন্তানদেরও কি তদ্রূপ দান করেছ? তিনি বলেন, না। অতঃপর তিনি বলেনঃ এই দান ফেরত নাও (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। নোমান ইবনে বশীরের কাছ থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করাকে খুবই পছন্দনীয় বলেছেন। কেউ কেউ এ পর্যন্তও বলেছেন, চুম্বন করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। আর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, উপহার-উপঢৌকনের বেলায় সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী এই মত ব্যক্ত করেছেন। আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) বলেছেন, মীরাস বণ্টনের নীতি অনুসারে উপহার-উপঢৌকনের ক্ষেত্রেও পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

শুফ্আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার)।[৩]

١٣٠٧ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ .

১৩০৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাড়ির প্রতিবেশী উক্ত বাড়ির (ক্রয়ের ব্যাপারে) অগ্রাধিকার পাবে (আ,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে শারীদ, আবু রাফে ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আনাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারীর মতে উভয় হাদীসই সহীহ (বিস্তারিত সনদসূত্র মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

অনুপস্থিত ব্যক্তিরও শুফআর অধিকার আছে।

١٣٠٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا

---

৩. কোন ব্যক্তি তার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করলে–তার নিকটতম প্রতিবেশী তা ক্রয় করার অগ্রাধিকার পাবে। আইনের পরিভাষায় এটাকে শুফআ বলে। বিক্রয় হওয়ার খবর পেয়ে বা বিক্রয়ের সময় উপস্থিত থেকেও শুফআ দাবি না করলে এ অধিকার বাতিল হয়ে যায়। অস্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর অধিকার বর্তায় না (অনু.)।

১৩০৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার শুফআর অধিক হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে–যদি উভয়ের যাতায়াতের একই রাস্তা হয় (আ,দা,ই,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমান-আতা-জাবির (রা) সূত্র ব্যতীত অপর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ হাদীসকে কেন্দ্র করে শোবা (র) আবদুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমানের সমালোচনা করেছেন। আবদুল মালেক হাদীস বিশারদদের মতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। উল্লেখিত হাদীসকে কেন্দ্র করে শোবা ছাড়া অন্য কেউ তার সমালোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওয়াকী (র) শোবার সূত্রে, তিনি আবদুল মালেকের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, হাদীসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবদুল মালেক মানদণ্ডস্বরূপ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে, অন্যদের তুলনায় প্রতিবেশীই শুফআর অধিক হকদার, সে উপস্থিত না থাকলেও। সে যখন ফিরে আসবে, তখন শুফআ দাবি করতে পারবে, সময়ের ব্যবধান যাই হোক না কেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

জমির সীমা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং বণ্টিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না।

١٣٠٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

১৩০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সীমানা নির্ধারিত হওয়ার এবং রাস্তা পৃথক হওয়ার পর আর শুফআর অধিকার থাকে না (আ,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। উমার, উসমান (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এবং আরো কতিপয় তাবিঈ ও ফিক্হবিদ অনুরূপ কথা বলেছেন। মদীনার আলেমগণ তথা ইয়াহ্ইয়া

ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমান ও মালেক ইবনে আনাসেরও এই মত। শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। তাদের সকলের মতে কেবল শরীকানা সম্পত্তিতেই শুফআ দাবি করা যায়। প্রতিবেশী যদি অংশীদার না হয় তবে সে শুফআ দাবি করতে পারে না। অপর একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মতে, প্রতিবেশীর শুফআ দাবি করার অধিকার রয়েছে। তারা এই মরফূ হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করেছেনঃ (১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "প্রতিবেশী (অপর প্রতিবেশীর) ঘর ক্রয় করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে।" (২) "প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে (শুফআর) অধিক হকদার"। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও কূফাবাসীদের (হানাফীগণের) এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
অংশীদার শুফআর অধিকারী।

١٣١٠ . حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ السُّكَّرِىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ .

১৩১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শরীক শুফআর অধিকারী। প্রত্যেক জিনিসেই শুফআ রয়েছে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবু হামযা আস–সুককারীর সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। একাধিক রাবী আবদুল আযীয ইবনে রুআইফের সূত্রে-ইবনে আবু মুলাইকা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই সহীহ। হান্নাদ-আবু বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশ-আবদুল আযীয ইবনে রুয়াইফে-ইবনে আবু মুলাইকা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে" সূত্রের উল্লেখ নাই। অনুরূপভাবে একাধিক রাবী–আবদুল আযীয ইবনে রুয়াইফে থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাতেও "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে" সূত্রের উল্লেখ নাই। এই হাদীসটি আবু হামযার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ মনে হয়। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবী আবু হামযা ব্যতীত অপর কারো এই ভুলটি হয়েছে। হান্নাদ-আবুল আহ্ওয়াস-আবদুল

আযীয ইবনে রুয়াইফে-ইবনে আবু মুলাইকা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে আবু বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, কেবল ঘর-বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তিতেই শুফআ দাবি করা যাবে। তাদের মতে যে কোন জিনিসেই শুফআ দাবি করা যাবে না। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে যে কোন জিনিসেই শুফআ দাবি করা যায়। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

লুকতা (হারানো বস্তু) এবং নিখোঁজ উট মেষ ইত্যাদি সম্পর্কে।

١٣١١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا فَاَخَذْتُهُ قَالاَ دَعْهُ فَقُلْتُ لاَ اَدَعُهُ تَاْكُلُهُ السِّبَاعُ لَاٰخُذَنَّهُ فَلَاَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اَحْسَنْتَ وَجَدْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ قَالَ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِيْ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَمَا اَجِدُ مَنْ يَّعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً اٰخَرَ فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً اٰخَرَ وَقَالَ اَحْصِ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَاَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا .

১৩১১। সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি যায়েদ ইবনে সূহান ও সালমান ইবনে রাবীআর সাথে রওয়ানা হলাম। আমি পথিমধ্যে একটি চামড়ার ব্যাগ পেলাম। ইবনু নুমাইরের বর্ণনায় আছেঃ পথিমধ্যে পড়ে থাকা একটি চামড়ার ব্যাগ তুলে নিলাম। তারা উভয়ে বলেন, এটা রেখে দাও। আমি বললাম, হিংস্র জন্তুর আহারের জন্য আমি তা ত্যাগ করব না। আমি অবশ্যই এটা সাথে নিব এবং নিজের কাজে লাগাব। অতঃপর আমি উবাই ইবনে কাব (রা)-র নিকট গেলাম। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম এবং ঘটনাটা

তাকে খুলে বললাম। তিনি বলেন, তুমি ভালই করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক শত দীনারের একটি থলে পেয়েছিলাম। আমি সেটা নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি আমাকে বলেনঃ এক বছর যাবত এটার পরিচয়সহ ঘোষণা দিতে থাক। আমি এক বছর যাবত এর ঘোষণা দিলাম, কিন্তু এর কোন সনাক্তকারী পাইনি। আমি পুনরায় থলেটা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি বলেনঃ আরো এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। আমি আরো এক বছর যাবত ঘোষণা দিলাম। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এলে তিনি বলেনঃ আরো এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। (ঘোষণার মেয়াদশেষে) তিনি বলেনঃ মুদ্রার সংখ্যা, থলে এবং এর মুখের বন্ধন ভাল করে চিনে রাখ। তার অন্বেষণকারী এসে যখন তোমাকে দীনারের সংখ্যা এবং এর থলে ও মুখের বাঁধন সম্পর্কে পরিচয় দিবে তখন তাকে এটা ফেরত দিবে। এর পরও যদি মালিক না পাওয়া যায় তবে তুমি এটা নিজের কাজে লাগাও (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣١٢ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى تَلْقٰى رَبَّهَا .

১৩১২। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো জিনিস প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এক বছর যাবত এর ঘোষণা দিতে থাক। অতঃপর তুমি এর ফিতা, থলে ও চামড়ার বাক্স এবং এর সংখ্যা ভালভাবে চিনে রাখ। অতঃপর তুমি তা খরচ কর। পরে যদি এর মালিক এসে যায় তবে এটা তাকে ফেরত দিও। লোকটি পুনরায় বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারানো মেষ সম্পর্কে বিধান কি? তিনি বলেনঃ এটা ধরে রাখবে। কারণ এটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা

নেকড়ে বাঘের। সে আবার বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হারানো উট সম্পর্কে বিধান কি? রাবী বলেন, এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তেজিত হলেন, এমনকি তাঁর দুই গাল বা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বলেনঃ এতে তোমার মাথা ঘামানোর কি আছে? এর সাথে এর জুতা (খুর) এবং মশক রয়েছে, অবশেষে এটা (ঘুরতে ঘুরতে) তার মালিকের সাথে গিয়ে মিলিত হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, জারূদ ইবনুল মুআল্লা, ইয়াদ ইবনে হিমার ও জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যায়েদ (রা) থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত আছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে পথে পড়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দেয়ার পরও মালিক না পাওয়া গেলে তা নিজের কাজে ব্যবহার করা যায়। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই মত। অপর একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ বলেছেন, এক বছর ধরে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দিতে হবে। এর মধ্যে মালিক এসে গেলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে অন্যথায় সদাকা (দান) করে দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও কূফাবাসী আলেমগণের এই মত। তাদের মতে যে ব্যক্তি হারানো জিনিস পেয়েছে সে ধনী হলে তার জন্য এটা কাজে লাগানো জায়েয হবে না। ইমাম শাফিঈর মতে প্রাপক ধনী হলেও তার জন্য এটা কাজে লাগানো জায়েয। কেননা উবাই ইবনে কাব (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক শত দীনারের একটি থলে পেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কাল ধরে ঘোষণাদানের পর তিনি তাকে এটা কাজে লাগনোর অনুমতি দেন। অথচ তিনি ছিলেন ধনী। অনুরূপভাবে আলী (রা) একটি দীনার পেয়েছিলেন। তিনি এক বছর যাবত এর ঘোষণা দিতে থাকেন, কিন্তু কেউই এটা সনাক্ত করল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটা কাজে লাগানোর অনুমতি দিলেন। যার জন্য সদাকার মাল খাওয়া জায়েয সে ছাড়া অন্য লোকের জন্য যদি পথিমধ্যে পড়ে পাওয়া জিনিস ভোগ করা হালাল না হত তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে এটা কাজে লাগানোর অনুমতি দিতেন না। অথচ আলী (রা)-র জন্য সদাকা খাওয়া হারাম ছিল। একদল আলেম বলেছেন, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস যদি সামান্য হয়, তবে ঘোষণা না দিয়েই তা ভোগ করা জায়েয। আর একদল আলেম বলেছেন, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের পরিমাণ যদি এক দীনারের কম হয়, তবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের এই মত।

١٣١٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ اُعْتُرِفَتْ فَاَدِّهَا وَاِلاَّ فَاَعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فاذا (فَاِنْ) جَاءَ صَاحِبُهَا فَاَدِّهَا .

১৩১৩। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাক। যদি সনাক্তকারী কাউকে পাওয়া যায় তবে তাকে ফেরত দাও। অন্যথায় তুমি এর থলে ও থলের বন্ধনী ভাল করে চিনে রাখ এবং এর মধ্যকার জিনিস গণনা করার পর কাজে লাগাও। অতঃপর মালিক এসে গেলে এটা তাকে ফেরত দিও (বু,মু)।

উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটিই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গে।

١٣١٤ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهَا لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ "غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً" قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِىْ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ اَنَّهُ قَرَاَهَا فِىْ قِطْعَةِ اَدِيْمٍ اَحْمَرَ "غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً" قَالَ اِسْمَاعِيْلُ وَاَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيْهِ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً .

১৩১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খাইবারের (গনীমাত থেকে) এক খণ্ড জমি পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি খাইবার এলাকায় এমন এক খণ্ড জমি পেয়েছি যার তুলনায় উত্তম সম্পদ আমি আর কখনও লাভ করিনি। (এ সম্পর্কে) আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে মূল অংশ ঠিক রেখে লাভের অংশ দান–খয়রাত করতে পার। সুতরাং উমার (রা) জমিটা এভাবে ওয়াক্‌ফ করেন ঃ মূল জমিখণ্ড বিক্রয় করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না এবং ওয়ারিসদের মধ্যেও বণ্টিত হবে না। তা থেকে প্রাপ্ত আয় ফকীর-মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস মুক্তকরণ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে), পথিক-মুসাফির এবং মেহমানদের খরচ বহন করার জন্য ব্যয় করা হবে। যে ব্যক্তি এর মুতাওয়াল্লী হবে সে ন্যায়সংগতভাবে এর আয় থেকে ভোগ করতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবে, কিন্তু সঞ্চয় করে রাখতে পারবে না (বু,মু,দা,না,ই)।

(অধঃস্তন) রাবী বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে মুতাওয়াল্লী এই ওয়াক্‌ফ সম্পদের আয় সঞ্চয় করতে পারবে না। ইবনে আওফ বলেন, আমাকে অন্য এক ব্যক্তি অবহিত করেছেন যে, তিনি এই ওয়াক্‌ফনামা লাল রং-এর চামড়ায় লিখিত আকারে পড়েছেন। তাতে এও লেখা ছিলঃ এ সম্পত্তিকে ধনী হওয়ার মাধ্যম বানানো যাবে না। ইসমাঈল বলেন, আমি উক্ত ওয়াক্‌ফনামা ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌ইবনে উমারের কাছে পাঠ করলাম। তাতেও লেখা ছিল, ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে এ থেকে জমা করা যাবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাহাবায়ে কিরাম এবং অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। জমিজমা বা অন্য কোন সম্পদ ওয়াক্‌ফ করা জায়েয। পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

١٣١٥ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ .

১৩১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মানুষ মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার কাজ (করার যাবতীয় ক্ষমতা) ছিন্ন (রহিত) হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজের (সাওয়াব লাভ) রহিত হয় নাঃ

সদকায় জারিয়া[৪], এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

চতুষ্পদ জন্তু কাউকে আহত করলে এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।

١٣١٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

১৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং রিকাযে[৫] এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) ধার্য হবে (বু, মু, দা, না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আমর ইবনে আওফ ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কুতায়বা-লাইস-ইবনে শিহাব-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ 'পশুর আঘাতে দণ্ড নেই', এ কথার তাৎপর্য এই যে, পশু কাউকে আহত করলে তার কোন কিসাস নাই এবং তার কোনরূপ দিয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে না। একদল আলেম 'আল-আজমা' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে পশু মালিকের হাত থেকে ছুটে গিয়ে পালায় এবং দৌড়ে যাওয়ার সময় কাউকে আহত করে তাকে 'আজমা' বলে। এজন্য মালিককে কোনরূপ জরিমানা দিতে হবে না। 'খনিতে দণ্ড নেই' কথার তাৎপর্য হল, কেউ খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য গর্ত খনন করলে এবং তাতে শ্রমিক বা অন্য কোন লোক পতিত হয়ে আহত বা নিহত হলে মালিকের কোন জরিমানা হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি পথিকদের জন্য কূপ খনন করলে এবং তাতে কোন লোক পতিত হয়ে আহত বা নিহত হলে সে ক্ষেত্রেও

---

৪. 'সদাকায়ে জারিয়া' বলতে জনকল্যাণমূলক এরূপ দানকে বুঝায় যার দ্বারা দাতার মৃত্যুর পরও লোকেরা অনবরত উপকৃত হতে থাকে। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

৫. হানাফী মতে 'রিকায' অর্থ ভূগর্ভে প্রাপ্ত দ্রব্য, তা খনিতে প্রাপ্ত হোক বা প্রোথিত সম্পদরূপে প্রাপ্ত হোক (অনু.)।

কোন জরিমানা হবে না। জাহিলী যুগে মাটির নীচে পুঁতে রাখা সম্পদকে রিকায বলা হয়। কোন ব্যক্তি এই সম্পদ লাভ করলে তাকে এর এক-পঞ্চমাংশ সরকারী তহবিলে জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অংশের মালিক সে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

পতিত ভূমি চাষাবাদযোগ্য করা।

١٣١٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيِّتَةً (مَيْتَتًا) فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

১৩১৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি (মালিকানাহীন) পতিত জমি চাষাবাদযোগ্য করলে সে তার মালিক হবে। জবরদখলকারীর পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই (দা,না)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٣١٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَّيْتَتًا فَهِيَ لَهُ .

১৩১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি (মালিকানাহীন) পতিত জমি আবাদ করলে সে তার মালিক হবে (আ,দা,না,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি উরওয়ার কাছ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি (মালিকানাহীন) পতিত জমি আবাদের আওতায় নিয়ে আসে সে সরকারের অনুমতি ছাড়াই এর মালিক হবে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকও একথা বলেছেন। তাদের অপর দল বলেছেন, সরকারের অনুমতি না নিয়ে পতিত জমি আবাদ করা কারো পক্ষে জায়েয নয় (হানাফী মত)। প্রথম মতই অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

৬. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জমি জোরপূর্বক দখল করে চাষাবাদ করলে উৎপাদিত ফসলের মালিক হবে ভূম্যাধিকারী, জবরদখলকারী নয় (অনু.)।

١٣١٩ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِه وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ فَقَالَ الْعِرْقُ الظَّالِمُ الْغَاصِبُ الَّذِىْ يَاْخُذُ مَالَيْسَ لَهُ قُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِىْ يَغْرِسُ فِىْ اَرْضِ غَيْرِهِ وَقَالَ هُوَ ذٰلِكَ .

১৩১৯। আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) বলেন, আমি আবুল ওয়ালীদ আত-তাইয়ালিসী (র)-র কাছে 'জবরদখলকারীর পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই' কথার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, 'জবর-দখলকারী' হল অবৈধভাবে আত্মসাতকারী। আমি বললাম, যে ব্যক্তি অন্যের জমিতে জোরপূর্বক গাছ লাগায় সে হল জবরদখলকারী। তিনি বলেন, হ্যাঁ এ ব্যক্তিই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯
জায়গীর মঞ্জুরী প্রসঙ্গে।

١٣٢٠ . قَالَ قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَارِبِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ عَنْ سُمَىِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا اَنْ وَلّٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِىْ مَاقَطَعْتَ لَهُ اِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَاَلَهُ عَمَّا يُحْمٰى مِنَ الْاَرَاكِ قَالَ مَالَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْاِبِلِ فَاَقَرَّ بِه قُتَيْبَةُ وَقَالَ نَعَمْ .

১৩২০। আব্ইয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (মাআরিবের) লবণ খনি তাদেরকে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে সেটা দান করেন। তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন, মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলেন, আপনি কি খেয়াল করেছেন, তাকে কি জায়গীর দিয়েছেন? আপনি তাকে প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি (প্রচুর লবণ) দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি তার কাছ থেকে এটা ফেরত নিলেন। রাবী বলেন, আরাক গাছের কোন্ জমি রক্ষিত করা যায় তাও তিনি (আব্ইয়াদ) তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ উটের ক্ষুর যার নাগাল পায় না (অর্থাৎ পশু চারণভূমি ও বসতি এলাকা থেকে দূরের স্থান) (ই,দার)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীস কুতাইবাকে পড়ে শুনালে তিনি তা সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু আমর-মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে কায়েস আল-মারিবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ও আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে সরকার যে কোন লোককে জায়গীর প্রদান করার অধিকার রাখে।

١٣٢١ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَهُ اَرْضًا بِحَضْرَمُوْتَ قَالَ مَحْمُوْدٌ وَحَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيَقْطَعَهَا اِيَّاهُ .

১৩২১। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাদরামাওতের এক খণ্ড জমি জায়গীর হিসাবে দান করেন। মাহ্মূদ বলেন, নাদর শোবার সূত্রে আমাদেরকে এ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি (শোবা) তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেনঃ তিনি মুআবিয়া (রা)-কে তার সাথে পাঠান সেই জমি তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য (দার)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০
গাছ লাগানোর ফযীলাত।

١٣٢٢ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .

১৩২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি গাছ লাগালে অথবা কৃষিকাজ করলে এবং তা থেকে মানুষ অথবা পশু অথবা পাখি খেয়ে নিলে সেটা তার জন্য দান-খয়রাতরূপে গণ্য হবে (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব, উম্মু মুবাশশির, জাবির ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।৭

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

ভাগ-চাষ বা বর্গা প্রথা সম্পর্কে।

١٣٢٣ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ ·

১৩২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের লোকদেরকে উৎপাদিত ফল অথবা শস্যের অর্ধেক প্রদানের চুক্তিতে কৃষিকাজে নিয়োগ করেছিলেন (বু,মু,দা,না,ই,মা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনে আব্বাস, যায়েদ ইবনে সাবিত ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও কতক আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন। অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে ভাগচাষ করানোকে তারা দূষণীয় মনে করেন না। কতিপয় আলেম বলেছেন, বীজ জমিওয়ালাকে সরবরাহ করতে হবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত। কতিপয় আলেম এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে ভাগচাষ করানো মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু তারা খেজুর বাগান ইত্যাদি এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফলের বিনিময়ে বর্গা দেয়াকে মাকরূহ মনে করেন না। ইমাম মালেক ও শাফিঈ (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন। অপর একদল আলেমের মতে, যে কোন ধরনের ভাগচাষই নাজায়েয। সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে (নগদ অর্থে) ক্রয় করে তা চাষ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

জমি ভাগচাষে দেয়া অথবা নগদ বিক্রয় করা জায়েয কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে চাষ করতে দেয়া উত্তম।

١٣٢٤ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

৭. আবু আইউব (রা) বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহ্মাদ-এ, উম্মু মুবাশশির (রা) বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে, যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বর্ণিত হাদীস অপর কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আল-মুনযিরী আত-তারগীব গ্রন্থে এতদসম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন (অনু.)।

أَمْــرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا اِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا اَرْضٌ اَنْ يُّعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا اَوْ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ اِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ اَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ لِيَزْرَعْهَا ·

১৩২৪। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন, যা ছিল আমাদের জন্য খুবই লাভজনক। তা হলঃ আমাদের কারো জমি থাকলে তা উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ প্রদানের বিনিময়ে অথবা নগদ মূল্যে (কাউকে) চাষ করতে দেয়া। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কারো উদ্বৃত্ত জমি থাকলে সে যেন তার ভাইকে তা ধার দেয় অথবা নিজে চাষ করে (মু)।

রাফে (রা) বর্ণিত এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। এ হাদীস রাফে (রা) তার চাচাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাফে (রা) জুহাইর ইবনে রাফে (রা) থেকেও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও তার চাচাদের একজন। বিভিন্ন রাবী রাফে (রা)-র কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٥ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى الشَّيْبَانِيُّ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْـمُزَارَعَةَ وَلٰكِنْ اَمَرَ اَنْ يَّرْفُقَ بَعْضُهُـمْ بِبَعْـضٍ ·

১৩২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্গাচাষ প্রথা হারাম করেননি। বরং তিনি পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন (বু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে (যা আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজায় বিদ্যমান)।

ষোড়শ অধ্যায়

ابواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(দিয়াত বা রক্তপণ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

দিয়াত বাবদ প্রদত্ত উটের সংখ্যা।

١٣٢٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً .

১৩২৬। খাশ্‌ফ ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলবশত হত্যার দিয়াত নিম্নোক্ত বয়সের এক শত উট নির্ধারণ করেছেন ঃ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী ও বিশটি উট, তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী, চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী এবং পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী (দা,না,ই,আ,বা,দার)।

আবূ হিশাম রিফাঈ-ইবনে আবু যাইদা ও আবু খালিদ আল-আহমার-আল-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটি মরফূ রূপে পেয়েছি। আবদুল্লাহ (রা) থেকে মওকূফ রূপেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। দিয়াতের অর্থ তিন বছরে তিন কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। প্রতি বছর মোট পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ করে পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমদের

মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে। তারা আরো বলেছেন, আকিলার উপর দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব বর্তায়। তাদের কেউ কেউ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির পিতৃকূলের আত্মীয়কে আকিলা বলে। ইমাম মালেক ও শফিঈর এই মত। অপর দল বলেছেন, দিয়াত শুধু পুরুষদের উপর ধার্য হয়, স্ত্রীলোক ও বালকদের উপর ধার্য হয় না। তাদের প্রত্যেকে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ দায় বহন করবে। কেউ কেউ অর্ধ দীনারের কথা বলেছেন। এভাবে দিয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ হয়ে গেলে তো ভাল, অন্যথায় দেখতে হবে তাদের নিকটাত্মীয় গোত্র আছে কি না, থাকলে অবশিষ্ট দিয়াত তাদের উপর চাপানো হবে।[১]

---

১. ভুলবশত হত্যা ঃ কোন ব্যক্তি হত্যা করার মত একটি অস্ত্র কোন জিনিসের প্রতি নিক্ষেপ করল। কিন্তু ভুলক্রমের তা এমন এক ব্যক্তির উপর গিয়ে পতিত হল যাকে হত্যা করার ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না। এরূপ হত্যাকে ভুলবশত হত্যা (কাতল খাতা) বলে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যে আর্থিক দায় বহন করতে হয় তাকে আইনের পরিভাষায় "দিয়াত" (রক্তমূল্য) বলে। এ ক্ষেত্রে তাকে একটি মুমিন গোলাম আযাদ করতে হবে এবং এক শত উট দিয়াত হিসাবে নিহতের ওয়ারিসদের প্রদান করতে হবে। গোলাম না পাওয়া গেলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। তৎকালে এক শত উটের গড়পরতা মূল্য ছিল দশ হাজার দিরহাম। দিয়াত নগদ অর্থেও আদায় করার বিধান আছে।

শরীআত দিয়াত পরিশোধের দায় কেবল হত্যাকারীর উপরই আরোপ করেনি, বরং তার সাথে তার আকিলার উপরও এর দায় অর্পণ করা হয়েছে। হানাফী ফিকহ্‌বিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'আকিলা' বলতে কোন ব্যক্তির সহযোগী, সহকর্মী পুরুষ ও পিতৃকুলের আত্মীয়দের বুঝায়। হত্যাকারী যদি সরকারী কর্মচারী হয় তবে তার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী তার 'আকিলা'। অতএব ভুলবশত হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াতের দায় আংশিকভাবে তাদেরকেও বহন করতে হয়। এটা তাদের পক্ষ থেকে এক ধরনের সদাকা বা আল্লাহ্‌র পথে চাঁদা হিসাবে গণ্য। ভুলবশত হত্যার কারণে কোন ব্যক্তির উপর আকস্মিকভাবে যে আর্থিক চাপ আসে সেই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উমার (রা) যখন তার খিলাফতকালে নিয়মিত সৈন্য বিভাগ কায়েম করেন তখন দিয়াতের সমস্তটাই সৈনিকদের উপর আরোপ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপস্থিতিতে এই নিয়ম প্রবর্তন করেন। তারা এর বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি তুলেননি (ফাতহুল কাদীর, ৮ম খণ্ড, ৪২ পৃ.)। নিহতের ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করলে দিয়াত ক্ষমা করে দিতে পারে। ইসলামী শরীআত লংঘন করে এবং নিহতের ওয়ারিসগণের মতামত গ্রহণ না করে আদালত ভুলবশত হত্যাকারীকে কারাদণ্ড দিতে বা জরিমানা করতে পারেন না।

ইচ্ছাকৃত হত্যা ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে এর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। বিচার বিভাগ কোন হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করলে এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবন-ভিক্ষা চেয়ে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন করলে এ অবস্থায় বিচার বিভাগের রায়কে উপেক্ষা করে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড রহিত করে জীবন-ভিক্ষা দেয়ার বা অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করার আইনগত অধিকার আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের নাই। আদালত যদি আইনানুগ ফয়সালা প্রদানে ভুল করে বসে তবে রাষ্ট্রপ্রধানের সহায়তার জন্য প্রিভী কাউন্সিলের অনুরূপ একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন করা যেতে পারে। নিম্ন আদালতের রায়ে কোনরূপ বেইনসাফী হয়ে থাকলে রষ্ট্রপ্রধান এই

١٣٢٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ اِلٰى اَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَاِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَاِنْ شَاءُوْا اَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ .

১৩২৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তাকে নিহতের ওয়ারিসগণের কাছে সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতেও পারে অথবা দিয়াত আদায় করতে পারে।

সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেন। দয়া ও অনুকম্পার ভিত্তিতে আদালতের রায়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন করা ইসলামী শরীআতে জায়েয নেই। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ হত্যাকারীর জীবনভিক্ষা দেয়ার যে অধিকার ভোগ করেন ইসলামী শরীআতে অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অনধিকার চর্চা।

এ অধিকার নিহতের ওয়ারিসগণের। তারা ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর জীবন-ভিক্ষা দিতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করে বা না করে তাকে মাফ করে দিতে পারে। ওয়ারিসদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে রাজী হলে সরকার এক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিসদেরকেও তাকে মাফ করে দিতে বাধ্য করতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমার মতে কোন একজন ওয়ারিস হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলে অন্য ওয়ারিসগণ তার জীবন সংহারের অধিকার রাখে না। এই রায়ের ভিত্তিতে উমার (রা) ফয়সালা দান করতেন (আল-মাবসূত, খণ্ড ২৬, পৃ. ১৫৮)। হত্যাকারী যদি দিয়াত পরিশোধ করতে অপারক হয় তবে সরকার তার পক্ষ থেকে এটা পরিশোধ করে দিবে।

বর্তমানে কোন কোন দেশে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার জন্য জোর প্রচারনা চালানো হচ্ছে। এমনকি কোন কোন দেশ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছে (অবশ্য এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা শুরু করেছে)। যে সমাজ মানুষের জীবনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীকে সম্মান ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে সে সমাজ নিজেই নিজের কবর রচনা করে। সে সমাজ একটা হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রাণকে বিপদের সম্মুখীন করে দেয়। দানিয়েল ওয়েবস্টার বলেছেন, "যে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি বিধান করা হয় না তা প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কেড়ে নেয়"। অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা বাকারার ১৭৮-১৭৯ আয়াত এবং ১৭৬-১৮১ নং টীকা ; সূরা নিসার ৯২-৯৩ আয়াত এবং ১২১-১২৬ নং টীকা; সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৩ নং আয়াত এবং ৩৩-৩৭ নং টীকা এবং রাসায়েল-মাসায়েল গ্রন্থের ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০-২২৯ এবং বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রথম খণ্ড (প্রথম ভাগ) দেখা যেতে পারে (অনু.)।

দিয়াতের পরিমাণ হবে তিন বছর বয়সের ত্রিশটি উষ্ট্রী, চার বছর বয়সের ত্রিশটি উট এবং চল্লিশটি গাভিন উষ্ট্রী। যদি দুই পক্ষের মধ্যে আপসরফা হয়ে যায় তবে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে। দিয়াতকে কঠোর করার জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

দিয়াত বাবদ প্রদেয় দিরহামের পরিমাণ।

١٣٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفًا .

১৩২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াতের পরিমাণ (মুদ্রায়) বার হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছেন।

সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আল-মাখযূমী-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আমর ইবনে দীনার-ইকরিমা (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি। ইবনে উয়াইনার হাদীসের সনদ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য আছে। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ছাড়া আর কেউ এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত (দিয়াতের পরিমাণ বার হাজার দিরহাম)। অপর একদল আলেম বলেছেন, দিয়াতের পরিমাণ দশ হাজার দিরহাম। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের[২] এই মত। ইমাম শাফিঈ বলেন, উটের মাধ্যমেই দিয়াত আদায় করতে হবে এবং এর পরিমাণ হবে এক শত উট।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মাওদিহা (আঘাতে হাড় বের হয়ে যাওয়া) সম্পর্কে।

١٣٢٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

---

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারী আলেমদের আহ্‌লুল কূফা (কূফাবাসী) বা আহলুর রায় বলা হয় (অনু.)।

১৩২৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাওদিহার (হাড় দেখা যায় এরূপ জখমের) দিয়াত পাঁচটি করে উট (বু, মু, দা, না, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। তারা বলেন, হাড় বের হয়ে যাওয়া জখমের দিয়াত পাঁচটি করে উট।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
আংগুলসমূহের দিয়াত।

١٣٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْاَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِّنَ الْاِبِلِ لِكُلِّ اُصْبُعٍ.

১৩৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাত ও পায়ের আংগুলসমূহের একই সমান দিয়াত। প্রতিটি আংগুলের দিয়াত দশটি করে উট (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন (প্রতিটি আংগুলের দিয়াত দশটি উট)।

١٣٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ .

১৩৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা ও এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠ আংগুল ও বৃদ্ধাআংগুলের দিয়াত এক সমান (বু, দা, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
(দিয়াত) ক্ষমা প্রসঙ্গে।

١٣٣٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا اَبُو السَّفَرِ قَالَ دَقَّ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاسْتَعْدٰى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا دَقَّ سِنِّيْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ وَاَلَحَّ الْاٰخَرُ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَاَبْرَمَهُ فَلَمْ يُرْضِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَاْنَكَ بِصَاحِبِكَ وَاَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَّجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْئَةً قَالَ الْاَنْصَارِيُّ اَاَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ قَالَ فَاِنِّيْ اَذَرُهَا لَهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ لاَجَرَمَ لاَ اُخَيِّبُكَ فَاَمَرَلَهُ بِمَالٍ .

১৩৩২। আবুস সাফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কোরাইশী এক আনসারীর দাঁত ভেংগে ফেলে। সে মুআবিয়া (রা)-র আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। সে মুআবিয়া (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই ব্যক্তি আমার দাঁত ভেংগে ফেলেছে। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমরা তোমাকে সন্তুষ্ট করব। অপর (অভিযুক্ত) ব্যক্তি মুআবিয়া (রা)-কে পীড়াপীড়ি করতে থাকলো এবং বাদীকে বিনিময় গ্রহণে বাধ্য করাতে চাইল কিন্তু তিনি তাকে সম্মত করাতে পারলেন না। মুআবিয়া (রা) তাকে বলেন, তোমার সাথীকে তোমার নিকট অর্পণ করলাম (তুমি তাকে ক্ষমা করেও দিতে পার বা কিসাসও গ্রহণ করতে পার)। এ সময় আবুদ দারদা (রা) তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যা আমি স্বয়ং কানে শুনেছি এবং আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে ঃ "কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অংশ (অন্যের দ্বারা) আহত হল, অতঃপর সে (অভিযুক্তকে) ক্ষমা করে দিল, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা আরো একধাপ বৃদ্ধি করে দেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন"। আনসার ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমার দুই কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে। আনসারী বলেন, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি নিশ্চই তোমাকে বঞ্চিত করব না। অতঃপর তিনি তাকে কিছু মাল দেওয়ার নির্দেশ দেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। উল্লেখিত সূত্রেই কেবল আমরা তা জানতে পেরেছি। আবুস সাফারের নাম সাঈদ, পিতা আহমাদ, তাকে ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাওরীও বলা হয়। তিনি আবুদ দারদার কাছে কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

পাথর দিয়ে কারো মাথা থেতলানো হলে।

١٣٣٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْـهَا اَوْ ضَاحٌ فَاَخَذَهَا يَهُوْدِيٌّ فَرَضَخَ رَاْسَهَا بِحَجَرٍ وَاَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْـحُلِيِّ قَالَ فَاُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَاُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ اَفُلاَنٌ قَالَتْ بِرَاْسِهَا لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُـوْدِيُّ فَقَالَتْ بِرَاْسِهَا اَىْ نَعَـمْ قَالَ فَاُخِذَ فَاعْـتَرَفَ فَـاَمَرَ بِـهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

১৩৩৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বালিকা অলংকার পরিহিত অবস্থায় বাড়ীর বাইরে গেলে এক ইহূদী তাকে ধরে নিয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা থেতলিয়ে দেয় এবং তার অলংকার ছিনতাই করে। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয়। তখনো তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাকে কে খুন করেছে, অমুক ব্যক্তি কি? সে মাথার ইশারায় বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তাহলে অমুক ব্যক্তি কি? এভাবে তিনি নাম ধরে বলেন ঃ অমুক ইহূদী? সে মাথা নেড়ে বলল, হাঁ। রাবী বলেন, তাকে ধরে নিয়ে আসা হলে সে ঘটনার স্বীকারোক্তি করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক তার মাথা দুই পাথরের মাঝখানে রেখে থেতলিয়ে দেয়া হল (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীস অনুযায়ী মত গঠন করেছেন। কতিপয় আলেম বলেছেন, তরবারির আঘাতেই কিসাস কার্যকর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি।

١٣٣٤ . حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ .

১৩৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একজন মুসলমান নিহত হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর সহজ ব্যাপার।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ইয়ালা-তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়নি। আবু ঈসা বলেন, ইবনে আবু আদীর হাদীসের তুলনায় এটিই অধিকতর সহীহ। উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে (মূল গ্রন্থে দ্র.)। এ অনুচ্ছেদে সাদ, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
হত্যার বিচার।

١٣٣٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَايُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِى الدِّمَاءِ .

১৩৩৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে (বু, মু)।[৩]

৩. অপর এক হাদীসে এসেছে "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে।" উভয় হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। আল্লাহ্‌র অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব এবং বান্দাদের অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হবে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমাশ (র) থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কতিপয় রাবী তার সূত্রে এটা মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَايُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فِى الدِّمَاءِ .

১৩৩৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাদের খুনের বিচার করা হবে।

١٣٣٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَايَحْكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِى الدِّمَاءِ .

১৩৩৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাদের হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হবে।

١٣٣٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِىِّ حَدَّثَنَا اَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ وَاَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَ اَهْلَ الْاَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ .

১৩৩৮। আবুল হাকাম আল-বাজালী (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসমান-জমীনের সমস্ত বাসিন্দা একজন মুমিনের হত্যায় অংশীদার থাকলেও আল্লাহ তাদের সবাইকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবুল হাকাম আল-বাজালীর নাম আবদুর রহমান, পিতা আবু নুম আল-কূফী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
পিতা পুত্রকে হত্যা করলে তার কিসাস হবে কি না।

١٣٣٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيْدُ الْاَبَ مِنْ اِبْنِهِ وَلاَ يُقِيْدُ الْاِبْنَ مِنْ اَبِيْهِ .

১৩৩৯। সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত থেকে দেখেছি, যে, তিনি পিতাকে হত্যার অপরাধে পুত্রের উপর কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করতেন, কিন্তু পুত্রকে হত্যার অপরাধে পিতার উপর কিসাস কার্যকর করতেন না।

কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই এ হাদীসটি আমরা জানতে পেরেছি। এই হাদীসের সনদ সহীহ নয়। ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ (র) এই হাদীস মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছেন। এ হাদীসটি আবু খালিদ আল-আহমার-হাজ্জাজ-আমর ইবনে শুআইব (র) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে-উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছ থেকে এবং তিনি মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে এ হাদীস মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত আছে। এ হাদীসের সনদে যথেষ্ট গরমিল (ইদতিরাব) রয়েছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, পিতা যদি পুত্রকে খুন করে তবে কিসাসের দণ্ড হিসাবে পিতাকে হত্যা করা হবে না। পিতা যদি পুত্রের উপর যেনার অপবাদ (কাযাফ) আরোপ করে তবে তাকে অপবাদের শাস্তিও দেয়া হবে না।

١٣٤٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

১৩৪০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পুত্রকে হত্যার অপরাধে পিতার কিসাসের দণ্ড হবে না।

١٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ·

১৩৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মসজিদের মধ্যে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না এবং পুত্রকে হত্যার অপরাধে পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি শুধু ইসমাঈল ইবনে মুসলিমের সূত্রেই মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানি। কতিপয় হাদীস বিশারদ তার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়, তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত।

١٣٤٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ بِاِحْدَىْ ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ·

১৩৪২। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্র রাসূল, তার রক্ত (তাকে হত্যা করা) হালাল নয়, তিনটি অপরাধের কোন একটি ব্যতীত ঃ বিবাহিত হয়েও যেনা করলে, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার কিসাসস্বরূপ এবং নিজের দীন পরিত্যাগ করে ইসলামী জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উসমান, আইশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
কোন ব্যক্তি যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক)-কে হত্যা করলে।

١٣٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْبَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَقَدْ اَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ٠

১৩৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! সন্ধি-চুক্তির মাধ্যমে যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা (নিরাপত্তা) লাভ করেছে তাকে যে ব্যক্তি হত্যা করল সে আল্লাহ্‌র যিম্মাদারীকে ছিন্ন করল। সে বেহেশতের ঘ্রাণটুকুও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুবাস সত্তর বছরের দূরত্ব (পথ) থেকেও পাওয়া যায় (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
(যিম্মীকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে দিয়াত প্রদান)।

١٣٤٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠

১৩৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমের গোত্রের দুই ব্যক্তির মুসলমানদের অনুরূপ দিয়াত প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের নিরাপত্তা-চুক্তি ছিল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আবু সাদ আল-বাক্কালের নাম সাঈদ, পিতা আল-মারযুবান

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
নিহতের অভিভাবক কিসাস নিতেও পারে, ক্ষমাও করতে পারে।

١٣٤٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّعْفُوَ وَاِمَّا اَنْ يَّقْتُلَ ٠

১৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা-বিজয় দান করলে তিনি (সা) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ যার আপনজন নিহত হয়েছে সে দু'টি বিকল্পের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। সে ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করেও দিতে পারে অথবা তাকে হত্যাও করতে পারে (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইয়াহ্ইয়ার কাছ থেকে শাইবানও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনে হুজর, আনাস ও আবু শুরাইহ্ খুয়াইলিদ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا فَاِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ اُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَلَّهَا لِيْ وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَاِنِّيْ عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّقْتُلُوْا اَوْ يَاْخُذُوا الْعَقْلَ ٠

১৩৪৬। আবু শুরাইহ আল-কাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন, কোন মানুষ একে হারাম ঘোষণা করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এখানে রক্তপাত (হত্যা) না করে এবং এখানকার কোন গাছপালা না কাটে। কেউ যদি এখানে (রক্ত প্রবাহিত করার জন্য) এই বলে অজুহাত তালাশ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও তো মক্কাকে হালাল করা হয়েছিল, তবে তার জেনে রাখা উচিৎ, আল্লাহ শুধু আমার জন্যই একে হালাল করেছিলেন, অন্য লোকের জন্য হালাল করেননি। আমার জন্যও শুধু একটা দিনের কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। অতঃপর তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে। হে খুযাআ গোত্রের লোকেরা! এরপরও তোমরা হুযাইল গোত্রের এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। আমি তার দিয়াত (রক্তমূল্য) দিয়ে দিচ্ছি। আজকের পর থেকে কোন ব্যক্তির আপনজন নিহত হলে তার পরিবারের লোকেরা দু'টি বিকল্পের যে কোন একটি গ্রহণ করবে ঃ তারা হত্যাকারীকে হয় হত্যা করবে অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ اَنْ يَقْتُلَ اَوْيَعْفُوَ اَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ٠

"যার কেউ নিহত হল, সে ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারে অথবা ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করতে পারে।" ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক এ হাদীস নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

١٣٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ اِلٰى وَلِيِّهِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّهُ اِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلّٰى عَنْهُ الرَّجُلُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ قَالَ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَالَ فَكَانَ يُسَمّٰى ذَا النِّسْعَةِ ٠

১৩৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিহত হল। তিনি হত্যাকারীকে নিহতের

অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করলেন। হত্যাকারী বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিহতের অভিভাবকদের) বলেন ঃ যদি সে সত্য কথা বলে থাকে এবং এ অবস্থায় তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমি দোযখে যাবে। এ কথায় সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। সে চামড়ার রশি দ্বারা পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা ছিল। রাবী বলেন, সে দড়ি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হয়ে গেল। এরপর থেকে তার ডাকনাম হয়ে যায় রশিওয়ালা (দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

অঙ্গচ্ছেদন (মুসলা) করা নিষেধ।

١٣٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ اَوْصَاهُ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا فَقَالَ اغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ اُغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

১৩৪৮। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বাহিনীর আমীর করে পাঠাতেন তখন তাকে বিশেষ করে আল্লাহভীতির উপদেশ দান করতেন এবং তার সাথের মুসলিমদের সাথে সৎ ও কল্যাণময় আচরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, খেয়ানত ও প্রতারণা কর না, বিশ্বাসঘাতকতা কর না। মুসলা (নাক, কান ইত্যাদি কর্তন)কর না এবং শিশুদের হত্যা কর না। এ হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, শাদ্দাদ ইবনে আওস, সামুরা, মুগীরা, ইয়ালা ইবনে মুররা ও আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বন্দীদের বা নিহতের নাক, কান, অংগ-প্রত্যংগ ইত্যাদি কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

১৩৪৯। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা আবশ্যক গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা (কিসাসস্বরূপ অথবা জিহাদে) কাউকে হত্যা করলে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে এবং কোন কিছু যবেহ করাকালে উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের যে কোন ব্যক্তি তার ছুরি যেন ভাল করে ধারালো করে নেয় এবং যবেহ করার পশুটিকে আরাম দেয় (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবুল আশআস-এর নাম শুরাহবিল, পিতার নাম আদ্দা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

জানীন (গর্ভস্থ ভ্রূণ)-এর দিয়াত (রক্তমূল্য)।

١٣٥٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ اَوْ عَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَاَلْقَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ وَجَعَلَهُ عَلٰى عَصَبَةِ الْمَرْاَةِ .

১৩৫০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। দুইটি স্ত্রীলোক পরস্পর সতীন ছিল। তাদের একজন অপরজনের প্রতি পাথর অথবা তাঁবুর খিল নিক্ষেপ করে। ফলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভ্রূণের রক্তমূল্য হিসাবে একটি যুবক অর্থাৎ গোলাম অথবা বাঁদী দেয়ার ফয়সালা দান করেন। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির পিতৃগোত্রের লোকদের উপর তা প্রদানের দায় অর্পণ করেন (আ, দা, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হাসান-যায়েদ ইবনে হুবাব-সুফিয়ান-মানসূর (র) সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ اَيُعْطٰى مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ (بَطَلَ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ .

১৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রূণের (গর্ভস্থিত বাচ্চার) রক্তমূল্য একটি যুবক গোলাম অথবা বাঁদী প্রদান করার ফয়সালা করেছেন। তিনি যাকে দিয়াত আদায়ের নির্দেশ দিলেন সে বলল, আপনি কি এমন বাচ্চার রক্তমূল্য প্রদান করাবেন, যে পানও করেনি, খায়ওনি এবং চিৎকারও করেনি? এরূপ (খুনের কিসাস) তো বাতিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ ব্যক্তি তো কবিদের মত (প্রমাণহীন) কথা বলছে। হাঁ, অবশ্যই এর দিয়াত একটি যুবক গোলাম অথবা বাঁদী ধার্য হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে হামল ইবনে মালেক ইবনে নাবিগা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এক 'গুর্রা' হল একটি গোলাম অথবা একটি ক্রীতদাসী অথবা পাঁচ শত দিরহাম। আবার কেউ বলেছেন, অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

কাফেরের কিসাসস্বরূপ মুসলমান হত্যা করা যাবে না।

١٣٥٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَاَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِيْ بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلاً فِي الْقُرْاٰنِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

১৩৫২। আবু জুহাইফা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কাছে সাদা কাগজে কালো কিছু লেখা (কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা)

আছে কি যা আল্লাহ্র কিতাবে নাই? তিনি উত্তরে বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি অঙ্কুরোদগম করেছেন এবং প্রাণের সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ একজন মানুষকে কুরআন মজীদ সম্পর্কে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং এই সহীফাতে যা আছে তার অতিরিক্ত আমি কিছু জানি না। রাবী বলেন, আমি বললাম, সহীফাতে কি আছে? তিনি বলেন, তাতে দিয়াত (রক্তপণ) এবং দাসমুক্তি সম্পর্কিত বিধান আছে। তাতে আরো আছে, মুমিন ব্যক্তিকে কাফেরের পরিবর্তে (কিসাসের দণ্ড হিসাবে) হত্যা করা যাবে না (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত অছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক বলেছেন, কাফেরকে হত্যার অপরাধে মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। অপর দল বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বৈধ (হানাফী মত)। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

١٣٥٣. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ·

১৩৫৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমানকে কাফেরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "কাফেরের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইহূদী ও নাসারাদের দিয়াত প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল আলেম এ ব্যাপারে মহানবী (সা) থেকে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা-ই গ্রহণ করেছেন। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, ইহূদী ও নাসারাদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক হবে। আহ্মাদ ইবনে হাম্বলও অনুরূপ কথা বলেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, ইহূদী ও নাসারাদের দিয়াত চার হাজার দিরহাম এবং মজুসীদের দিয়াত আটশত দিরহাম। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, ইহূদী-নাসারাদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের সমান। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের (হানাফীগণের) এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে হত্যা করে।

١٣٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .

১৩৫৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজের গোলামকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করব। কোন ব্যক্তি নিজের দাসের কোন অংগ কর্তন করলে আমরাও তার অংগ কর্তন করব (দা,ই,দার,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল বিশেষজ্ঞ তাবিঈ এ হাদীস নিজেদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম নাখঈ তাদের অন্যতম। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম, যেমন হাসান বসরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ প্রমুখ বলেছেন, ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে হত্যা ও জখমের দিয়াত নাই। আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করলে এর পরিবর্তে তাকে হত্যা করা যাবে না, কিন্তু সে যদি অন্যের গোলাম হত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা যাবে। সুফিয়ান সাওরীর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
স্ত্রী স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস হবে কি?

١٣٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَاَبُوْعَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْاَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى اَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنْ وَرِّثْ امْرَاَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .

১৩৫৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলতেন, দিয়াত আকিলার (হত্যাকারীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়) উপর ধার্য হয় এবং স্ত্রী স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস হয় না। এরপর দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে পাঠান ঃ আশ্ইয়াম আদ-দুবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস বানাও (অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত মত বর্জন করেন) (আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
কিসাস সম্পর্কে।

١٣٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَنْبَانَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ·

১৩৫৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। ঐ ব্যক্তি তার হাত টেনে ছাড়িয়ে নেয়ায় প্রথম ব্যক্তির সামনের দু'টি দাঁত উপড়ে যায়। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উটের মত দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। তোমার কোন দিয়াত প্রাপ্য নেই। অনন্তর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "জখমের জন্যও রয়েছে কিসাস। অবশ্য কেউ কিসাস সদাকা করে দিলে তা তার (গুনাহের) জন্য কাফফারা হবে। যারা আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা যালেম" (সূরা মাইদা ঃ ৪৫) (বু, মু, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা ও সালামা ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা দু'জন সহোদর ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
অপবাদ দেয়ার অপরাধে কয়েদ করা।

١٣٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِيْ تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلّٰى عَنْهُ .

১৩৫৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ রটানোর অভিযোগে বন্দী করেন, অতঃপর তাকে ছেড়ে দেন (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বাহ্য ইবনে হাকীমের সূত্রে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাংগভাবে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
নিজের মাল রক্ষার্থে নিহত ব্যক্তি শহীদ।

١٣٥٨. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

১৩৫৮। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ (আ, দা, না, ই, মা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

১৩৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, সাঈদ ইবনে যায়েদ, আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম নিজের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনুল মুবারক বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে পারে, তার পরিমাণ দুই দিরহামই হোক না কেন।

١٣٦٠. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكُوْفِىُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

১৩৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মাল অবৈধভাবে ছিনিয়ে নিতে চাইলে সে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরো একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক নবী (সা)-এর এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (মূল গ্রন্থ দ্র.)।

١٣٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

১৩৬১। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষা করতে

গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দীনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ (আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবরাহীম ইবনে সাদ-এর কাছ থেকে একাধিক রাবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াকূবের পিতা ইবরাহীম, দাদা সাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহ্‌মান ইবনে আওফ আয-যুহ্‌রী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
কাসামা (সম্মিলিত শপথ) প্রসঙ্গে।[৪]

١٣٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ يَحْىٰ وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ حَتّٰى اِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِىْ بَعْضِ مَاهُنَاكَ ثُمَّ اِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً قَدْ قُتِلَ فَدَفَنَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ (صَاحِبِهِ) قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ لِلْكُبْرِ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ اَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ

৪. 'কাসামা' শব্দের অর্থ শপথ বা শপথ করা। কোন ব্যক্তিকে কোথাও নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারীকে সনাক্ত করা সম্ভব না হলে এবং নিহতের উত্তরাধিকারীগণ ঘটনাস্থলে বসবাসকারী লোকদেরকে খুনের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করলে এরূপ অবস্থায় তারা ঐ এলাকার এমন পঞ্চাশজন লোককে বেছে নিয়ে আসবে যাদেরকে তারা খুনের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করছে। তাদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে শপথ করে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, "আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি তাকে হত্যা করিনি এবং আমি তার হত্যাকারী সম্পর্কেও জ্ঞাত নই।" এই ধরনের শপথকে কাসামা বলে (অনু.)।

اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطٰى عَقْلَهُ .

১৩৬২। সাহল ইবনে আবু হাসমা ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ইবনে যায়েদ এবং মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ ইবনে যায়েদ (রা) সফরে বের হন। তারা উভয়ে খাইবার এলাকায় পৌঁছে পরস্পর এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে মুহাইয়্যাসা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে সাহলকে নিহত অবস্থায় দেখতে পান এবং তাকে দাফন করেন। অতঃপর মুহাইয়্যাসা, (তার বড় ভাই) হুওয়াইয়্যাসা ইবনে মাসউদ ও (নিহতের ভাই) আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। দলের মধ্যে আবদুর রহমান বয়সে সবার ছোট ছিলেন। তিনি তার অপর দুই সাথীর আগে কথা বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ বড়কে অগ্রাধিকার দাও। এতে তিনি চুপ করেন এবং তার অপর দুই সংগী কথা বলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের নিহত হওয়ার কথা বলেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তি কি শপথ করবে? এতে তোমরা তোমাদের সাথীর অথবা তোমাদের নিহতের দিয়াতের অধিকারী হবে। তারা বলেন, আমরা কেমন করে শপথ করি, আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না? তিনি বলেন ঃ তাহলে পঞ্চাশজন ইহূদী শপথ করে তোমাদের (খুনের অভিযোগ) থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা কি করে কাফের সম্প্রদায়ের শপথ গ্রহণ করতে পারি? পরিস্থিতি অনুধাবন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের (সরকারের) পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করে দেন (বু, মু, দা, না, ই, আ, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-বুশায়র ইবনে ইয়াসার-সাহল ইবনে আবু হাসমা ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কাসামার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। মদীনার একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কাসামার মাধ্যমে হত্যার অপরাধ স্বীকার করলে কিসাস কার্যকর হবে। কূফার একদল আলেম ও অন্যরা বলেছেন, কাসামার মাধ্যমে কিসাস ওয়াজিব হয় না, কিন্তু দিয়াত ওয়াজিব হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

اَبوَابُ الحُدُوْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(হদ্দ বা দণ্ডবিধি)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যার উপর হদ্দ[১] বাধ্যকর হয় না।

১৩৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ ·

১৩৬৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে (শাস্তিমুক্ত রাখা হয়েছে)ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরিত না হওয়া পর্যন্ত; শিশু বয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত (দা, ই)।[২]

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি আলী (রা) থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে ঃ "ওয়া আনিল গুলামি হাত্তা ইয়াহ্তালিমা" (বালক প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত)। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান বসরী (র) আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর কাছ থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

এ হাদীস আতা ইবনুস সাইব-আবু যাবিয়ান-আলী (রা)-রাসূলুল্লাহ (সা) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আমাশ -আবু যাবিয়ান-ইবনে আব্বাস (রা)-আলী (রা)-র সূত্রে এ

---

১. 'হদ্দ' শব্দের অর্থ সীমা বা সীমারেখা। শব্দটি এখানে "সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের শাস্তি" অর্থে ব্যবহৃত, যার পরিমাণ কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে (অনু.)।

২. অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায়, বাল্য অবস্থায় এবং জড়বুদ্ধিযুক্ত অবস্থায় ইসলামের কোন আইন লংঘন করলে তার কোন দণ্ড বা শাস্তি নেই। এই তিন অবস্থায় আইন কার্যকর হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে বা পাগল অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে তালাক দিলে সেই তালাকের আইনগত কোন কার্যকারিতা নেই (অনু.)।

হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মরফূ হিসাবে নয়। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আবু ঈসা বলেন, হাসান বসরী (র) আলী (রা)-র জীবৎকাল পেয়েছেন কিন্তু তার নিকট কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবু যাবিয়ানের নাম হুসাইন, পিতা জুনদুব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

হদ্দ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে।

١٣٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ اَبُوْعَمْرٍو الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَاِنَّ الْاِمَامَ اَنْ يُّخْطِئَ فِىْ الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ ·

১৩৬৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলমানদের থেকে হদ্দ প্রতিহত কর। যদি রেহাই দেয়ার কোন উপায় থাকে তবে তাকে তার পথে ছেড়ে দাও (অভিযোগ থেকে রেহাই দাও)। কারণ ইমামের (কর্তৃপক্ষের) শাস্তি প্রদান করে ভুল করার তুলনায় ক্ষমা করে ভুল করা উত্তম (হা, বা)।

হান্নাদ-ওয়াকী-ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে রবীআর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা মরফূ হিসাবে নয়। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণিত পেয়েছি। তবে মওকূফ বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ। মহানবী (সা)-এর একাধিক সাহাবী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারাও অনুরূপ কথা বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ আদ-দিমাশকী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। কিন্তু ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ আল-কূফী হাদীসশাস্ত্রে তার তুলনায় অধিক আস্থাশীল ও অগ্রগণ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মুসলমানের দোষ গোপন রাখা।

١٣٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ

الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ٠

১৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তির পার্থিব অসুবিধা-গুলোর মধ্যে কোন একটি অসুবিধা দূর করে দেয়, আল্লাহ তার আখেরাতের অসুবিধাগুলোর একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখেন। বান্দাহ যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে আল্লাহও ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন (দা, মু, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (মূল গ্রন্থে সনদসূত্রগুলি দ্র.)।

١٣٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠

১৩৬৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান একে অপরের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করতে পারে না এবং তাকে শত্রুর হাতেও সমর্পণ করতে পারে না বা তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে না। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন অসুবিধা দূর করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন (বু, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

হদ্দের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে বারবার বুঝানো।

١٣٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ وَقَعْتَ عَلٰى جَارِيَةِ اٰلِ فُلاَنٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ ·

১৩৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইয ইবনে মালেক (রা)-কে বলেন ঃ আমি তোমার ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি তা কি সত্য? তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে আপনি কি খবর পেয়েছেন? তিনি বলেনঃ আমি জানতে পারলাম, তুমি অমুকের বাঁদীর উপর পতিত হয়েছ (যেনা করেছ)। তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি চারবার স্বীকারোক্তি করেন। তিনি তার সম্পর্কে রায় দিলে তদনুযায়ী তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হল (আ, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সিমাক ইবনে হার্‌ব এ হাদীসটি সাঈদ ইবনে জুবাইরের সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ কার্যকর না করা।

١٣٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزٌ الْاَسْلَمِيُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاُخَرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَاَمَرَبِهٖ فِى الرَّابِعَةِ فَاُخْرِجَ اِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتّٰى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهٖ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتّٰى مَاتَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّٰى

اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَرَّ حِيْنَ وَجَـدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْـمَوْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ ٠

১৩৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইয আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, এই ব্যক্তি (মাইয) যেনা করেছে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মাইয (রা)-ও অপর দিকে ঘুরে এসে বলেন, এই ব্যক্তি যেনা করেছে। তিনি পুনরায় তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। মাইয (রা)-ও অপর দিক থেকে ঘুরে এসে পুনর্বার বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি যেনা করেছে। চতুর্থবারে তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে হাররার প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি পলায়ন করে এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। ঐ লোকটির হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাড়। সে তা দিয়ে তাকে আঘাত করে এবং অন্য লোকেরাও আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করে যে, তিনি পাথরের আঘাত খেয়ে এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে ভয়ে পালাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবু সালামা (র)-জাবির (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٣٦٩. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِعْتَرَفَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِه اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ قَالَ اَحْـصَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَمَرَبِه فَرُجِمَ بِالْـمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذْلَقَتْـهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَاُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ٠

১৩৬৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেনায় লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি করে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় সে তার অপরাধ স্বীকার করে। তিনি পুনরায় তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সে এভাবে তার নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি পাগল নাকি? সে বলল, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হাঁ। তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে ঈদের মাঠে নিয়ে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হল। পাথরের আঘাত খেয়ে সে পলায়ন করতে থাকলে তাকে গ্রেপ্তার করে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে ভাল কথা বলেছেন (তার প্রশংসা করেছেন)। কিন্তু তিনি নিজে তার জানাযা পড়েননি (বু)।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যেনাকারী নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষী দিলে (স্বীকারোক্তি করলে) তার উপর যেনার শাস্তি কার্যকর হবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত (আবু হানীফারও এই মত)। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, একবার যেনার অপরাধ স্বীকার করলেই দণ্ড কার্যকর হবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈর এই মত। শেষোক্ত দুই ইমাম আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বর্ণিত হাদীস নিজেদের মতের অনুকূলে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ

اِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِىْ زَنٰى بِامْرَاَةِ هٰذَا الْحَدِيثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُغْدُ يَا اُنَيْسُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ۔

"দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ছেলে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে.........(দীর্ঘ হাদীস)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উনাইস! তার স্ত্রীর কাছে যাও। যদি সে যেনার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) কর"।

৩. সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আবদুর রায্যাকে উল্লেখ আছে ঃ নবী (সা) মুসলমানদের সংগে নিয়ে তার জানাযা পড়েছেন। অবশ্য তিনি তাকে রজম করার দিন তার জানাযা পড়েননি, বরং পরের দিন জানাযা পড়েছেন (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯৫-৬) (অনু.)।

মহানবী (সা) এ হাদীসে তাকে একথা বলেননি যে, সে চারবার স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

হদ্দ-এর আওতাভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা নিষেধ।

١٣٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ الاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .

১৩৭০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযূম বংশের একটি স্ত্রীলোকের চুরির ঘটনা কুরাইশদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। তারা পরস্পর বলাবলি করল, কে এ বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলার হিম্মত কারো নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত প্রিয়। উসামা (রা) তাঁর সাথে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দণ্ডসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দণ্ড সম্পর্কে তুমি সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং তাদের মধ্যকার কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মাসউদ ইবনুল আজমাআ বা ইবনুল আজম, ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা)-এর দলীল-প্রমাণ।

١٣٧١. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَ اِنِّيْ خَائِفٌ اَنْ يَّطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُوْلَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ اَلاَ وَ اِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اَحْصَنَ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ حَبَلٌ اَوِ اعْتِرَافٌ .

১৩৭১। ইবনে আব্বাস (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (উমার) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা)-কে সত্যসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর উপর যা কিছু নাযিল করেছেন তার মধ্যে রজম সম্পর্কিত আয়াতও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের বিধান কার্যকর করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আমরাও রজমের বিধান কার্যকর করেছি। আমার আশংকা হচ্ছে, দীর্ঘকালের পরিক্রমায় কেউ হয়ত বলবে, আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের কোন উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা একটি বিধান ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান! যেনাকারীকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা প্রমাণিত, যদি সে সুরক্ষিত (বিবাহিত) হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে অথবা অন্তঃসত্তা প্রকাশিত হয় অথবা নিজেই এর স্বীকারোক্তি করে (বু, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣٧٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَجَمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ رَجَمْتُ وَ لَوْ لاَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ

اَزِيْدَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهُ فِى الْمُصْحَفِ فَانِّيْ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ تَجِئَ اَقْوَامٌ فَلاَ يَجِدُوْنَهُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَكْفُرُوْنَ بِهِ ·

১৩৭২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের বিধান কার্যকর করেছেন, আবু বাক্‌র (রা)-ও রজমের বিধান কার্যকর করেছেন এবং আমিও রজমের বিধান কার্যকর করছি। আমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে কিছু যোগ করা নিষিদ্ধ মনে না করতাম তবে এই বিধান মাসহাফে (কুরআনে) অবশ্যই লিখে দিতাম। কেননা আমার আশংকা হয় যে, পরবর্তী কালে মানব জাতির এমন দলের আগমন হবে যারা এই নির্দেশ আল্লাহ্‌র কিতাবে দেখতে না পেয়ে তা অস্বীকার করবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি উমার (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
বিবাহিত (যেনাকারী) ব্যক্তির শাস্তি রজম।

١٣٧٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ سَمِعَهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فَقَامَ اِلَيْهِ اَحَدُهُمَا وَقَالَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِيْ فَاَتَكَلَّمَ اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنَا بِاِمْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ لَقِيْتُ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا اَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلٰى اِمْرَاَةِ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ

جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَاأُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا
فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

১৩৭৩। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) ও শিবল (র)-এর কাছে শুনেছেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তি তাদের বিবাদ করতে করতে তা মীমাংসার জন্য তাঁর কাছে আসে। তাদের একজন দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আপনি আমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। তার বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। আমার ছেলে তার মজুর হিসাবে নিযুক্ত ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করে। লোকেরা আমাকে বলল, আমার ছেলের উপর রজম কার্যকর হবে। আমি এর বদলে আমার ছেলের পক্ষ থেকে তাকে এক শত বকরী এবং একটি গোলাম দেই। অতঃপর কয়েকজন আলেম ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাদের মতে আমার ছেলেকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম কার্যকর হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করব। এক শত বকরী ও গোলাম তুমি ফেরত পাবে এবং তোমার ছেলেকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে ও এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। হে উনাইস! ভোরে তুমি তার স্ত্রীর নিকট যাও। সে যেনার স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) কর। তিনি সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে এবং তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করেন (বু, মু, দা, না, ই, আ, মা)।

ইসহাক ইবনে মূসা আল-আনসারী-মান-মালেক-ইবনে শিহাব-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবুদল্লাহ-আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে এই সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কুতাইবা-লাইস-ইবনে শিহাব (র) তার সনদ সূত্রে মালেক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র, উবাদা ইবনুস সামিত, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে সামুরা, হাযযাল, বুরাইদা, সালামা ইবনুল

মুহাব্বিক, আবু বারযা ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মালেক ইবনে আনাস, মামার, প্রমুখ যুহরী থেকে-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) সনদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فِى الرَّابِعَةِ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ ‧

"ক্রীতদাসী যেনায় লিপ্ত হলে তাকে চাবুক মার। সে যদি চতুর্থবার যেনা করে তবে তাকে বিক্রয় করে দাও পশমের একটি দড়ির বিনিময়ে হলেও"।

সঠিক কথা হল, এখানে ভিন্ন দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর একটি আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় সনদে শিবল ইবনে খালিদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাসী যেনায় লিপ্ত হলে....'। হাদীস বিশারদদের কাছে এই শেষোক্ত সূত্রটিই সহীহ। উভয় হাদীসের রাবী সুফিয়ান ইবনে উআইনা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাদীস দুইটিকে (একই হাদীস মনে করে) আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ ও শিবল (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম....। প্রকৃত কথা হল, শিবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পাননি। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মালেক আওসীর সূত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে উআইনা বর্ণিত হাদীস সুরক্ষিত নয়। তার থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি নামোল্লেখ করতে গিয়ে ভুল করে বলেছেন শিবল ইবনে হামীদ। অথচ হবে শিবল ইবনে খালিদ এবং তিনি শিবল ইবনে খুয়াইলিদ হিসাবেও কথিত।

١٣٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا عَنِّىْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ ‧

১৩৭৪। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে জেনে নাও। আল্লাহ তাদের (ব্যভিচারীদের) জন্য একটি পথ (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। বিবাহিত

পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরস্পর যেনা করলে তাদের প্রত্যেককে এক শত ঘা চাবুক মারতে হবে, অতঃপর পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেনায় লিপ্ত হলে তাদের প্রত্যেককে এক শত ঘা চাবুক মারতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে (বু, মু, দা, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে আলী ইবনে আবু তালিব, উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আরো কতিপয় সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, বিবাহিত যেনাকারীকে প্রথমে বেত্রাঘাত করতে হবে, অতঃপর পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইমাম ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন। আবু বাক্‌র, উমার (রা) এবং আরো কতক সাহাবী বলেছেন, বিবাহিত যেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে, তাকে বেত্রদণ্ড দিবে না। কেননা মায়েযের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসে এবং আরো কতিপয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু এর পূর্বে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেননি। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, (আবু হানীফা) ও আহ্‌মাদ এই মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
গর্ভবর্তী নারীর শাস্তি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে।

١٣٧٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا فَقَالَتْ اِنِّىْ حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَاَخْبِرْنِىْ فَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّىْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ .

১৩৭৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত।জুহাইনা গোত্রের এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের যেনার স্বীকারোক্তি করে এবং বলে, আমি গর্ভবতী অবস্থায় আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ তার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং সে সন্তান প্রসব করার পর আমাকে খবর দিও। তার অভিভাবক তাই করল। তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তার কাপড় তাঁর দেহে শক্ত করে বাঁধা হল। অতঃপর তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়ান। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন আবার আপনিই তার জানাযা পড়ালেন! তিনি বলেন ঃ সে এমন তওবা করেছে যদি তা মদীনার সত্তর ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে সেই তওবা তাদের সবার (গুনাহ মাফ হওয়ার) জন্য যথেষ্ট হবে। হে উমার! সে তার জীবনকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোরবানী করে দিয়েছে। তুমি কি এর চেয়েও উত্তম কিছু পেয়েছ (মু, দা, না, মা, আ) ?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
আহ্লে কিতাবের যেনাকারীকে রজম করা।

١٣٧٦. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًا وَيَهُوْدِيَّةً ٠

১৩৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনাকারী এক ইহূদী পুরুষ ও এক ইহূদী স্ত্রীলোককে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সাথে আরো বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٣٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًا وَيَهُوْدِيَّةً ٠

১৩৭৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহূদী ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, বারাআ, জাবির, ইবনে আবূ আওফা, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, আহলে কিতাবগণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে তার মীমাংসার জন্য মুসলিম বিচারকের কাছে এলে—তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও মুসলমানদের আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার করবেন। আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম (হানাফীগণসহ) বলেছেন, যেনার ক্ষেত্রে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না। প্রথমোক্ত মতই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
নির্বাসন দণ্ড সম্পর্কে।

١٣٧٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ اَكْثَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَ اَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ .

১৩৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যেনাকারীকে) বেত্রাঘাত করেছেন ও নির্বাসন দিয়েছেন, আবু বাক্‌র (রা) বেত্রাঘাত করেছেন ও নির্বাসন দণ্ডও দিয়েছেন এবং উমার (রা)-ও বেত্রাঘাত করেছেন ও নির্বাসন দণ্ডও দিয়েছেন (না, দার, হা)।[৪]

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের সূত্রে একাধিক রাবী এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের বরাত ছাড়াও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-নাফে-ইবনে উমার (রা)-এর সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আবূ

৪. যেনার আইনগত দিক সম্পর্কে জানার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রথম খণ্ড (১ম ভাগ), পৃ. ৩২৫-৩৫৫ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। আরও দ্র. তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনু.), ৯ম খণ্ড, সূরা নূর, আয়াত নং ২-৩, টীকা নং ২-৫, পৃ. ৯৪-১৪০ (অনু.)।

বাক্‌র (রা) চাবুক মেরেছেন এবং নির্বাসন দণ্ডও দিয়েছেন। উমার (রা)-ও চাবুক মেরেছেন এবং নির্বাসন দণ্ডও দিয়েছেন।" এ হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নির্বাসন দণ্ড সম্পর্কে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ, উবাদা ইবনুস সামিত ও অন্যান্য সাহাবীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন আবু বাক্‌র, উমার, আলী, উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যার (রা) প্রমুখ সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। অসংখ্য ফিক্‌হ্‌বিদ তাবিঈরও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

হদ্দ কার্যকর হলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

١٣٧٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِيْ عَلٰى اَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا قَرَاَ عَلَيْهِمُ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَّفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ .

১৩৭৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে এই কথার উপর বাইআত কর ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না ও যেনা করবে না। অতঃপর তিনি তাদেরকে বাইআত সম্পর্কিত পূর্ণ আয়াত পাঠ করে শুনান। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বাইআত পূর্ণ করবে, আল্লাহ্‌র যিম্মায় তার পুরস্কার। আর কোন ব্যক্তি এর কোন একটি অপরাধে লিপ্ত হলে এবং তাকে এজন্য শাস্তিও দেয়া হলে তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি এর কোন একটি অপরাধ করলে এবং আল্লাহ তা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দিলে তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র

উপর ন্যস্ত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ও খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, "হদ্দ কার্যকর হলে তা অপরাধীর গুনাহের কাফফারাস্বরূপ"-এর চেয়ে উত্তম হাদীস এ বিষয়ে আমি কখনও শুনিনি। শাফিঈ (র) আরো বলেন, কোন ব্যক্তি গুনাহের কাজ করলে এবং আল্লাহও তা গোপন রাখলে আমি তার জন্য এই নীতি উত্তম মনে করি যে, অপরাধীও তা গোপন রাখবে এবং তার ও প্রভুর মধ্যকার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে তওবা করতে থাকবে। আবু বাক্‌র ও উমার (রা) সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়ে এক ব্যক্তিকে নিজের গুনাহের কথা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
ক্রীতদাসীদের উপর হদ্দ কার্যকর করা।

١٣٨٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلٰى اَرِقَّائِكُمْ مَنْ اَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَاِنَّ اَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَجْلِدَهَا فَاَتَيْتُهَا فَاِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ اِنْ اَنَا جَلَدْتُهَا اَنْ اَقْتُلَهَا اَوْ قَالَ تَمُوْتَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَحْسَنْتَ .

১৩৮০। আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) তার ভাষণে বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের গোলামদের উপর হদ্দ কার্যকর কর, তারা বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে চাবুক মারার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেন। আমি তার কাছে এসে দেখলাম, সে কেবলমাত্র সন্তান প্রসব করেছে। আমার আশংকা হল, যদি আমি তাকে চাবুক মারি তবে হয়ত তাকে হত্যা করে ফেলব অথবা বলেছেন, সে মরে যেতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি বলেন ঃ (তার শাস্তি মুলতুবি রেখে) তুমি ভালই করেছ (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুদ্দীর নাম ইসমাঈল, পিতা আবদুর রহমান, তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত এবং আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন।

١٣٨١. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلاَثًا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعَرٍ ·

১৩৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো দাসী যেনা করলে তাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী তিনবার চাবুক মার।[৫] এরপরও (চতুর্থবার) যদি সে যেনায় লিপ্ত হয় তবে তাকে একটি পশমের দড়ির বিনিময়ে হলেও বিক্রয় করে দাও (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) এবং শিব্‌ল (র) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে মনিব তার গোলামের উপর যেনার শাস্তি কার্যকর করবে, শাসক নয়। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। তাদের অপর দল বলেছেন, মালিক নিজে হদ্দ কার্যকর করতে পারবে না। তাকে সরকারের কাছে সোপর্দ করতে হবে। প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

মাদক সেবনকারীর শাস্তি (হদ্দ)।

١٣٨٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زَيْدِالْعَمِّىِّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ الْنَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ اَرْبَعِيْنَ قَالَ مِسْعَرٌ اَظُنُّهُ فِى الْخَمْرِ ·

---

৫. অর্থাৎ সে যদি পরপর তিনবার যেনায় লিপ্ত হয় তবে তাকে প্রত্যেকবার পঞ্চাশটি করে চাবুক মারতে হবে। চতুর্থবার যেনায় লিপ্ত হলে তাকে বিক্রয় করে দিতে হবে (অনু.)।

১৩৮২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির উপর দু'টি জুতা দিয়ে চল্লিশ ঘা হদ্দ কায়েম করেন। মিসআর বলেন, আমার মনে হয় এটা মাদক সেবনের ঘটনা ছিল (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুর রহমান ইবনে আযহার, আবু হুরায়রা, সাইব, ইবনে আব্বাস ও উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সিদ্দীকের নাম বাক্‌র, পিতা আমর, মতান্তরে পিতার নাম কায়েস।

١٣٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِيْنَ وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخَفِّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ .

১৩৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হল। সে মাদক সেবন করেছিল। তিনি খেজুরের দুইটি ডাল দিয়ে তাকে চল্লিশটির মত বেত্রাঘাত করেন। আবু বাক্‌র (রা)-ও অনুরূপ শাস্তি দেন। উমার (রা) খলীফা হওয়ার পর এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আশি বেত্রাঘাত হল সবচেয়ে হালকা (সর্বনিম্ন) শাস্তি। অতএব উমার (রা) আশি বেত্রাঘাতেরই হুকুম দিলেন (আ, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে মাদক পানকারীকে আশি বেত্রাঘাত দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

যে ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করে তাকে চাবুক মার। সে যদি চতুর্থ বার মাদক গ্রহণে লিপ্ত হয় তবে তাকে হত্যা কর।

١٣٨٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ .

১৩৮৪। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুরা পান করে তাকে চাবুক মার। সে যদি চতুর্থবার সুরা পানে লিপ্ত হয় তবে তাকে হত্যা কর (বু, মু, দা, ই, হা)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, শারীদ, শুরাহ্‌বিল ইবনে আওস, জারীর, আবুর রামাদ আল-বালাবী ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সালেহ কর্তৃক মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি একই বিষয়ে আবু সালেহ কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। একথা ইমাম বুখারী (র) বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আগে মদখোরকে হত্যা করার নির্দেশ ছিল। পরে তা রহিত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদিরের সূত্রে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবন করে তাকে চাবুক মার। সে যদি চতুর্থবার তা গ্রহণ করে তবে তাকে হত্যা কর"। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হল। সে চতুর্থবার সুরা পান করেছিল। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন কিন্তু হত্যা করেননি। ইমাম যুহ্‌রীও কাবীসা ইবনে যুয়াইব (রা) থেকে, তিনি মহানবী (সা)-র কাছ থেকে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি (কাবীসা) বলেছেন, প্রথমে হত্যা করার নির্দেশ ছিল, পরে তা রহিত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এরূপ আমল করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ খুঁজে পাইনি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মদ্যপায়ীকে হত্যা করা যাবে না। তাছাড়া অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসও এই মতকে আরো জোরদার করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল'–তার রক্তপাত (হত্যা) করা হালাল নয়। তবে এরূপ তিন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে ঃ কোন ব্যক্তির হত্যাকারী, বিবাহিত যেনাকারী এবং নিজের দীন পরিত্যাগকারী (মুরতাদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

যে পরিমাণ (মাল) চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

١٣٨٥ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا .

১৩৮৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশী চুরি করার অপরাধে (চোরের) হাত কাটার নির্দেশ দিতেন (বু, মু, দা, না, মা, আ)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে আইশা (রা) থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কতিপয় রাবী তার কাছ থেকে এটা মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

১৩৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢাল চুরির অপরাধে (চোরের) হাত কাটার নির্দেশ দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও উম্মু আইমান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-র একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পাঁচ দিরহাম পরিমাণ চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটেছেন। উসমান ও আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়ে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটেছেন। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়ে বলেছেন, পাঁচ দিরহাম চুরি করলে হাত কাটা যাবে। একদল ফিক্‌হ্‌বিদ তাবিঈ এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক ইবনে আনাস, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। তাদের মতে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার অধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

ইবনে মাসঊদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, “এক দীনার অথবা দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করলেই কেবল হাত কাটা যাবে।” এটি মুরসাল হাদীস। কাসিম ইবনে আবদুর রহ্‌মান এ হাদীসটি ইবনে মাসঊদ (রা)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ আছে। অথচ কাসিম (র) ইবনে মাসঊদ (রা)-এর কাছে কিছুই শুনেননি। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীগণের এই মত। তারা বলেছেন, দশ দিরহামের কম চুরিতে হাত কাটা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

চোরের (কাটা) হাত (তার ঘাড়ে) লটকানো।

١٣٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزَ قَالَ سَأَلْتُ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِيْ عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ ·

১৩৮৭। আবদুর রহ্মান ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)-কে চোরের (কাটা) হাত তার ঘাড়ের সাথে লটকে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি চোর ধরে নিয়ে আসা হলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চোরের (কর্তিত) হাত তার ঘাড়ে লটকিয়ে দেয়া হয় (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উমার ইবনে আলী আল-মুকাদ্দামী- হাজ্জাজ ইবনে আরতাত-এর সনদসূত্রেই কেবল আমরা উক্ত হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবদুর রহ্মান ইবনে মুহাইরীয (র)-এর ভাই আবদুল্লাহ আশ-শাযী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

আত্মসাতকারী, প্রতারক, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি সম্পর্কে।

١٣٨٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ ·

১৩৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আত্মসাতকারী, লুটেরা ও ছিনতাইকারীর ক্ষেত্রে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য নয় (বু, মু, দা, না, আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। মুগীরা ইবনে মুসলিম-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)-নবী (সা) সূত্রে ইবনে জুরাইজের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আলী ইবনুল মাদীনীর বক্তব্য অনুযায়ী মুগীরা ইবনে মুসলিম আল-বাসরী (র) আবদুল আযীয আল-কাসমালীর ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ফল ও গাছের মাথার মজ্জা চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নাই।

١٣٨٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَّ لاَ كَثَرٍ .

১৩৮৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ গাছের ফল ও গাছের মজ্জা (তাল, খেজুর, নারিকেল ইত্যাদি গাছের মাথার নরম ও কচি অংশ) চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন প্রযোজ্য নয় (বু, মু, দা, না, আ, বা, হা)।

এ হাদীসটি রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (মূল গ্রন্থে দ্র.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

সামরিক অভিযান চলাকালে হাত কাটা যাবে না।

١٣٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَيَّاشٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ اَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُقْطَعُ الْاَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ .

১৩৯০। বুসর ইবনে আরতাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সামরিক অভিযান চলাকালে হাত কাটা যাবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইবনে লাহীআ ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণও এই সনদসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুসর ইবনে আরতাত (রা) বুসর ইবনে আবু আরতাত নামেও কথিত। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আওযাঈ তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে যুদ্ধ চলাকালে এবং শত্রু বাহিনীর উপস্থিতিতে হদ্দ কার্যকর করা স্থগিত রাখতে হবে। কেননা অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তির ভয়ে পলায়ন করে শত্রু বাহিনীর সাথে মিলিত হতে পারে। ইমাম যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে দেশে ফিরে আসার পর শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির উপর হদ্দ কার্যকর করবেন। ইমাম আওযাঈ এরূপই বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর বাঁদীর উপর পতিত হলে (সংগম করলে)।

١٣٩١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ وَاَيُّوْبَ بْنِ مِسْكِيْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَاَتِهِ فَقَالَ لَاَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ لَاَجْلِدَنَّهُ مِائَةً وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ .

১৩৯১। হাবীব ইবনে সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যেনা করলে তাকে নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালা প্রদান করব। যদি তার স্ত্রী এই বাঁদীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে তবে আমি এই ব্যক্তিকে এক শত বেত্রাঘাত করব। যদি সে তাকে স্বামীর জন্য হালাল করে না দিয়ে থাকে তবে আমি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করব (বু, মু, দা, না, আ)।

আলী ইবনে হুজর-হুশাইম-আবু বিশর-হাবীব ইবনে সালেম-নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল মুহাব্বাক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নোমান (রা) বর্ণিত হাদীসের সনদের মধ্যে গরমিল (ইদতিরাব) আছে। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, কাতাদা এ হাদীসটি হাবীব ইবনে সালেম থেকে শুনেননি। তিনি খালিদ ইবনে উরফুতা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু বিশরও এ হাদীসটি হাবীব ইবনে সালেমের কাছে শুনেননি। তিনি এটা খালিদ ইবনে উরফুতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনায় লিপ্ত হয় তার শাস্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। মহানবী (সা)-এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন আলী ও ইবনে উমার (রা)-এর মতে, তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না,

বরং তাকে তাযীরের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) নোমান (রা)-এর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
যে নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে।

١٣٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتِ امْرَاَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَاَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ وَاَقَامَهُ عَلَى الَّذِيْ اَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا .

১৩৯২। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ওয়াইল ইবনে হুজর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি স্ত্রীলোককে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে হদ্দ (যেনার শাস্তি) থেকে রেহাই দেন, কিন্তু তার ধর্ষণকারীর উপর হদ্দ (যেনার শাস্তি) কার্যকর করেন। তিনি তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেছেন কি না রাবী তা বর্ণনা করেননি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। একাধিক সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আবদুল জাব্বার তার পিতা ওয়াইলের কাছ থেকে হাদীস শুনার কোন সুযোগই পাননি এবং তাকে দেখেনওনি। কথিত আছে যে, তিনি তার পিতার মৃত্যুর একমাস পর জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, যে নারীকে জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয় অর্থাৎ যাকে ধর্ষণ করা হয় সে হদ্দমুক্ত (যেনার শাস্তিমুক্ত)।

١٣٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاَةً خَرَجَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ

فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَيَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ اِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوْا فَاَخَذُوْا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ اَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَاَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هٰذَا فَاَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُمِرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اِذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوْهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ۔

১৩৯৩। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলা নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তার সামনে পড়ে এবং সে তাকে স্বীয় কাপড়ে ঢেকে নিয়ে (জাপটে ধরে) নিজের প্রয়োজন পূরণ করে (ধর্ষণ করে)। স্ত্রীলোকটি চিৎকার করলে লোকটি চলে গেল। অতঃপর আর একটি লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। ইত্যবসরে মুহাজির সাহাবীদের একটি দলও সেখানদিয়ে যাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটি বলল, ঐ লোকটি আমার সাথে এই এই করেছে। যে লোকটি তাকে ধর্ষণ করেছে বলে সে অনুমান করল, তারা (দৌড়ে) গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। তারা তাকে নিয়ে স্ত্রীলোকটির কাছে ফিরে এলে সে বলল, হ্যাঁ, এই সেই ব্যক্তি। তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। তিনি যখন তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন, তখন তার প্রকৃত ধর্ষণকারী দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার ধর্ষণকারী (ঐ ব্যক্তি নয়)। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বলেনঃ যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি (সন্দেহজনকভাবে) ধৃত ব্যক্তি সম্পর্কেও উত্তম কথা বলেন। স্ত্রীলোকটির প্রকৃত ধর্ষণকারী সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ একে রজম কর। তিনি আরো বলেন ঃ সে এমন তওবা করেছে, যদি সমস্ত মদীনাবাসী এরূপ তওবা করে তবে তাদের সেই তওবা কবুল করা হবে (মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আলকামা (র) তার পিতা ওয়াইল (রা)-এর নিকট হাদীস শুনেছেন। তিনি তার ভাই আবদুল জাব্বারের

চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। আবদুল জাব্বার (র) তার পিতা ওয়াইল (রা)-এর কাছে হাদীস শুনার সুযোগ পাননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
কোন ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্ম করলে।

١٣٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلٰى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ فَقِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاشَاْنُ الْبَهِيْمَةِ قَالَ مَاسَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ اَنْ يُّؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا اَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ .

১৩৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাকে পশুর সাথে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও, তাকে এবং পশুটিকে হত্যা কর। ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলা হল, পশুটির অপরাধ কি? তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু শুনিনি। তবে আমার ধারণামতে যে পশুর সাথে এরূপ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোশত খাওয়া বা এটাকে কোন কাজে লাগানো লোকদের জন্য পছন্দ করেননি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমর ইবনে আবু আমর ব্যতীত ইকরিমা (র)-র সনদে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী (সা) থেকে আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে সুফিয়ান সাওরী তার সনদ পরম্পরায় এটাকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ رُزَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ .

১৩৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয় তার উপর হদ্দ (যেনার শাস্তি) প্রযোজ্য নয় (দা, না)।

পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই মত।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

পায়ুকামী বা সমকামীর শাস্তি।

١٣٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ .

১৩৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাকে লূত জাতির অপকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত পাবে সেই অপকর্মকারীকে এবং যার সাথে অপকর্ম করা হয়েছে তাকে হত্যা করবে।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এ হাদীস আমর ইবনে আবু আমরের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

فَقَالَ مَلْعُوْنٌ مَّنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ .

নবী (সা) বলেনঃ "যে ব্যক্তি লূত জাতির অপকর্মে লিপ্ত হল সে অভিশপ্ত।"

এই বর্ণনায় 'হত্যা করার' উল্লেখ নেই। এতে আরো আছে ঃ

مَلْعُوْنٌ مَّنْ اَتَى الْبَهِيْمَةَ .

"যে ব্যক্তি পশুর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হল সে অভিশপ্ত"।

আসিম ইবনে উমার উপরে উল্লেখিত হাদীসটি সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-এর সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

---

৬. সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি যাতে আলোচনার বস্তুতে পরিণত না হতে পারে, সেজন্যই সম্ভবত এটাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদিও এর গোশত হারাম নয় তবুও তা না খাওয়াই উত্তম। কতিপয় ফিক্‌হবিদ এক্ষেত্রে যেনার দণ্ড কার্যকর করার পক্ষপাতী। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণের মতে এক্ষেত্রে যেনার দণ্ড কার্যকর হবে না। তবে অপরাধীকে তাযীরের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে (অনু.)।

اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ .

"এ কাজের কর্তা ও পাত্র উভয়কে হত্যা কর"।

এ হাদীসের সনদ বিতর্কিত। আসিম ছাড়া আর কেউ সুহাইলের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হাদীস শাস্ত্রে আসিমের স্মরণশক্তি দুর্বল বলে সমালোচিত।

লাওয়াতাতকারীর (সমকামীর) শাস্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে, সমকামীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে, সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই মত। অপর একদল ফিক্‌হ্‌বিদ তাবিঈ, যেমন হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, আতা ইবনে আবু রাবাহ প্রমুখ বলেছেন, সমকামীর শাস্তি যেনাকারীর শাস্তির অনুরূপ। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের এই মত।

١٣٩٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ .

১৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের মধ্যে যে দুষ্কর্ম ছড়িয়ে পড়ার সর্বাধিক আশংকা করি তা হল লূত জাতির অপকর্ম (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাদীসটি এভাবে আমরা জানতে পেরেছি কেবল আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল ইবনে আবু তালিব-জাবির (রা) সূত্রে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) সম্পর্কে।

١٣٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ وَلَمْ اَكُنْ لاُحَرِّقَهُم لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

১৩৯৮। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। একদল লোক ইসলাম ত্যাগ করলে (মুরতাদ্দ হয়ে গেলে) আলী (রা) তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। এ খবর ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুসারে তাদেরকে হত্যা করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর"। আমি (ইবনে আব্বাস) কখনো তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি (আগুন) দ্বারা (কাউকে) শাস্তি দিও না।" একথা আলী (রা)-র কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস সঠিক বলেছে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ধর্মত্যাগীর হুকুমের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী মত গঠন করেছেন। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক ইসলাম ত্যাগ করলে তার কি শাস্তি হবে এই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আওযাঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। তাদের অপর দল বলেছেন, তাকে বন্দী করা হবে, হত্যা করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

যে ব্যক্তি (রক্তপাতের উদ্দেশ্যে) অস্ত্র উত্তোলন করে।

١٣٩٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُو السَّائِبِ سَالِمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৩৯৯। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন (ধারণ) করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনুয যুবাইর, আবু হুরায়রা ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
যাদুকরের শাস্তি প্রসঙ্গে।

١٤٠٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ .

১৪০০। জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাদুকরের শাস্তি হল তরবারির আঘাত (মৃত্যুদণ্ড) (দার, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীস মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম আল-মক্কীকে তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীস বিশারদগণ তাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু ইসমাঈল ইবনে মুসলিম আল-বাসরী সম্পর্কে ওয়াকী বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি হাসান বসরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জুনদুব (রা)-র সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণিত হাদীসটিই সহীহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মালেক ইবনে আনাসও এই মত ব্যক্ত করেছেন। শাফিঈ (র) বলেছেন, যাদু যদি কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয় তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর কুফরীর চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
গানীমাতের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি।

١٤٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ والسَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَّجَدْتُمُوْهُ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ قَالَ صَالِحٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى مَسْلَمَةَ وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَوَجَدَ رَجُلاً قَدْ غَلَّ فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَامَرَ بِهِ فَاُحْرِقَ مَتَاعُهُ فَوُجِدَ فِىْ مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ فَقَالَ سَالِمٌ بِعْ هٰذَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ .

১৪০১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র পথে (গানীমা) আত্মসাৎ করতে দেখবে তার মালপত্র সব পুড়িয়ে দিবে। সালেহ (র) বলেন, আমি মাসলামার কাছে গেলাম। এ সময় সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক আত্মসাৎকারীকে পেলেন। সালেম (র) তখন মহানবী (সা)-এর এ হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি তার মালপত্র পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে তা পুড়িয়ে দেয়া হয়। তার মালপত্রের মধ্যে এক জিল্‌দ কুরআন পাওয়া গেলে সালেম (র) বলেন, তা বিক্রয় করে তার মূল্য দান-খয়রাত করে দাও (আ, দা, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটা জানতে পেরেছি। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আওযাঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই মত। আমি (তিরমিযী) মুহাম্মাদ বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ হাদীসটি সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদা বর্ণনা করেছেন। তার ডাকনাম আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী। তিনি একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। ইমাম বুখারী আরো বলেন, গানীমাতের মাল আত্মসাতকারী সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর আরো হাদীস আছে। কিন্তু তিনি তাতে তার মালপত্র পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

কোন ব্যক্তি যদি অপরকে বলে, হে মুখান্নাস (নপুংসক)।

١٤٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَايَهُوْدِىُّ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَاِذَا قَالَ يَامُخَنَّثُ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ .

১৪০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, 'হে ইহূদী' তখন তাকে বিশটি চাবুক মার। যখন সে বলে, 'হে নপুংসক' তখন তাকে বিশটি চাবুক মার। যে ব্যক্তি মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তাকে হত্যা কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল উল্লেখিত সনদেই জানতে পেরেছি। এ হাদীসের অধঃস্তন রাবী ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি সূত্রে

হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন বারাআ ইবনে আযেব (রা) ও কুররা ইবনে আইয়াস আল-মুযানী (রা) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি নিজের পিতার স্ত্রীকে (সৎমাকে) বিবাহ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

আমাদের সমমনা আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মাকে বিবাহ করে তাকে হত্যা করতে হবে। ইসহাক (র) বলেন, যে ব্যক্তি মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তাকে হত্যা করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

তাযীর সম্পর্কে।[৭]

١٤٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ .

১৪০৩। আবু বুরদা ইবনে নাইয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দের আওতাভুক্ত কোন অপরাধ ব্যতীত (অন্য অপরাধের শাস্তিস্বরূপ) দশটির বেশী বেত্রাঘাত করা যাবে না (বু, মু, দা, আ, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ-এর হাদীসের মাধ্যমে এটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাযীর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তাযীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীস সর্বোত্তম। ইবনে লাহীআ উপরোক্ত হাদীস বুকাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এতে তিনি ভুলের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা ভুল। লাইস ইবনে সাদের সনদে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। তা হলঃ আবদুর রহমান ইবনে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ-আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

---

৭. যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও হাদীসে নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়নি সেইসব অপরাধের জন্য সরকার বা আদালত কর্তৃক নির্দ্ধারিত বা প্রদত্ত শাস্তিকে "তাযীর" বলে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এই শাস্তির মাত্রা, প্রকৃতি ও ধরন পরিবর্তনযোগ্য (অনু.)।

অষ্টাদশ অধ্যায়

اَبوابُ الصَّيد والذَّبَائِح والاَطعمَةِ عَن رَسُول اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ

(শিকার, যবেহ ও খাদ্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

কুকুরের কোন্ ধরনের শিকার খাদ্যোপযোগী এবং কোন্ ধরনের শিকার খাদ্যোপযোগী নয়।

١٤٠٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرْسِلُ كِلاَبًا لَنَا مُعَلَّمَةً قَالَ كُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

১৪০৪। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের জন্য ছেড়ে থাকি। তিনি বলেন ঃ এগুলো তোমার জন্য যে শিকার ধরে রাখে তা খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি এরা শিকার হত্যা করে ফেলে? তিনি বলেন ঃ এরা হত্যা করে ফেললেও খেতে পার যদি এর সাথে অন্য কুকুর শরীক না থাকে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তীর বা বর্শা (বা লাঠি) নিক্ষেপ করে থাকি। তিনি বলেন ঃ তার সূঁচালো মাথা শিকারকে জখম করলে তা খাও, কিন্তু তার পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হলে তা খেও না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সুফিয়ান-মানসূর (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ "তাঁকে তীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল"। এ বর্ণনাটিও হাসান ও সহীহ।

١٤٠٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ وَالْحَجَّاجُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَائِذِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ وَاِنْ قَتَلَ قُلْتُ اِنَّا اَهْلُ رَمْىٍ قَالَ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ قَالَ اِنَّا اَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا ۔

১৪০৫। আইযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সালাবা আল-খুশানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শিকারকারী সম্প্রদায়। তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র নামে তোমার কুকুর ছেড়ে থাকলে এবং সে তোমার জন্য শিকার ধরে রাখলে তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম, সে যদি তা হত্যা করে ফেলে? তিনি বলেন ঃ হত্যা করলেও। আমি বললাম, আমরা তীর নিক্ষেপকারী সম্প্রদায়। তিনি বলেন ঃ তোমার তীর তোমাকে যা ফেরত দেয় তা খাও। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা সফরে বের হয়ে থাকি; ইহূদী, নাসারা ও মজূসীদের এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে থাকি। আমরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তাদের পাত্র ছাড়া আর কোন পাত্র সংগ্রহ করতে পারি না। তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি এদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র সংগ্রহ করতে না পার তবে এগুলোকে পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে নাও, অতঃপর এতে পানাহার কর (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আইযুল্লাহ্‌র ডাকনাম আবু ইদরীস আল-খাওলানী। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা)-র নাম জুরসূম, তাকে জুরসুম ইবনে নাশিদ মতান্তরে ইবনে কায়েসও বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

মজূসীদের (অগ্নি-উপাসকদের) কুকুরের শিকার।

١٤٠٦. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِىْ بَزَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِىِّ (الْمَجُوْسِ) ۔

১৪০৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মজূসীদের কুকুরের শিকার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা মজূসীদের কুকুরের কৃত শিকার খাওয়ার অনুমতি দেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

বাজ পাখি (বা শিকারী পাখির) শিকার খাওয়া।

١٤٠٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَنَّادٌ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِيْ فَقَالَ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ‏.‏

১৪০৭। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাজ পাখির শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ সে যা তোমার জন্য ধরে রাখে তা খাও (বা)।

আবু ঈসা বলেন, কেবল শাবী থেকে মুজালিদের সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে বাজ, ঈগল ও শিকরার শিকার খাওয়াতে কোন দোষ নেই। মুজাহিদ (র) বলেছেন, বাজ হল একটি শিকারী পাখি। এটা নখরযুক্ত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "এবং যেসব শিকারী প্রাণীকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছ" (সূরা মাইদা ঃ ৪)। তার মতে, শিকারী জন্তু বলতে যেসব কুকুর ও পাখি দ্বারা শিকার করা হয় তা বুঝায়। কতিপয় আলেম বাজ পাখির শিকার সম্পর্কে বলেছেন, পাখি তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে নিলেও তা খাওয়া জায়েয। তারা বলেছেন, একে প্রশিক্ষণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে, একে ডাকা হলে ফিরে আসবে। কতিপয় আলেম এটা খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফিক্হবিদ আলেম বলেছেন, এই শিকার খাওয়া জায়েয যদিও পাখি তা থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কোন ব্যক্তি শিকারের প্রতি তীর ছোড়ার পর তা অদৃশ্য হয়ে গেলে।

١٤٠٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْمِى الصَّيْدَ فَاَجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِىْ قَالَ اِذَا عَلِمْتَ اَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ اَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ ・

১৪০৮। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শিকারের দিকে তীর নিক্ষেপ করি। পরদিন তাতে আমার তীর বিদ্ধ দেখতে পাই। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি জানতে পার যে, এটাকে তোমার তীরই হত্যা করেছে এবং এতে কোন হিংস্র জন্তুর চিহ্ন দেখতে না পাও তবে তা খেতে পার (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আদী ইবনে হাতিমের এ হাদীসটি শোবা-আবু বিশর ও আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা-সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রটিও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

কোন ব্যক্তি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপের পর তা পানির মধ্যে মৃত অবস্থায় পেলে।

١٤٠٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ اِلاَّ اَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِىْ مَاءٍ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْسَهْمُكَ ・

১৪০৯। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি যখন তোমার তীর নিক্ষেপ কর তখন আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। তুমি যদি শিকার মৃত অবস্থায়ও পাও তবুও তা খেতে পার। কিন্তু তুমি যদি তা পানিতে পড়া অবস্থায় পাও তবে তা খেও না। কেননা তোমার জানা নেই, এটাকে পানি হত্যা করেছে না তোমার তীর হত্যা করেছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
কুকুর তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে ফেললে।

١٤١٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مَااَمْسَكَ عَلَيْكَ فَاِنْ اَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ خَالَطَتْ كِلاَبَنَا كِلاَبٌ اُخَرُ قَالَ اِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلٰى غَيْرِهِ ٠

১৪১০। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে থাকলে সে তোমার জন্য যা ধরে রাখে তা খাও। যদি সে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে নেয় তবে তা খেও না। কেননা সে তা নিজের জন্য ধরেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমাদের কুকুরের সাথে অন্য কুকুর এসে মিশে যায়? তিনি বলেন ঃ তুমি তো তোমার কুকুরের বেলায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েছ, অন্যের কুকুরের বেলায় তো নাওনি। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, এটা খাওয়া মাকরূহ।

আবু ঈসা বলেন, মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে শিকারকৃত প্রাণী এবং যবেহ করা সম্পন্ন হয়নি এমন প্রাণী পানিতে মরা অবস্থায় পাওয়া গেলে তা খাওয়া জায়েয নয়। তাদের অপর দল বলেছেন, কণ্ঠনালী কাটার পর পানিতে পড়ে গিয়ে মারা গেলে তা খাওয়া যাবে। ইবনুল মুবারকেরও এই মত।

কুকুর যদি শিকারের অংশবিশেষ খেয়ে নেয়, তবে তা খাওয়া যাবে কি না এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, কুকুর যদি শিকার থেকে কিছুটা খেয়ে নেয় তবে সেই শিকার খাওয়া জায়েয নয়। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই কথা বলেছেন। অপরদিকে একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ এটা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
বর্শা দিয়ে শিকার করা।

١٤١١. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَدِّهٖ فَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهٖ فَهُوَ وَقِيْذٌ .

১৪১১। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্শার শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ এর সূঁচালো মাথা দিয়ে যেটা শিকার করেছ তা খাও। আর যেটা এর পার্শ্বদেশ দিয়ে শিকার করেছ তা মৃত প্রাণীর সমতুল্য (নিষিদ্ধ) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান-যাকারিয়া শাবী (র) সূত্রেও আদী (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
চকমকি (সাদা) পাথর দিয়ে যবেহ করা।

١٤١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِهٖ صَادَ اَرْنَبًا اَوْ اثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهِمَا .

১৪১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার গোত্রের এক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি খরগোশ শিকার করে একটি শুভ্র পাথর দিয়ে তা যবেহ করে। সে শিকার দু'টি ঝুলিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। সে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে এটা খাওয়ার অনুমতি দেন।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান, রাফে ও আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম শুভ্র পাথর দিয়ে যবেহ করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মতে খরগোশ খাওয়াতে কোন আপত্তি নেই। ...ংশ আলেমের এই মত। কতিপয় আলেম খরগোশের গোশত খাওয়া মাকরূহ ...শাবী (র)-এর শাগরিদগণ এ হাদীস বর্ণনায় (সনদসূত্রে) মতভেদ

করেছেন। দাউদ ইবনে আবু হিন্দ-আশ-শাবী-মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আসেম আল-আহ্ওয়াল-শাবী-সাফওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ অথবা মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান অধিকতর সহীহ। জাবির আল-জুফী-শাবী-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে এ হাদীস কাতাদা-শাবী সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হয়ত উভয়েই শাবীর সূত্রে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, শাবী থেকে জাবির আল-জুফীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অরক্ষিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর মেরে হত্যা করা হলে তা খাওয়া নিষেধ।

١٤١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَفْرِيْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِىَ الَّتِىْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ .

১৪১৩। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুজাসসামা' খেতে নিষেধ করেছেন। যে প্রাণীকে চাঁদমারির নিশানা বানিয়ে তীর মেরে হত্যা করা হয় তাকে 'মুজাসসামা' বলে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইরবায ইবনে সারিয়া, আনাস, ইবনে উমার, জাবির ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ وَاَنْ تُوْطَاَ الْحَبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِىْ بُطُوْنِهِنَّ .

১৪১৪। উম্মু হাবীবা বিনতে ইরবায ইবনে সারিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন নিম্নের প্রাণীগুলো খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন ঃ শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু, নখর ও থাবাযুক্ত হিংস্র পাখি, গৃহপালিত গাধা, মুজাসসামা এবং খালীসা। তিনি (সদ্য হস্তগত) গর্ভবতী বাঁদীর সাথে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত সংগম করতেও নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু আসিমকে মুজাসসামা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যে পাখি অথবা পশুকে চাঁদমারির নিশানা বানিয়ে তীর মেরে হত্যা করা হয় তাকে 'মুজাসসামা' বলে। তাকে 'খালীসা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বাঘ অথবা কোন হিংস্র প্রাণী কোন পশু ধরে নিলে কোন ব্যক্তি তা ছিনিয়ে আনল, কিন্তু তা যবেহ করার পূর্বেই তার হাতে মারা গেলে এটাকে 'খালীসা' বলে।

١٤١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا .

১৪১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জীবন্ত প্রাণীকে তীর নিক্ষেপের জন্য লক্ষ্যবস্তু (চাঁদমারি) বানাতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করার মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
জানীন (পশুর গর্ভস্থ ভ্রূণ) যবেহ করা সম্পর্কে।

١٤١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَاحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ .

১৪১৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জানীন (গর্ভস্থ ভ্রূণ)-এর মাকে যবেহ করাই এর জন্য যথেষ্ট।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু উমামা, আবুদ দারদা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন (গর্ভবতী পশু যবেহ করলে তার গর্ভস্থ বাচ্চা ভিন্নভাবে যবেহ করার প্রয়োজন নেই)। আবুল ওয়াদ্দাক-এর নাম জাব্‌র, পিতা নাওফ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
থাবা ও শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু ও নখরযুক্ত শিকারী পাখি খাওয়া নিষেধ।

١٤١٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ .

১৪১৭। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাবা ও শিকারী দাঁতসম্পন্ন হিংস্র জন্তু (খেতে) নিষেধ করেছেন (মু, না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদ ইবনে আবদুর রহ্‌মান আল-মাখযূমী ও অন্যান্যরা-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-যুহ্‌রী-আবু ইদরীস আল-খাওলানী সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ইদরীস আল-খাওলানীর নাম আইযুল্লাহ, পিতা আবদুল্লাহ।

١٤١٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الاِنْسِيَّةَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

১. কোন হালাল পশু যবেহ করার পর তার পেটে মৃত ভ্রূণ পাওয়া গেলে তা খাওয়া জায়েয, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয নয় (অনু.)।

১৪১৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশত, প্রত্যেক শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু এবং পাঞ্জাধারী শিকারী পাখি (খাওয়া) হারাম ঘোষণা করেছেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইরবায ইবনে সারিয়া ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ ٠

১৪১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র পশু (খাওয়া) হারাম ঘোষণা করেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন (এসব পশুর গোশত হারাম)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
জীবিত প্রাণীর কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা মৃত (এবং আহার করা হারাম)।

١٤٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَجُبُّوْنَ اَسْنِمَةَ الْاِبِلِ وَيَقْطَعُوْنَ اَلْيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ ٠

১৪২০। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করলেন। এখানকার লোকেরা জীবিত উটের কুঁজ ও মেষের লেজের গোড়ার মাংশল অংশ কেটে খেত। তিনি বলেন, জীবিত পশুর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মৃত বলেই গণ্য (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব আল-জাওযাজানী-আবুন নাদর-আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন (অর্থাৎ পশু দেহের কর্তিত অংশ খাওয়া মৃত প্রাণীর মতই হারাম)। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হারিস, পিতা আওফ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগে যবেহ করা।

١٤٢١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلاَّ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِىْ فَخِذِهَا لاَجْزَاَ عَنْكَ .

১৪২১। আবুল উশারা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যবেহ কি কেবল কণ্ঠনালী ও বক্ষস্থলের উপরিভাগেই (কণ্ঠনালীর শুরু এবং শেষ অংশের মধ্যবর্তী স্থানে) করতে হবে? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তার উরুতে আঘাত করতে পার তবে তাও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আহমাদ ইবনে মানী (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন বলেছেন, উরুতে যবেহ করা কেবল জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য। এ অনুচ্ছেদে রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবুল উশারা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। বিশেষজ্ঞগণ আবুল উশারার নামে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন তার নাম উসামা ইবনে কিহ্‌তিম, তিনি আবার ইয়াসার ইবনে বারয বা ইবনে বালয বলেও কথিত। ভিন্নমতে তার নাম উত্আরিদ, তার দাদার সাথে সম্পর্কিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

গিরগিট জাতীয় প্রাণী হত্যা করা।

١٤٢٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ

وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُوْلَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَانْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَانْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ٠

১৪২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি গিরগিটি হত্যা করতে পারে তার জন্য এই এই পরিমাণ সাওয়াব।[২] যদি সে দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারে তবে তার জন্য এই এই পরিমাণ সাওয়াব। যদি সে তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারে তবে তার জন্য এত এত সাওয়াব (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, সাদ, আইশা ও উম্মু শারীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

সাপ হত্যা করা।

١٤٢٣ ٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَانَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَ يُسْقِطَانِ الْحُبْلَ ٠

১৪২৩। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাপ হত্যা কর। তোমরা পিঠে দু'টি দাগ বিশিষ্ট সাপ ও লেজকাটা সাপ হত্যা কর। কেননা এ দু'টি সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং (মহিলাদের) গর্ভপাত ঘটায় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা, আবু হুরায়রা ও সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা) আবু লুবাবা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে ঘরের মধ্যে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন"। এ ধরনের সাপকে 'আওয়ামির' বলা হয়। ইবনে উমার (রা) যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকেও এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুবারক বলেন, হালকা ধরনের সাদা সাপ যা চলার সময় কুঁকড়ায় না তা হত্যা করা নিষিদ্ধ।

---

২. অপর এক হাদীসে এক শত নেকীর কথা উল্লেখ আছে (সহীহ মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমে উম্মু শারীফ (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) "গিরগিটি হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, সে ইবরাহীম (আ)-কে নিক্ষিপ্ত আগুনে ফুৎকার দিয়েছিল" (অনু.)।

١٤٢٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِبُيُوْتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا فَاِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ شَيْئٌ فَاقْتُلُوْهُ (فَاقْتُلُوْهُنَّ) .

১৪২৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরে বসবাসকারী অন্য প্রাণীও আছে। এদেরকে তিনবার সতর্ক কর। এরপরও যদি তা থেকে তোমাদের জন্য (ক্ষতিকর কিছু) প্রকাশ পায় তবে তা হত্যা কর (মা)।

উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে (সূত্রগুলি মূল গ্রন্থে দ্র.)। এ হাদীসের সাথে আরো বর্ণনা আছে।

١٤٢٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ اَبُوْ لَيْلٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِى الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوْا لَهَا اِنَّا نَسْاَلُكِ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَنْ لاَ تُؤْذِيْنَا فَاِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا .

১৪২৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘরের মধ্যে সাপ দেখা গেলে তোমরা বল, "আমরা নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোহাই ও সোলাইমান ইবনে দাউদ (আ)-এর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাদের কষ্ট দিও না। এরপরও তা দেখা গেলে তোমরা একে হত্যা কর (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা ইবনে আবু লাইলার রিওয়ায়াত হিসাবে সাবিত আল-বুনানীর সূত্রেই কেবল উল্লেখিত হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
কুকুর নিধন সম্পর্কে।

١٤٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمَمِ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ اَسْوَدَ بَهِيْمٍ .

১৪২৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুকুর যদি (আল্লাহ্‌র) সৃষ্ট প্রজাতিসমূহের মধ্যকার একটি প্রজাতি না হত তবে আমি এর সবগুলোকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এর মধ্যে অতি কালো কুকুরগুলো মেরে ফেল (দা, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, জাবির, আবু রাফে ও আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে ঃ

اِنَّ الْكَلْبَ الْاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ شَيْطَانٌ .

"কালো কুকুরগুলো শয়তান"।

ঘোর কালো কুকুর সেইগুলো যার মধ্যে সাদার নামগন্ধও নাই। একদল আলেম কালো কুকুরের শিকার খাওয়া মাকরূহ মনে করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

যে ব্যক্তি কুকুর পোষে তার কি পরিমাণ সাওয়াব কমে যায়।

١٤٢٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اَوِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلاَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

১৪২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা গবাদি পশু পাহারা দেয়ার কুকুর ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দুই কীরাত পরিমাণ কমে যায় (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, আবু হুরায়রা ও সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আও কালবা যারইন' (অথবা ফসলাদি পাহারা দেয়ার কুকুর ব্যতীত)।

١٤٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْكَلْبَ مَاشِيَةٍ قِيْلَ لَهُ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ اَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ .

১৪২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, শিকারী কুকুর অথবা গবাদি পশু পাহারা দেয়ার কুকুর ব্যতীত। রাবী বলেন, তাকে বলা হল, আবু হুরায়রা বলেন, “অথবা ফসলাদি পাহারা দেয়ার কুকুর। রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র কৃষিভূমি ছিল (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٢٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ اِنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ .

১৪২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারা দেয়ার কুকুর, শিকারী কুকুর অথবা কৃষিক্ষেত পাহারা দেয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে তার সাওয়াব থেকে দৈনিক এক কীরাত করে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় (বু, মু, দা, না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) একটিমাত্র বকরীর মালিককেও কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। ইসহাক ইবনে মানসূর-হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদ-ইবনে জুরাইজ-আতা (র) সূত্রে তা বর্ণিত।

١٤٣٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ اِنِّيْ لَمِمَّنْ يَّرْفَعُ اَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا

مِنْهَا كُلُّ اَسْوَدَ بَهِيْمٍ وَمَا مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُوْنَ كَلْبًا اِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ كَلْبَ غَنَمٍ ·

১৪৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণদানকালে তাঁর চেহারার সামনে থেকে যারা খেজুর গাছের ডাল সরিয়ে রেখেছিলেন আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বলেন ঃ কুকুর যদি (আল্লাহ্‌র) সৃষ্ট প্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি প্রজাতি না হত তবে আমি এগুলোকে সমূলে ধ্বংস করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এদের মধ্যে মিশমিশে কালো কুকুরগুলো হত্যা কর। যে ঘরের লোকেরা শিকারের জন্য, ফসলাদি ও মেষপাল পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পোষে তাদের সৎকাজ থেকে দৈনিক এক কীরাত পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনে মুগাফফাল থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

বাঁশ ইত্যাদির চোকলা বা ফালি দ্বারা যবেহ্ করা।

١٤٣١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ مَالَمْ يَكُنْ سِنًّا اَوْظُفُرًا وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ·

১৪৩১। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আগামী কাল শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব। আমাদের কাছে ছুরি না থাকলে (কিভাবে যবেহ করব)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দাঁত ও নখ ব্যতীত রক্ত প্রবাহিত করতে পারে এরূপ যে কোন জিনিস দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হলে তোমরা তা খাও। আমি দাঁত ও নখ সম্পর্কে তোমাদের বলছি যে, দাঁত হল হাড্ডি এবং নখ হল হাবশীদের (ইথিওপিয়ার অধিবাসীদের) ছুরি।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-সুফিয়ান সাওরী-তার পিতা আবাইয়া ইবনে রিফাআ ইবনে রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে 'আবাইয়া থেকে তার পিতার সূত্রে' উল্লেখ নেই এবং এটাই অধিকতর সহীহ। আবাইয়া সরাসরি রাফে (রা)-র কাছে হাদীস শুনেছেন। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে দাঁত ও হাড় দিয়ে যবেহ করা জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

উট, গরু, মেষ-বকরী ইত্যাদি ছুটে পালিয়ে বন্য হয়ে গেলে তা তীর মেরে শিকার করা যায় কি না?

١٤٣٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ اِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا بِهٖ هٰكَذَا .

১৪৩২। আবাইয়া ইবনে রিফাআ ইবনে রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (রাফে) বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, দলের একটি উট বাঁধন ছিঁড়ে পলায়ন করে। তাদের সাথে ঘোড়া ছিল না। এক ব্যক্তি (এর প্রতি) তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ এটাকে আটক করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এসব জন্তুর মধ্যেও বন্য পশুর ন্যায় পালানোর স্বভাব আছে। অতএব এই পশুর সাথে সে যেরূপ আচরণ করেছে তোমরাও তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার কর (বু, ম, দা, না, ই, মা)।

মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান-তার পিতা-আবাইয়া ইবনে রিফাআ-তার দাদা রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে "আবাইয়া-তার পিতা" এরূপ উল্লেখ নাই এবং এটাই অধিকতর সহীহ। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। শোবা (র) সাঈদ ইবনে মাসরূকের সূত্রে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উনবিংশ অধ্যায়

اَبوَابُ الاَضَاحِىّ عَن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

(কোরবানী)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

কোরবানীর ফযীলত।

١٤٣٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاعَمِلَ اٰدَمِىٌّ مِّنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ اِنَّهَا لَتَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ مِنَ الْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ·

১৪৩৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা (কোরবানী করা)। কিয়ামতের দিন তা নিজের শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত হবে। তার (কোরবানীর পশুর) রক্ত জমীনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌র কাছে এক বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দিত মনে কোরবানী কর (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি হিশাম কর্তৃক বর্ণিত হিসাবে জানতে পেরেছি। আবুল মুসান্নার নাম সুলাইমান, পিতা ইয়াযীদ। ইবনে আবু ফুদাইক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

فِى الْاُضْحِيَةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْوٰى بِقُرُوْنِهَا ·

"কোরবানীকারীর জন্য প্রতিটি পশমের বিনিময়ে সাওয়াব রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে 'প্রতিটি শিং-এর বিনিময়ে'।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

দু'টি মেষ কোরবানী করা।

١٤٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا .

১৪৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধুসর বর্ণের দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি মেষ কোরবানী করেছেন। তিনি এ দু'টিকে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে নিজ হাতে যবেহ করেছেন—স্বীয় পা এর পাঁজরে রেখে চেপে ধরে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, আবু হুরায়রা, জাবির, আবু আইউব, আবুদ দারদা, আবু রাফে, ইবনে উমার ও আবু বাকরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা।

١٤٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اَمَرَنِيْ بِهِ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اَدَعُهُ اَبَدًا .

১৪৩৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দু'টি মেষ কোরবানী করলেন, একটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এবং অপরটি নিজের পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমি কখনও তা ত্যাগ করব না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল শারীকের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। একদল আলেম মৃতের পক্ষ থেকে কোরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন এবং অপর একদল তা জায়েয মনে করেন না। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক

(র) বলেন, মৃতের পক্ষ থেকে কোরবানী করার পরিবর্তে দান-খয়রাত করাই আমি পছন্দ করি। তবে মৃতের পক্ষ থেকে কোরবানী করা হলে তার সম্পূর্ণ গোশত দান করে দিতে হবে, নিজেরা খেতে পারবে না।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কোরবানীর জন্য যে ধরনের পশু উত্তম।

١٤٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَاْكُلُ فِىْ سَوَادٍ وَيَمْشِىْ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ .

১৪৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংযুক্ত ও মোটাতাজা (শক্তিশালী) একটি মেষ কোরবানী করেছেন। এর মুখমণ্ডল, পা ও চোখ ছিল কুচকুচে কালো (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল হাফ্স ইবনে গিয়াসের সূত্রেই তা জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যে ধরনের পশু কোরবানী করা জায়েয নয়।

١٤٣٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ قَالَ لاَ يُضَحّٰى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلاَ بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِىْ لاَ تُنْقِىْ .

১৪৩৭। বারাআ ইবনে আযিব (রা) মরফূ হাদীস (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী) হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ খোঁড়া জন্তু যার খোঁড়ামী সুস্পষ্ট ; অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট ; রুগ্ন জন্তু যার রোগ সুস্পষ্ট এবং ক্ষীণকায় পশু যার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে– তা কোরবানী করা যাবে না (দা, না, ই)।

---

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ অধিকাংশ আলেমের মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা এবং গোশত খাওয়া সকলের জন্যই জায়েয। তবে এই কোরবানী নফল (ঐচ্ছিক) পর্যায়ের (অনু.)।

হান্নাদ-ইবনে আবু যাইদা-শোবা-সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান-উবাইদ ইবনে ফাইরূয-আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বারাআর এ হাদীসটি আমরা কেবল উবাইদ ইবনে ফাইরূযের সূত্রেই জ্ঞাত হয়েছি। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ এ ধরনের ত্রুটিযুক্ত পশু দিয়ে কোরবানী করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরূহ।

١٤٣٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَ الْاُذُنَ وَاَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ .

১৪৩৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন—আমরা যেন কোরবানীর পশুর চোখ-কান ভালো করে দেখে নেই। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন—আমরা যেন এমন পশু দিয়ে কোরবানী না করি যার কানের অগ্রভাগ বা গোড়ার অংশ কাটা; যার কান ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে বা যার কান লম্বালম্বিভাবে ফেড়ে দেয়া হয়েছে (বু, মু, দা, না, ই, মা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٣٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ ٢ قَالَ الْمُقَابَلَةُ مَاقُطِعَ طَرَفُ اُذُنِهَا وَالْمُدَابَرَةُ مَاقُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْاُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ .

১৪৩৯। আলী (রা) থেকে এই সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে (আবু

---

২. আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী 'কালা' ক্রিয়াপদের 'কর্তা' আবু ইসহাক (অনু.)।

ইসহাক) বলেছেন, যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা তাকে 'মুকাবালা' বলে; যে পশুর কানের গোড়া দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে তাকে 'মুদাবারা' বলে; যার কান ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে তাকে 'শারকাআ' বলে এবং যে পশুর কান লম্বা করে চিরে দেয়া হয়েছে তাকে 'খারকাআ' বলে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। শুরাইহ্ ইবনে নোমান আস-সাইদী (কূফী), শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী আল-কূফী আল-কাদী (ডাকনাম আবু উমাইয়্যা) এবং শুরাইহ ইবনে হানী আল-কূফী—এই তিনজনই সমসাময়িক যুগের লোক এবং তিনজনই আলী (রা)-র সহচর ছিলেন। হানী (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

ছয় মাস বয়সের মেষ (ভেড়া, দুম্বা, ছাগল) কোরবানী করা।

١٤٤٠. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نِعْمَ اَوْنِعْمَتِ الْاُضْحِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ .

১৪৪০। আবু কিবাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছয়মাস বয়সের কিছু সংখ্যক মেষ বিক্রয়ের জন্য মদীনায় নিয়ে আসলাম। কিন্তু সেগুলো বাজারে বিক্রয় হল না (মূল্য পড়ে গেল)। আমি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ছয় মাস বয়সের মেষ কোরবানীর জন্য কতই না উত্তম!" রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) লোকেরা মেষগুলো সাথে সাথে ছিনিয়ে নিল (তাড়াহুড়া করে কিনে নিল)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, উম্মু বিলাল বিনতে হিলাল তার পিতার সূত্রে, জাবির, উকবা ইবনে আমের (রা) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁদের মতে কোরবানীর জন্য ছয়মাস বয়সের ছাগল-ভেড়া যথেষ্ট (হানাফী আলেমদেরও এই মত)।

١٤٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى (فِىْ) اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُوْدٌ اَوْ جَدْىٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ .

১৪৪১। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কোরবানীর উদ্দেশ্যে বণ্টন করার জন্য তাকে কিছু সংখ্যক ছাগল দিলেন। বণ্টন করার পর ছয় মাস বা এক বছর বয়সের একটি বাচ্চা অবশিষ্ট থাকলো। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলে তিনি বলেন, এটা তুমিই কোরবানী কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ওয়াকী বলেছেন, ছয়-সাত মাস বয়সের বাচ্চাকে 'জাযাআ' বলে।

١٤٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَاَبُوْ دَاؤُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَايَا فَبَقِىَ جَذَعَةٌ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا اَنْتَ .

১৪৪২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের মধ্যে) কোরবানীর পশু বণ্টন করলেন। একটি ছয় মাসের বাচ্চা অবশিষ্ট থেকে গেলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ এটা তুমিই কোরবানী কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

কোরবানীর পশুতে শরীক হওয়া।

١٤٤٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً .

১৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এ অবস্থায় কোরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। তখন আমরা একটি গরু সাতজনে এবং একটি উট দশজনে শরীক হয়ে কোরবানী করলাম (বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ফাদল ইবনে মূসার সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এ অনুচ্ছেদে আবুল আসাদ আস-সুলামী পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে এবং আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

১৪৪৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়া নামক স্থানে একটি উট সাতজনে এবং একটি গরুও সাতজনে শরীক হয়ে কোরবানী করেছি (মু, দা, না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমতও তাই (উট-গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়)। ইসহাক (র) আরো বলেন, একটি উটে দশজনও শরীক হতে পারে। তার এ মতের সমর্থনে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়।

١٤٤٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ فَاِنْ وَلَدَتْ قَالَ اِذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا قُلْتُ فَالْعَرْجَاءُ قَالَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ قُلْتُ فَمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ قَالَ لاَبَاْسَ اُمِرْنَا اَوْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْاُذُنَيْنِ .

১৪৪৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়। আমি (হুযাইয়্যা) বললাম, যদি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় (যদি পেটে বাচ্চা পাওয়া যায়)? তিনি বলেন, এর সাথে বাচ্চাটিও যবেহ্ কর। আমি বললাম, গরুটি যদি খোঁড়া হয়? তিনি বলেন, যদি তা কোরবানীর স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে (তবে তা কোরবানী করা জায়েয)। আমি বললাম, যদি তার শিং ভাংগা হয়? তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন—আমরা যেন কোরবানীর পশুর (ক্রয় করার সময়) দুই চোখ ও দুই কান ভাল করে দেখে নেই (বু, মু, দা, না, ই, হা, বা,)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি সালামা ইবনে কুহাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٤٤٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُضَحّٰى بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ .

১৪৪৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং ভাংগা ও কান কাটা পশু কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি এ সম্পর্কে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'আল-আদাব'দ্বারা শিং-এর অর্ধেক বা তার বেশী ভাংগাকে বুঝায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগলই যথেষ্ট।

١٤٤٧. حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ فَيَاْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتّٰى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرٰى .

১৪৪৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমি আবু আইউব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোরবানীর নিয়ম-কানুন কিরূপ ছিল। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে একটি বকরী কোরবানী করত এবং তা নিজেরাও খেত, অন্যদেরও খাওয়াত। অবশেষে লোকেরা গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ (মা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উমারা ইবনে আবদুল্লাহ (র) মদীনার বাসিন্দা। মালেক ইবনে আনাস (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই মত (একটি কোরবানী সারা পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট)। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে মহানবী (সা)-এর এ হাদীস পেশ করেন ঃ

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ فَقَالَ هٰذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ .

"তিনি একটি মেষ কোরবানী করলেন এবং বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কোরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ থেকে এই কোরবানী"। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, একটি বকরী কেবল একজনের পক্ষে যথেষ্ট হবে। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং অন্যান্য আলেমদের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
কোরবানী করা ওয়াজিব না সুন্নাত?

١٤٤٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْاُضْحِيَّةِ اَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْقِلُ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ .

১৪৪৮। জাবালা ইবনে সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে কোরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এটা কি ওয়াজিব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানী করেছেন এবং মুসলমানগণও (কোরবানী করেছেন)। সে পুনরায় (একই বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

তুমি কি বুঝতে পেরেছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানী করেছেন এবং মুসলমানগণও।৩

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে কোরবানী ওয়াজিব নয়, বরং মহানবী (সা)-এর সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি সুন্নাত। তিনি এ কাজটি করা পছন্দ করতেন। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারকের এই মত।

١٤٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ .

১৪৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং বরাবর (প্রতি বছর) কোরবানী করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ঈদের নামাযের পর কোরবানী করতে হবে।

١٤٥٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لاَ يَذْبَحَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّىَ قَالَ فَقَامَ خَالِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ وَ اِنِّىْ عَجَّلْتُ نُسُكِىْ لِاُطْعِمَ اَهْلِىْ وَاَهْلَ دَارِىْ اَوْ جِيْرَانِىْ قَالَ فَاَعِدْ ذَبْحًا اُخَرَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ عَنَاقُ لَبَنٍ وَهِىَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَىْ لَحْمٍ اَفَاَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَهِىَ خَيْرُ نَسِيْكَتَيْكَ وَلاَ تُجْزِءُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ .

৩. সাহাবায়ে কিরাম এবং ফিক্‌হের ইমামগণের সাধারণ মত অনুযায়ী সচ্ছল ব্যক্তির কোরবানী করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসফ, মুহাম্মাদ, যুফার ও হাসান বসরীর মতে প্রত্যেক আযাদ, মুকীম (নিজ এলাকায় অবস্থানকারী) ও সচ্ছল ব্যক্তির কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও আবু ইউসুফের অপর মতানুযায়ী তা সুন্নাতে মুআক্কাদা। ইমাম আহ্‌মাদের অপর মত অনুসারে সচ্ছল ব্যক্তির কোরবানী করা ওয়াজিব এবং অসচ্ছল ব্যক্তির জন্য সুন্নাত (অনু.)।

১৪৫০। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন আমাদের সামনে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন (ঈদের) নামায পড়ার পূর্বে কোরবানী না করে। রাবী বলেন, আমার মামা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজকের দিন তো এমন যে, পরে গোশত অপছন্দ লাগে।[৪] তাই আমি আমার পরিবারের লোকজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে খাওয়ানোর জন্য কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি বলেন, তুমি পুনরায় একটি পশু যবেহ কর। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছে এখনও দুধ খায় এমন একটি বকরীর বাচ্চা আছে, যা দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর তুলনায় উত্তম। আমি কি এটা যবেহ করব? তিনি বলেন, হাঁ, এটা তোমার জন্য উত্তম কোরবানী। তবে তোমার পর আর কারো জন্য বকরীর এরূপ বাচ্চা কোরবানী করা যথেষ্ট হবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, জুনদুব, আনাস, উয়াইমির ইবনে আশআর, ইবনে উমার ও আবু যায়েদ আল-আনসারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে ইমামের নামায সমাপন করার পূর্বে শহরের লোকদের জন্য কোরবানী করা জায়েয নয়। একদল আলেম গ্রামের লোকদের জন্য ফজরের নামাযের (সূর্যোদয়ের) পরই কোরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন। (ইমাম আবু হানীফাসহ) ইবনুল মুবারকের এই মত। আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, ছয় মাস বয়সের বকরীর বাচ্চা দিয়ে কোরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। তবে ছয় মাস বয়সের মেষের বাচ্চা কোরবানী করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খাওয়া মাকরূহ।

١٤٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَاْكُلُ اَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ اُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ .

১৪৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক না খায়।

---

৪. 'আজকের দিন তো এমন যে, পরে গোশত অপছন্দ লাগে' অর্থাৎ এদিন প্রচুর গোশতের আমদানী হয়, যেখানে সেখানে গোশত দৃষ্টিগোচর হয়, গোশত ঘাটতে ঘাটতে রুচি নষ্ট হয়ে যায় এবং অরুচি এসে যায়। কিন্তু দিনের প্রথম ভাগে গোশতের এত আমদানী থাকে না এবং রুচি বিকৃতিও ঘটে না। তাই উক্ত সাহাবী নামাযের পূর্বেই কোরবানী করেছিলেন (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে তা (অধিক দিন) খাওয়ার অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

তিন দিনের পরও কোরবানীর গোশত আহারের অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٤٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلٰى مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ فَكُلُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا .

১৪৫২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিন দিনের উর্ধ্বে কোরবানীর গোশত রাখতে (খেতে) নিষেধ করেছিলাম, যাতে ধনীরা তাদের গোশত উদারহস্তে দরিদ্রদের দান করে। এখন তোমরা ইচ্ছামত তৃপ্তিসহকারে তা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করেও রাখতে পার।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা, নুবাইশা, আবু সাঈদ, কাদাতা ইবনে নোমান, আনাস ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর বিশেষজ্ঞ সাহাবী এবং অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

١٤٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قُلْتُ لِاُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّىْ مِنَ النَّاسِ فَاَحَبَّ اَنْ يُّطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّىْ وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَاْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةِ اَيَّامٍ .

১৪৫৩। আবিস ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন (আইশা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোরবানীর গোশত (তিন দিনের অধিক) খেতে নিষেধ করেছিলেন? তিনি বলেনঃ না, তবে কোরবানী করার মত সামর্থ্যবান লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, যারা কোরবানী করতে পারেনি তাদেরকেও যেন গোশত খাওয়ানো যায়। আমরা কোরবানীর পশুর পায়া রেখে দিতাম এবং দশ দিন পরও তা আহার করতাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এখানে উম্মুল মুমিনীন বলতে মহানবী (সা)-এর স্ত্রী হযরত আইশা (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
ফারাআ ও আতীরাহ্ সম্পর্কে।

١٤٥٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ فَرَعَ وَلاَعَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ .

১৪৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এখন আর কোন ফারাআ নেই, আতীরাহ্ও নেই। ফারাআ হল উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। আরব মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে এটা যবেহ করত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে নুবাইশা ও মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হারাম মাসগুলোর মধ্যে রজব প্রথম মাস হওয়ায় এর সম্মানার্থে আরব মুশরিকরা পশু যবেহ করত। এ উদ্দেশ্যে যবেহকৃত পশুকে আতীরাহ বলে। হারাম মাসগুলো হচ্ছে ঃ রজব, যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররাম। হজ্জের মাসগুলো হচ্ছে ঃ শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। হজ্জের মাসগুলি সম্পর্কে নবী (সা)-এর কতক সাহাবী ও তৎপরবর্তীদের থেকে এরূপই বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
আকীকা সম্পর্কে।

١٤٥٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ اَنَّهُمْ دَخَلُوْا عَلَى

حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَاَلُوْهَا عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَاَخْبَرَتْهُمْ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

১৪৫৫। ইউসুফ ইবনে মাহাক (র) থেকে বর্ণিত। তারা কয়েকজন মিলে আবদুর রহমানের কন্যা হাফসার কাছে গেলেন। তারা তাকে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে অবহিত করেন যে, আইশা (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, উম্মু কুর্‌য, বুরাইদা, সামুরা, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, সালমান ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাফসা হলেন আবু বাক্‌র (রা)-র পুত্র আবদুর রহমানের কন্যা।

١٤٥٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ كُرْزٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْاُنْثٰى وَاحِدَةٌ وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ اَمْ اِنَاثًا .

১৪৫৬। উম্মু কুর্‌য (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী। আকীকার পশু নর বা মাদী যাই হোক তাতে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই (না, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٥٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى ‏.‏

১৪৫৭। সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করা প্রয়োজন। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যবেহ কর) এবং তার থেকে ময়লা (বা কষ্টদায়ক বস্তু, যেমন চুল) দূর কর (বু, দা, না, ই)।

আল-হাসান ইবনে আইয়ান-আবদুর রায্যাক-ইবনে উয়াইনা-আসিম ইবনে সুলাইমান আল-আহ্ওয়াল-হাফসা বিনতে সীরীন-আর-রিবাব-সালমান ইবনে আমের (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
সদ্য প্রসূত শিশুর কানে আযান দেয়া।

١٤٥٨‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ ‏.‏

১৪৫৮। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু রাফে) বলেন, ফাতিমা (রা) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে প্রসব করলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসানের কানে নামাযের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আকীকা সম্পর্কে মহানবী (সা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস "পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করতে হবে" অনুযায়ী আমল করতে হবে। মহানবী (সা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি বকরী দিয়ে

৫. সদ্য প্রসূত শিশু ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, তার কানে আযান দেয়া সুন্নাত। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) সদ্য প্রসূত শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতেন (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫খ, পৃ. ১০৭) (অনু.)।

হাসান ইবনে আলীর আকীকা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

(কোরবানীর উত্তম পশু ও উত্তম কাফন)।

١٤٥٩. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْاُضْحِيَةِ الْكَبْشُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ .

১৪৫৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোরবানীর জন্য উত্তম পশু হল মেষ এবং উত্তম কাফন হল হুল্লা (দা)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। উফাইর ইবনে মাদানকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

(প্রতি পরিবার প্রতি বছর কোরবানী করবে)।

١٤٦٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَةٌ وَعَتِيْرَةٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هِىَ الَّتِىْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ .

১৪৬০। মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে জনসমষ্টি! প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর কোরবানী ও আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জান, আতীরা কী? তোমরা যাকে রাজাবিয়া বল এটা তাই (দা, না, ই, আ)।[৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই ইবনে আওনের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

---

৬. হুল্লা ইয়ামন দেশীয় জোড়া–যাতে একটি তহবন্দ ও একটি চাদর থাকে (অনু.)।

৭. প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের মধ্যেও আতীরার প্রচলন ছিল। পরে তা রহিত করা হয়। ইমাম আবু দাউদের মতে এটি মানসূখ হাদীস (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
শিশুর চুলের সমপরিমাণ রূপা দান করা।

١٤٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنْتُهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا اَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ .

১৪৬১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সম-পরিমাণ রূপা দান-খয়রাত কর। তদনুযায়ী আমি তার চুল ওজন দিলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। রাবী আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
(ঈদের নামাযের পর কোরবানী)।

١٤٦٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

১৪৬২। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের (পর) ভাষণ দিলেন। অতঃপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'টি মেষ নিয়ে আসতে বলেন। অতঃপর তিনি এ দু'টোকে যবেহ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে কোরবানী)।

١٤٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَضْحٰى بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَاُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ ·

১৪৬৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদুল আযহার নামায পড়তে মাঠে হাযির হলাম। তিনি ভাষণশেষে তাঁর মিম্বার থেকে অবতরণ করলেন। অতঃপর একটি ভেড়া নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্বহস্তে যবেহ করেন এবং বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ মহান, এই কোরবানী আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কোরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। মহানবী (সা)-এর বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে যবেহ করার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলতে হবে। ইবনুল মুবারকের এই মত। মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি জাবির (রা)-র নিকট কিছু শোনার সুযোগ পাননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
(শিশুর জন্মের সপ্তম, চতুর্দশ বা একবিংশ দিনে আকীকা করা)।

١٤٦٤. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَاْسُهُ ·

১৪৬৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) থাকে।

জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ্ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা কামাতে হবে।

আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-সাঈদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-আল হাসান-সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-নবী (সা) সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা মুস্তাহাব, সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চৌদ্দতম দিনে এবং সেই তারিখেও সম্ভব না হলে একুশতম দিনে। তারা আরো বলেন, যে ধরনের বকরী দিয়ে কোরবানী করা জায়েয সেই ধরনের বকরী দিয়ে আকীকা করাও জায়েয।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর যে ব্যক্তি কোরবানী করার আশা রাখে তার চুল না কাটা।

١٤٦٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو اَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَلاَ مِنْ اَظْفَارِهٖ .

১৪৬৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে এবং কোরবানী দেয়ার নিয়াত করেছে সে যেন নিজের চুল ও নখ (কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত) না কাটে (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সহীহ বর্ণনামতে নামটি হবে আমর ইবনে মুসলিম (উমার ইবনে মুসলিম নয়)। মুহাম্মাদ ইবনে উমার, ইবনে আলকামা ও অন্যান্য রাবীগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু সালামা-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীস একাধিকভাবে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

একদল আলেমের এই অভিমত। (তারা কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত নখ-চুল না কাটার কথা বলেছেন)। সাঈদ ইবনুল মুসইয়্যাবও এ কথা বলেছেন। আহ্মাদ ও ইসহাকও এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। অপর একদল আলেম নখ-চুল

কাটার অনুমতি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, (কোরবানীর পূর্বে) নখ-চুল কাটায় দোষ নেই। (আবু হানীফা), শাফিঈও একথা বলেছেন। তিনি আইশা (রা) বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। "মহানবী (সা) মদীনা থেকে (মক্কায়) কোরবানীর পশু পাঠাতেন। কিন্তু মুহরিম ব্যক্তি যেসব কাজ থেকে বিরত থাকে তিনি তা থেকে বিরত থাকতেন না।

বিংশতিতম অধ্যায়

اَبْوَابُ النُّذُوْرِ وَالْاَيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(মানত ও শপথ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

গুনাহের কাজে মানত জায়েয নয়।

١٤٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

১৪৬৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গুনাহের কাজে মানত করা যাবে না। এর কাফফারা হল শপথ ভংগের কাফফারার অনুরূপ (দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, জাবির ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীস সহীহ নয়। কেননা ইমাম যুহ্‌রী এ হাদীস আবু সালামার কাছে শুনেননি। আমি ইমাম বুখারীকে এভাবে বলতে শুনেছিঃ মূসা ইবনে উকবা, আবু 'আতীক প্রমুখ যুহ্‌রী থেকে, তিনি সুলাইমান ইবনে আরকাম থেকে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আইশা (রা) থেকে এবং তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, এটাই সেই হাদীস।

١٤٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِىُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

১৪৬৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে মানত নাই এবং তার কাফফারা হল শপথ ভংগের কাফফারার অনুরূপ (দা, না, ই)।[১]

---

১. শপথ ভংগের কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে এক বেলা খাওয়ানো অথবা তাদেরকে পরিধানের কাপড় দান করা অথবা একজন ক্রীতদাস আযাদ করা। যে ব্যক্তি এর একটিও করতে সক্ষম নয় সে একাধারে তিন দিন রোযা রাখবে-(সূরা মাইদাঃ ৮৯) (অনু.)।

২. শপথের আরবী শব্দ 'হালাফ' বা 'ইয়ামীন, এর বহুবচন আয়মান। ইয়ামীনের বহু শব্দরূপ বিদ্যমান। যেমন য়ামান, য়ামিন, য়ায়মান, য়ামনান (ডান দিক থেকে আগমন, সম্মুখ দিক থেকে আগমন, সৌভাগ্যবান), আল-য়ামন (য়ামনদেশ), আল ইয়ামীন (শপথ, ডান হাত)। সংক্ষিপ্ত রূপ আয়ম, যেমন ওয়া আয়মুল্লাহ (আল্লাহর শপথ)।

কুরআন মজীদে প্রধানত চারটি অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ১. ডান হাত, ডান দিক, ডান পার্শ্ব- "হে মূসা! তোমার ডান হাতে (ইয়ামীনিকা) ওটা কি?" (২০ ঃ ১৭; একই অর্থের জন্য আরও দ্র. ১৬, ৪৮; ১৭; ৭১; ১৮; ১৭; ১৮; ২০; ৬৯; ২৯ ঃ ৪৮; ৩৪; ১৫; ৫০ ঃ ১৭; ৫৬ ঃ ২৭, ৩৮, ৯০, ৯১, ৬৯ ঃ ৪৫; ৭০ ঃ ৩৭; ৭৪ ঃ ৩৯, আরও বহু স্থানে)।

২. শপথঃ "আল্লাহ তোমাদের শপথ (আয়মানিকুম) থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন" (৬৬ ঃ ২)। "তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম এবং মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন থেকে বিরত থাকার শপথ করতে আল্লাহর নামকে অজুহাত (প্রতিবন্ধক) বানিও না" ২৪ ঃ ৫৩; ৫৮ ঃ ১৬; ৬৩ ঃ ২; ৬৬ ঃ ২)।

৩. মালিকানাঃ "ওয়ামা মালাকাত ইয়ামীনুকা" "যা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে" (৩৩ ঃ ৫০; আরও দ্র. ২৪ ঃ ৩১; ৩৩ ঃ ৫২, ৫৫, আরও বহু স্থানে)।

৪. শক্তিঃ কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য (পরোক্ষ অর্থে) "কালূ ইন্নাকুম কুনতুম তাতূনা আনিল ইয়ামীন" "তারা বলবে, তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে" (৩৭ঃ ২৮; আরও দ্র. ৩৭ ঃ ৯৩)। এটা ইসলামী আইনের একটি পরিভাষা। য়ামীন-এর প্রতিশব্দ হালাফ (হলফ) কাসাম (কসম) ইত্যাদি, এর বাংলা প্রতিশব্দ শপথ। অবশ্য বাংলাদেশে 'হলফ' শব্দটির ব্যবহার আইনের পরিভাষা হিসাবে সর্বাধিক। শরীআতে শপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শপথ পূর্ণ করতে বলা হয়েছে এবং তা ভংগ না করতে ও তাকে প্রতারণার উপায় বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভংগ কর না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন । তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রতারিত করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অপর দল অপেক্ষা অধিক লাভবান হতে পারে। আল্লাহ তো এর দ্বারা কেবল তোমাদের পরীক্ষা করেন" (১৬ ঃ ৯১-২)। পরস্পর প্রতারণা করবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার কর না; করলে স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি" (১৬ ঃ ৯৪)।

মানুষের দৈনন্দিন পারস্পরিক বিষয়ে দৃঢ়তা ব্যক্ত করার জন্য এবং সাক্ষ্য আইনে শপথের ব্যবহার লক্ষণীয়। শপথ কেবল আল্লাহর নামেই করা যাবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা মারাত্মক গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন প্রয়োজন মনে করতেন তখন আল্লাহর নামেই শপথ করতেন। রিফাআ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন শপথ করতেন তখন বলতেন,

"সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ" [ইব্‌নে মাজা, আবওয়াবুল-কাফফারাত, বাব য়ামীন রাসূলিল্লাহ (সা)]। "লা ওয়া মুসাররিফাল (মুকাল্লিবাল), কুলূব" (না! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর শপথ [পূর্বোক্ত বরাত, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুন নুযূর, বাব জামি আল-আয়মান]।

ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) তাঁর বাহনে চড়ে যাওয়ার কালে তাঁর পিতার নামে শপথ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এই অবস্থায় তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বলেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব কেউ শপথ করতে চাইলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় নীরব থাকে" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃ. স্থা; ইবনে মাজা, আবওয়াবুল-কাফফারাত, বাবুন-নাহয়ি আন য়াহলিফা বিগায়রিল্লাহ; তিরমিযী, নুযূর, বাব কারাহিয়্যাতিল-হাল্‌ফ বিগায়রিল্লাহ)। ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, "না, কাবার শপথ।" তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল সে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করল (কাফারা) বা শির্‌ক করল (আশরাকা) (তিরমিযী, পৃ. স্থা.)।

খারাপ কাজ করার শপথ করা যেমন নিষিদ্ধ তদ্রূপ ভাল কাজ না করার শপথ করাও নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "যে শপথের উদ্দেশ্য হয়—সৎকার্য, সংযম ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা-সেই ধরনের শপথবাক্য উচ্চারণের জন্য তোমরা আল্লাহর নাম ব্যবহার কর না" (২ ঃ ২২৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "কোন ব্যক্তি কোন কাজ সম্পর্কে শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ লক্ষ্য করলে সে যেন তার শপথ ভংগ করে তার কাফফারা আদায় করে এবং কল্যাণকর কাজটি করে" (মুওয়াত্তা, পৃ. স্থা; ইবনে মাজা, আবওয়াবুল-কাফফারাত, বাব মান হালাফা আলা য়ামীন ফারাআ গাইরাহা খাইরান মিনহা; তিরমিযী, পৃ.স্থা.)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন একটি কাজ না করার শপথ করল, কিন্তু পরে লক্ষ্য করল যে, কাজটি করাই ভালো, তখন সে তার শপথ ভংগ করে তার কাফফারা প্রদান করবে এবং কাজটি করবে। একদা আবূ বাকর (রা)-র বাড়িতে মেহমান আসলে তিনি তাঁর পুত্রকে মেহমানদের রাতের আহার করাবার নির্দেশ দেন। এদিকে তিনি অনেক রাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অতিবাহিত করেন এবং এখানে রাতের আহার করেন। অতঃপর বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখেন যে, মেহমানগণ আহার করেননি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তারা তার সংগে একত্রে আহার করার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তার আহার সেরে নেবার কথা বললে তারা শপথ করে বলেন যে, তাকে ছাড়া তারা আহার গ্রহণ করবেন না। তিনিও শপথ করে বলেন যে, তিনি রাতে পুনর্বার আহার করবেন না। তিনি দেখলেন যে, তিনি না খেলে মেহমানগণ আহার না করে সারারাত ক্ষুধার্ত থাকবেন। অতঃপর তিনি তার শপথ ভংগ করে মেহমানদের সাথে আহার করেন এবং শপথ ভংগের কাফফারা পরিশোধ করেন।

নিরর্থক শপথ ঃ অনিচ্ছায় বা অভ্যাসবশত কোন শপথবাক্য মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে বা কথা প্রসংগে এমনি শপথবাক্য উচ্চারিত হলে তাকে অর্থহীন শপথ বলে এবং তার জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও নাই, কোন কাফফারাও নাই। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন" (৫ ঃ ৮৯; আরও দ্র. ২ ঃ ২২৫)।

আইশা (রা) বলেন, ব্যক্তির নিরর্থক শপথ এই যে, না আল্লাহর শপথ, হাঁ আল্লাহর শপথ (মুওয়াত্তা, পৃ. স্থা.)। অনুরূপভাবে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দযোগে শপথ করলেও তার কোন কার্যকারিতা নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যেই ব্যক্তি শপথ করল এবং তার সাথে ইন্‌শাআল্লাহ

যোগ করল সে তার শপথ পূর্ণ করতে পারে এবং না করলে তার জন্য কোন কাফফারা নাই (ইবনে মাজা, আবওয়াবুল কাফফারাত, বাবুল ইসতিছনা ফিল-য়ামীন; আরও দ্র. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, বাংলা অনু. পৃ. ৪৭৯)।

দেব-দেবীর নামে শপথ ঃ দেব-দেবীর নামে শপথ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেউ দেব দেবীর নামে শপথ করলে তাকে তওবা করে সংশোধন হতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সাদ (রা) বলেন, আমি লাত ও উযযা প্রতিমার নামে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি বলঃআল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই,তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, অতঃপর বাঁ দিকে তিনবার নিঃশ্বাস ফেলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আর কখনও অনুরূপ কর না (ইবনে মাজা, আবওয়াবুল কাফফারাত, বাবুন-নাহয়ি আন য়াহলিফা বিগাইরিল্লাহ্)। ভিন্ন জাতির নামেও শপথ করা নিষিদ্ধ। এইভাবেও শপথ করা নিষেধঃ আমি যদি এটা করে থাকি তবে আমি য়াহূদী বা খৃষ্টান হয়ে যাব (দ্র. পূর্বোক্ত বরাত)।

শপথ করার পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শপথ করার পদ্ধতি ভিন্নতর হলেও শপথবাক্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন, 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি' বা 'আল্লাহর কসম' বা 'সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ' ইত্যাদি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ-এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, শপথবাক্যে অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আল্লাহর নাম বিদ্যমান থাকতে হবে। যে শপথবাক্যে আল্লাহর নাম নাই তা শপথ হিসাবে গণ্য নয়। তাকে একটি দৃঢ়তা জ্ঞাপক বাক্য বলা যেতে পারে মাত্র। কুরআন মজীদ হাতে নিয়ে বা স্পর্শ করে শপথ করা নিষেধ। কোন পবিত্র স্থানে (যেমন মসজিদের মিহ্‌রাবে) দাঁড়িয়ে শপথ করার শর্ত করাও নিষেধ।

শপথ ভংগের ক্ষতিপূরণ ঃ কোন কারণবশত বা কারণ ছাড়াই শপথ ভঙ্গ করা হলে তার জন্য কাফফারার (ক্ষতিপূরণ) ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন বিশেষ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) ভবিষ্যতে মধু সেবন না করার শপথ করলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি চাচ্ছ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৬৬ ঃ ২)। কোন হালাল বস্তু বর্জনের শপথ করা শরীআতে নিষিদ্ধ না হলেও তা বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তার পরিবর্তে হারাম বস্তু গ্রহণের শপথ করাও নিষিদ্ধ। বাঞ্ছনীয় নয় বলে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উপরোক্ত আয়াতে তাঁর শপথ ভংগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে শপথভংগের প্রতিকার সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে। "অতঃপর তার কাফফারা দশজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মধ্যম মানের আহার্য দান যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাসকে দাসত্বমুক্ত করা এবং যার সামর্থ্য নাই তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর" (৫ ঃ ৮৯)।

কাফফারা স্বরূপ দরিদ্রকে আহার করানোও যেতে পারে, অথবা আহার সামগ্রী তাদের মালিকানায় সোপর্দ করে দেয়াও যেতে পারে। দশজন দরিদ্রকে দুই বেলা খাওয়াতে হবে, শপথ ভংগকারী তার পরিবার-পরিজনকে যেই মানে আহার করিয়ে থাকে সেই মানে অথবা প্রত্যেক দরিদ্রকে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম বা তার মূল্যও প্রদান করা যেতে পারে। অথবা দশজন দরিদ্রের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে শরীরের আবরণীয় অংগ ঢাকতে যতখানি কাপড়ের প্রয়োজন হয় ততখানি পরিধেয় বস্ত্র দান করতে হবে (যেমন একটি লুঙ্গি অথবা একটি পাজামা অথবা একটি লম্বা জামা)। খাদ্যদান, বস্ত্রদান অথবা দাসমুক্তির সামর্থ্য না থাকলেই কেবল সেই অবস্থায় শপথ

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরবী। পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় এটা অধিকতর সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণমূলক কাজে কোন মানত মানা যাবে না। যদি কেউ এ ধরনের মানত করে তবে তার কাফফারা শপথ ভংগের

ভংগকারীকে একাধারে তিন দিন রোযা রাখতে হবে (মাআরিফুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত বাংলা সৌদি সংস্করণ, পৃ. ৩৫১,৩৫২,৩৫৩; মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, অধ্যায় শপথ ও মানত, পৃ. ৪৭০)।

ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র)-এর মতে কাফফারা অগ্রিম প্রদান করলে তা বৈধ হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে শপথ ভংগের পরই কেবল তা প্রদেয় হবে, অগ্রিম প্রদান করা হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য হবে না (মুওয়াত্তা)।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায়ও শপথের গুরুত্ব অপরিসীম। বাদী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হলে আদালত বিবাদীর শপথের উপর ভিত্তি করে মোকদ্দমার রায় প্রদান করে থাকে। এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন, "সাক্ষী উপস্থিত করা বাদীর দায়িত্ব এবং শপথ করা বিবাদীর দায়িত্ব" (তিরমিযী, আওয়াবুল আহকাম, বাব মা জাআ আন্নাল-বায়্যিনা আলাল মুদ্দাঈ ওয়াল-য়ামীন আলা মান আনকারা)। ওয়াইল ইবনে হুদর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দুই ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়, একজন হাদরামাওতের এবং অপরজন কিনদা গোত্রের। হাদরামী বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি আমার একখণ্ড জমি জবরদখল করে রেখেছে। কিনদী বলল, তা আমার জমি এবং আমার দখলে আছে, তাতে তার কোন অধিকার নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) হাদরামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে বিবাদীর শপথের ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো পাপাচারী। সে যা ইচ্ছা শপথ করতে পারে, এতে তার কোন ভয় নাই। মহানবী (সা) বলেন, তথাপি তোমার জন্য তাকে শপথ করানো হবে। কিনদী শপথ করতে সামনে অগ্রসর হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে যদি অন্যায়ভাবে এই সম্পত্তি দখলের জন্য (মিথ্যা) শপথ করে তবে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, আল্লাহ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন (পূর্বোক্ত বরাত)।

হযরত আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একজন সাক্ষী থাকা অবস্থায় (বাদীকে) শপথ করিয়ে মোকদ্দমার রায় প্রদান করেছেন (পূ. গ্র. আহ্কাম, বাব মা জাআ ফিল-য়ামীন মাআশ শাহিদ)।

কোন জনবসতিতে কোন ব্যক্তিকে নিহত পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারীকে সনাক্ত করা সম্ভব না হলে উক্ত এলাকার বাছাই করা পঞ্চাশ ব্যক্তিকে এই মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করতে হয় যে, তারা উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেনি এবং তার হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা অনবহিত। এই প্রকৃতির শপথকে 'কাসামা' বলে (দ্র. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, ই.ফা.বা. ১ম সং, ১৪০৮/ ১৯৮৮, অধ্যায় ঃ রক্তপণ, অনুচ্ছেদঃ কাসামাহ)।

কোন বিষয়ের দাবি সম্পর্কিত মোকদ্দমায় পক্ষদ্বয়ের কারও নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে সেই ক্ষেত্রেও অবস্থাভেদে বাদী বা বিবাদীর শপথের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা হয়ে থাকে (বিস্তারিত দ্র. ফিকহ্ গ্রন্থের কিতাবুদ-দাওয়া)। স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে এবং সাক্ষী উপস্থিত করতে অপারগ হয় এবং স্ত্রীও স্বামীর অভিযোগ অস্বীকার করে, সেই ক্ষেত্রেও উভয়কে শপথ করিয়ে বিবাদের মীমাংসা করা হয়। [দ্র. সূরা নূর, আয়াত নং ৬-৯, আরও দ্র. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ), ই.ফা.বা. ১ম সং ঢাকা ১৪১৫/১৯৯৫, পৃ. ৩৪৫-৫০]।

কাফফারার সমান। আহমাদ ও ইসহাক এই কথা বলেছেন। যুহ্‌রী (র) আবু সালামার সূত্রে আইশা (রা)-র যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে তারা উভয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অপর একদল সাহাবী এবং অপরাপর আলেম বলেছেন, গুনাহের কাজে মানতও করা যাবে না এবং কোন কাফফারাও নেই। ইমাম মালেক ও শাফিঈর এই মত।

١٤٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ ·

১৪৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করলে যেন সে তা পূরণ করে। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ করার মানত করলে সে যেন তা পূরণ না করে (বু, দা, না, ই, আ)।

হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার- তালহা ইবনে আবদুল মালেক-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ-আইশা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস হাসান ও সহীহ। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীরও এ হাদীসটি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেমের এই মত। ইমাম মালেক ও শাফিঈরও এই মত। তারা বলেন, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা চলবে না, নাফরমানী করার জন্য নযর মানলেও তা পূরণ করা জায়েয নয় এবং তার জন্য কাফফারাও দিতে হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

আদম সন্তানের যে জিনিসে মালিকানা নেই তার মানত করা যায় না।

١٤٦٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ·

১৪৬৯। সাবিত ইবনে দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দার যে জিনিসে মালিকানা নেই তার মানত হয় না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

অনির্দিষ্ট মানতের কাফফারা।

١٤٧٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ اِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ٠

১৪৭০। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাম উল্লেখ না করে মানত করা হলে তার কাফফারা শপথ ভংগের কাফফারার অনুরূপ (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শপথের বিপরীত করা কল্যাণকর প্রতিভাত হলে।

١٤٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُوْنُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لاَ تَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اَتَتْكَ عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ٠

১৪৭১। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান! শাসকের পদ চেয়ে নিও না। কেননা চাওয়ার ফলে এ পদ তোমার অধিকারে আসলে তোমাকে এর যিম্মায় (সহায়হীনভাবে) ছেড়ে দেয়া হবে। না চাইতেই এ পদ তোমার অধিকারে আসলে তুমি (দায়িত্বভার বহনে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তুমি কোন কাজ করার শপথ করার পরে তার বিপরীত করার মধ্যে কল্যাণ

দেখতে পেলে কল্যাণকর কাজটিই করবে এবং শপথ ভংগের কাফফারা আদায় করবে (বু, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আদী ইবনে হাতেম, আবুদ দারদা, আনাস, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, উম্মু সালামা ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শপথ ভংগের পূর্বে কাফফারা আদায় করা।

١٤٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ .

১৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যাপারে শপথ করার পর তার বিপরীত করার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেলে সে তার শপথ ভংগের কাফফারা দিবে এবং কল্যাণকর কাজটি করবে (আ, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, শপথ ভংগের পূর্বে কাফফারা আদায় করা যায়। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। অপর কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, শপথ ভংগের পরই কাফফারা আদায় বাধ্যকর হয়। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, শপথ ভংগের পর কাফফারা আদায় করা আমি উত্তম মনে করি। তবে কেউ যদি শপথ ভংগের পূর্বেই অগ্রিম কাফফারা আদায় করে তবে তাও যথেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শপথে ইনশাআল্লাহ্ বলা।

١٤٧٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ .

১৪৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কিছু করার শপথে ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বললে তার প্রতি শপথ ভংগের দায় বর্তাবে না (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আরো কতিপয় রাবী নাফের সূত্রে ইবনে উমারের এ হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে সালেমও ইবনে উমার থেকে এটি মওকূফ হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। আইউব সাখতিয়ানী ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম বলেন, আইউব কখনো এটাকে মরফূরূপে বর্ণনা করতেন, আবার কখনো মরফূরূপে বর্ণনা করতেন না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, ইনশাআল্লাহ শব্দটি শপথের সাথে যুক্ত হলে অর্থাৎ শপথ করার সাথে সাথে বললে শপথের বিপরীত কিছু সংঘটিত হলে তাতে শপথ ভংগ হবে না এবং কাফফারাও দিতে হবে না। সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত (আবু হানীফারও এই মত)।

١٤٧٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ .

১৪৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করার সাথে ইনশা-আল্লাহ বললে তার প্রতি শপথ ভংগের দায় বর্তাবে না।

আমি (আবু ঈসা) ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ হাদীসটি ভুল বর্ণনা করা হয়েছে। আবদুর রাযযাক অন্য একটি হাদীস থেকে এটাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সেই হাদীসটি এই ঃ

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَاَةٍ غُلَامًا فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ امْرَاَةٌ مِّنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ نِصْفَ

غُلاَمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আমি আজ রাতে সত্তরজন স্ত্রীর শয্যাসংগী হব। প্রত্যেক স্ত্রীই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তিনি সকল স্ত্রীর শয্যাসংগী হলেন। কিন্তু তাদের কেউই সন্তান প্রসব করল না। কেবল এক স্ত্রী একটি অর্ধাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন তবে তিনি যেরূপ বলেছিলেন তদ্রূপই হত।

উল্লেখিত সনদ সূত্রে আবদুর রাযযাক দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলাইমান (আ)-এর স্ত্রীর সংখ্যাও সত্তরজন উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বললেন, আমি আজ রাতে একশতজন স্ত্রীর শয্যাসংগী হব"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ।

١٤٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاَبِيْ وَاَبِيْ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا .

১৪৭৫। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে 'আমার পিতার শপথ, আমার পিতার' শপথ বলতে শুনলেন। তিনি বলেনঃ সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করেন। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এরপর থেকে আমি আর কখনো এভাবে শপথ করিনি বা অন্যের বরাতেও তা উল্লেখ করিনি (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাবিত ইবনে দাহহাক, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, কুতাইলা ও আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উবাইদ বলেন, 'ওলা আছিরান'-এর অর্থ অন্যের বরাতেও আমি তা উল্লেখ করিনি।

١٤٧٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِىْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَسْكُتْ .

১৪৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে একটি কাফেলার সাথে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তিনি তখন তার পিতার নামে শপথ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। শপথকারী হয় আল্লাহ্র নামে শপথ করবে অথবা চুপ থাকবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর নামে শপথ করা কবীরা গুনাহ।

١٤٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ .

১৪৭৭। সাদ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, না, কাবার শপথ! ইবনে উমার (রা) বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করল সে কুফরী করল অথবা শিরক করল (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'সে কুফরী করল অথবা শিরক করল' কথাটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকি এবং শাসনের সুরে বলেছেন। তারা নিম্নলিখিত হাদীস নিজেদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে নিজ পিতার নামে শপথ করতে শুনে বলেন ঃ সাবধান! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিজেদের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ قَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللاَّتِ وَالعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

"যে ব্যক্তি নিজের শপথের মধ্যে বলে, লাতের শপথ! উযযার শপথ! সে যেন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!" এ হাদীসের তাৎপর্য এরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ .

"লোক দেখানোর মনোবৃত্তি শিরকের সমতুল্য।" যেমন কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম সূরা কাহ্ফের সর্বশেষ আয়াত—

مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا .

(যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক না করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যেন ইবাদত না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
কেউ হেঁটে যাওয়ার শপথ করল অথচ সে হাঁটতে সক্ষম নয়।

١٤٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَذَرَتْ امْرَاَةٌ اَنْ تَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ .

১৪৭৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক পায়ে হেঁটে বাইতুল্লাহ শরীফে আসার মানত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তার হেঁটে যাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। তোমরা তাকে সাওয়ার হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দাও (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤٧٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ

كَبِيْرٍ يَتَهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَذَرَ اَنْ يَّمْشِىَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ قَالَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ ٠

১৪৭৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খুনখুনে বৃদ্ধকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তার কি হয়েছে? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে (বাইতুল্লাহ শরীফে) হেঁটে যাওয়ার মানত করেছে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির নিজেকে কষ্টে নিক্ষেপ করা থেকে মুক্ত। রাবী বলেন, তিনি তাকে সাওয়ারীতে চড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন (বু, মু, দা, না, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর এক সূত্রেও এ হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, কোন স্ত্রীলোক পদব্রজে হজ্জ করার মানত করলেও সে সাওয়ারীতে চড়ে যাবে এবং একটি বকরী কোরবানী করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মানত করা অপছন্দনীয়।

١٤٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَنْذِرُوْا فَاِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ ٠

১৪৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মানত কর না। কেননা মানত তাকদীরের কোন পরিবর্তন করতে পারে না। এর দ্বারা কৃপণের কিছু আর্থিক খরচ হয় মাত্র (বু, মু, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ আলেম সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা মানত করা মাকরূহ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'মানত করা মাকরূহ' কথার তাৎপর্য এই যে, আনুগত্য এবং নাফরমানী উভয় ক্ষেত্রেই মানত করা মাকরূহ। কোন ব্যক্তি আনুগত্যমূলক কাজে নযর মানার পর তা পূর্ণ করলে সে সাওয়াবের অধিকারী হলেও এ ধরনের মানত মাকরূহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
মানত পূরা করা।

١٤٨١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ نَذَرْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ .

১৪৮১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহিলী যুগে আমি মসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে বলেছেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে এবং তার উপর আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজের মানত রয়ে গেলে সে এ মানত পূর্ণ করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ বলেছেন, তাকে রোযাসহ ইতিকাফ করতে হবে। তাদের মতে রোযা ছাড়া ইতিকাফ হয় না। অপর কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, ইতিকাফকারীর জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে সে ইতিকাফের সাথে রোযার মানতও করে থাকলে তাকে রোযাও রাখতে হবে। তাদের দলীল ঃ "উমার (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে কাবা শরীফে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন" (অথচ রাতে রোযা নেই সুতরাং রোযা ছাড়াও ইতিকাফ হতে পারে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ কিরূপ ছিল?

١٤٨٢. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَثِيْرًا مَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهٰذِهِ الْيَمِيْنِ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ .

১৪৮২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এভাবে শপথ করতেনঃ "লা ওয়া মুকাল্লিবিল কুলূবি" (না! অন্তরসমূহের পরিবর্তকারীর শপথ!) (বু, দা, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

কেউ দাসমুক্ত করলে তার সাওয়াব।

١٤٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ .

১৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি মুমিন গোলাম আযাদ করলে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের বিনিময়ে তার (আযাদকারীর) প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে আযাদকারীর লজ্জাস্থানকে মুক্তি দেয়া হয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আমর ইবনে আবাসা, ইবনে আব্বাস, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা, আবু উমামা, কাব ইবনে মুররা ও উকবা ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনুল হাদের নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসামা ইবনুল হাদ। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং সিকাহ রাবী। মালেক ইবনে আনাস ও আরো একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেম তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

কোন ব্যক্তি নিজের খাদেমকে থাপ্পড় দিলে।

١٤٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا سَبْعَةَ اِخْوَةٍ مَالَنَا خَادِمٌ اِلاَّ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا اَحَدُنَا فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُعْتِقَهَا .

১৪৮৪। সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছিলাম সাত ভাই। আমাদের সকলের জন্য একটি মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের এক ভাই তাকে চপেটাঘাত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে দেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী উল্লেখিত হাদীসটি হুসাইন ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ এতে "লাতামাহা আলা ওয়াজহিহা" (সে তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করে) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

দীন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের শপথ করা নিষেধ।

١٤٨٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِالْاِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

১৪৮৫। সাবিত ইবনে দাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দীনইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করল, সে যেরূপ বলেছে সে তদ্রূপ (বু, মু, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের শপথ করে তার সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন সে বলল, সে এরূপ করলে বা এটা করলে ইহূদী অথবা নাসারা হয়ে যাবে। শপথ করার পর সে অনুরূপ কাজ করল। একদল আলেম এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, সে একটা মারাত্মক কথা বলেছে। তবে তার উপর কোন কাফফারা ধার্য হবে না। মদীনার আলেমদের এই মত। মালেক ইবনে আনাসও এই মতের প্রবক্তা। আবু উবাইদেরও এই মত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী, তাবিঈ ও তাবা তাবিঈর মতে, তাকে কাফফারা দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

পদব্রজে যাওয়ার শপথ ভংগ করার কাফফারা।

١٤٨٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زُحْرٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

مَالِكٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُخْتِيْ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ .

১৪৮৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার বোন খালি পায়ে, উদলা মাথায় ওড়নাবিহীন অবস্থায় পদব্রজে বাইতুল্লাহ শরীফ যাওয়ার মানত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার বোনের এরূপ কষ্ট স্বীকারে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না। সে যেন সওয়ার হয়ে ওড়না পরিধান করে যায় এবং তিন দিন রোযা রাখে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন (তিন দিন রোযা রাখতে হবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

জুয়া খেলার প্রস্তাব করলেও জরিমানাস্বরূপ দান-খয়রাত করতে হবে।

١٤٨٧. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

১৪৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি হলফ করে এবং বলে লাতের শপথ, উযযার শপথ, তবে সে যেন সাথে সাথে উচ্চারণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই)। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব দেয়, এসো আমরা জুয়া খেলি, সে যেন দান-খয়রাত করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল মুগীরার নাম আবদুল কুদ্দূস ইবনুল হাজ্জাজ। তিনি হিম্‌সের অধিবাসী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
মৃতের পক্ষ থেকে মানত আদায় করা।

١٤٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِ عَنْهَا ·

১৪৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা) তার মায়ের একটি মানত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন, যা আদায় করার পূর্বে তিনি মারা যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তার পক্ষ থেকে তুমি এটা পূর্ণ কর (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
দাস মুক্তকারীর মর্যাদা।

١٤٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هُوَ اَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اَعْتَقَ امْرَاً مُّسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِىْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ وَاَيُّمَا امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اَعْتَقَ امْرَاَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِىْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ مُّسْلِمَةٍ اَعْتَقَتْ امْرَاَةً مُّسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ يُجْزِىْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا ·

১৪৮৯। আবু উমামা (রা)-সহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমান ব্যক্তিকে আযাদ করলে সে তার জন্য দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হবে। তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ

আযাদকারীর প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের জন্য যথেষ্ট হবে। কোন মুসলমান ব্যক্তি দু'জন মুসলমান স্ত্রীলোককে আযাদ করলে তারা উভয়ে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হবে। এদের উভয়ের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। কোন মুসলমান স্ত্রীলোক কোন মুসলমান স্ত্রীলোককে আযাদ করলে সে আযাদকারিণীর জন্য দোযখ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হবে। এর প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পুরুষ লোকের ক্ষেত্রে দাসীর তুলনায় দাস আযাদ করা শ্রেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন ব্যক্তি মুসলিম দাস আযাদ করলে সে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তির উপায় হবে। এর এক একটি অঙ্গ তার এক একটি অংগের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে"। হাদীসটি সব সনদসূত্রেই সহীহ।

একবিংশ অধ্যায়

اَبوابُ السِّيَرِ عَن رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(যুদ্ধাভিযান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে (শত্রুদেরকে) ইসলামের দাওয়াত দেয়া।

١٤٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ اَنَّ جَيْشًا مِّنْ جُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ اَمِيْرَهُم سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ حَاصَرُوْا قَصْرًا مِّنْ قُصُوْرِ فَارِسَ فَقَالُوْا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اَلاَ نَنْهَدُ اِلَيْهِمْ قَالَ دَعُوْنِىْ اَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْهُم فَاَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَارِسِىٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيْعُوْنَنِىْ فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِىْ لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْنَا وَاِنْ اَبَيْتُم اِلاَّ دِيْنَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْطُوْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ اَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ قَالَ وَرَطَنَ اِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَاَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُوْدِيْنَ وَ اِنْ اَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ قَالُوْا مَا نَحْنُ بِالَّذِىْ يُعْطِى الْجِزْيَةَ وَ لٰكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ فَقَالُوْا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اَلاَ نَنْهَدُ اِلَيْهِم قَالَ لاَ فَدَعَاهُم ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلٰى مِثْلِ هٰذَا ثُمَّ قَالَ انْهَدُوْا اِلَيْهِمْ قَالَ فَنَهَدْنَا اِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذٰلِكَ الْقَصْرَ .

১৪৯০। আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। মুসলমানদের কোন এক সেনাবাহিনী পারস্যের একটি দুর্গ অবরোধ করে। সালমান ফারসী (রা) এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। সেনাবাহিনীর মুজাহিদগণ বলেন, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা! আমরা কি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না? তিনি বলেন, আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের (ইসলাম গ্রহণের) দাওয়াত দিতে শুনেছি, তোমরা আমাকেও তদ্রূপ দাওয়াত দিতে দাও। সালমান (রা) তাদের কাছে এসে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন পারস্যবাসী। তোমরা দেখতে পাচ্ছ,

আরবরা আমার আনুগত্য করছে। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে তোমরাও আমাদের অনুরূপ অধিকার ভোগ করবে এবং আমাদের উপর যে দায় বর্তায় তোমাদের উপরও তদ্রূপ দায় বর্তাবে। তোমরা যদি এ দাওয়াত কবুল করতে অসম্মত হও এবং তোমাদের ধর্মের উপর অবিচল থাকতে চাও, তবে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মের উপর ছেড়ে দিব। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমরা আমাদের অনুগত্য স্বীকার করে আমাদেরকে জিয্য়া দিবে। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকে এ কথাগুলো ফারসী ভাষায় বলেন। (তিনি আরো বলেন) এই অবস্থায় তোমরা প্রশংসিত হবে না। তোমরা যদি এটাও (জিয্য়া প্রদান) অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়বো। তারা বলল, আমরা জিয্য়া প্রদানে সম্মত নই, বরং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলিম সেনানীগণ বলেন, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা! আমরা কি তাদেরকে আক্রমণ করব না? তিনি বলেন, না। রাবী বলেন, তিনি এভাবে তাদেরকে তিন দিন যাবত আহবান করতে থাকেন। অতঃপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, প্রস্তুত হও এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। রাবী বলেন, আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে সেই দুর্গ দখল করলাম (আ)।

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, নোমান ইবনে মুকাররিন, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সালমান (রা)-র হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল আতা ইবনুস সাইবের সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, আবুল বাখতারী সালমান (রা)-র সাক্ষাত পাননি। কেননা তিনি আলী (রা)-র সাক্ষাত পাননি। আর সালমান (রা) আলী (রা)-র পূর্বে ইন্তিকাল করেন।

মহানবী (সা)-এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীমেরও এই মত। তিনি বলেন, যদি আক্রমণ করার পূর্বে শত্রুবাহিনীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তবে তা উত্তম এবং তা তাদের মনে প্রভাব ও ভীতির সঞ্চার করবে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, আজকাল আর এরূপ দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নাই। ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, আজকাল এরূপ আহ্‌বান করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। ইমাম শাফিঈ বলেন, শত্রুকে ইসলামের দাওয়াত না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করবে না। কিন্তু তাদেরকে তাড়াতাড়ি দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বলতে হবে। অবশ্য দাওয়াত না দিলেও কোন দোষ নেই। কেননা তাদের কাছে ইতিপূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
আযান শুনলে বা মসজিদ দেখলে আক্রমণ না করা।

١٤٩١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ وَ يُكْنٰى بِاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ هُوَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ جَيْشًا اَوْ سَرِيَّةً يَقُوْلُ لَهُمْ اِذَا رَاَيْتُمْ مَسْجِدًا وَسَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوْا اَحَدًا .

১৪৯১। ইবনে ইসাম আল-মুযানী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইসাম) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণকালে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে বলতেনঃ তোমরা কোন মসজিদ দেখলে অথবা মুয়াযযিনের আযান শুনলে তথাকার কাউকে হত্যা কর না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি ইবনে উয়াইনার রিওয়ায়াত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
রাতে অথবা অতর্কিতে আক্রমণ।

١٤٩٢. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ اَتَاهَا لَيْلاً وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

১৪৯২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার অভিযানে রওনা হয়ে রাতের বেলা সেখানে গিয়ে পৌছেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় রাতের বেলা পৌছলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন

না। ভোর হলে ইহূদীরা চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কোদাল ও ঝুড়িসহ (কৃষিকাজে) বের হল। এরা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলল, মুহাম্মাদ এসে গেছেন। আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ তাঁর সমস্ত বাহিনীসহ এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহু আকবার! খাইবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন কোন জাতির আংগিনায় অবতরণ করি তখন সতর্ককৃত লোকদের ভোর বেলাটা খুবই শোচনীয় হয়ে থাকে (বু, মু)।

এ হাদীস হাসান ও সহীহ। "ওয়াফাকা মুহাম্মাদ আল-খামীস"-এর অর্থ মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ সেনাবাহিনী।

١٤٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِعَرَصَتِهِمْ ثَلاَثًا .

১৪৯৩। আনাস (রা) থেকে আবু তালহা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তাদের এলাকায় তিন দিন অবস্থান করতেন (বু, মা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম রাতের বেলা শত্রু এলাকায় গিয়ে অতর্কিত আক্রমণের অনুমতি দিয়েছেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে রাতে অভিযান পরিচালনায় কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
অগ্নিসংযোগ ও (বাড়িঘর) ধ্বংস সাধন।

١٤٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ "مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ" .

১৪৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানূ নাদীর-এর বুওয়ায়রাস্থ খেজুর বাগানে অগ্নিসংযোগ করেন এবং গাছগুলো কেটে ফেলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ

"তোমরা খেজুরের যে গাছ কেটেছ বা যেগুলোকে এদের কাণ্ডের উপর স্বঅবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা সবই আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে, যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন" (সূরা হাশর ঃ ৫) (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে যুদ্ধাবস্থায় গাছপালা কর্তন এবং দুর্গসমূহের ধ্বংস সাধনে কোন দোষ নেই। কতিপয় আলেম তা মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আওযাঈর এই মত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) ফলবান বৃক্ষ কাটতে এবং জনপদ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর পরবর্তী কালের মুসলমানরাও এই নীতির অনুসরণ করেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, শত্রু বাহিনীর কৃষিক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করা এবং ফলবান বা যে কোন ধরনের গাছ কেটে ফেলায় কোন দোষ নেই। ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, প্রয়োজনবোধে তা করা যাবে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অগ্নিসংযোগ করা যাবে না। ইমাম ইসহাক বলেন, শত্রুর প্রতি প্রবল আক্রমণের উদ্দেশ্যে এরূপ করাই সুন্নাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) সম্পর্কে।

١٤٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَنِىْ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ اَو قَالَ اُمَّتِىْ عَلَى الْاُمَمِ وَاَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ .

১৪৯৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে সব নবীদের উপর মর্যাদা দান করেছেন; অথবা তিনি বলেছেন ঃ আমার উম্মাতকে সকল উম্মাতের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল করেছেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু যার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু মূসা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত

আছে। সাইয়্যার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন বনূ মুআবিয়ার মুক্তদাস। সুলাইমান আত-তাইমী, আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইর এবং আরো কতিপয় রাবী তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِداً وَّطَهُوْراً وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ ․

১৪৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছয়টি বিষয়ে সমস্ত নবীর উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে ব্যাপকার্থক ভাবকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের যোগ্যতা দান করা হয়েছে, আমাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) হালাল করা হয়েছে, সমগ্র জমীন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে,[১] আমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা নবীদের আগমনধারা সমাপ্ত করা হয়েছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
গানীমাতে ঘোড়ার প্রাপ্য অংশ।

١٤٩٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِى النَّفْلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ ․

---

১. অর্থাৎ মুসলমানগণ পৃথিবীর যে কোন স্থানে নামায পড়তে পারে যদি তা পাক-পবিত্র হয়। কিন্তু ইহূদী-নাসারাগণ নির্দিষ্ট উপাসনালয় ছাড়া যে কোন স্থানে ইবাদত করতে পারে না। পানির অভাবে মুসলমানগণ মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে, কিন্তু অন্যদের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল না (অনু.)।

১৪৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গানীমাতে ঘোড়ার[২] জন্য দুই ভাগ এবং সৈনিকের জন্য এক ভাগ নির্ধারণ করেছেন (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরো একটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে মুজাম্মে ইবনে জারিয়া, ইবনে আব্বাস ও ইবনে আবু আমরা থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, মালেক ইবনে আনাস, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, অশ্বারোহী সৈনিক গানীমাতে তিন ভাগ পাবে। এক ভাগ তার নিজের জন্য এবং দুই ভাগ তার ঘোড়ার জন্য। আর পদাতিক সৈনিক পাবে এক ভাগ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
সারিয়্যা (ক্ষুদ্র অভিযান) সম্পর্কে।

١٤٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْاَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ وَاَبُوْ عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ الْاَفٍ وَلاَ يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ.

১৪৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরসংগী চারজন হওয়া উত্তম, চার শত সৈনিক সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র বাহিনী উত্তম, চার হাজার সৈনিক সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণ বাহিনী উত্তম এবং বার হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না (পরাজিত হলে তা ঈমানের দুর্বলতার কারণেই) (দা, দার, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। জারীর ইবনে হাযম ছাড়া আর কোন প্রবীণ রাবী এটাকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। যুহ্‌রী থেকে এ হাদীসটি মুরসাল রূপেও বর্ণিত হয়েছে। হাব্বান ইবনে আলী আল-আনাযী-আকীল-যুহ্‌রী-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এখানে ঘোড়া শব্দটি অশ্বারোহী সৈনিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মতে অশ্বারোহী সৈনিকের জন্য এক ভাগ এবং তার ঘোড়ার জন্য এক ভাগ (অনু.)।

বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে লাইস ইবনে সাদ-আকীলের সূত্রে, তিনি যুহরীর সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এটাকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
ফাই-এর প্রাপক কে ?

١٤٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِىَّ كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْاَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ اِلَىَّ تَسْاَلُنِىْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَكَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضٰى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ .

১৪৯৯। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। হারূরা অঞ্চলের (খারিজী নেতা) নাজদা পত্র মারফত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মহিলাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন এবং তাদের জন্য কি গানীমাতে অংশ নির্ধারণ করতেন? ইবনে আব্বাস (রা) জবাবে তাকে লিখলেন, তুমি আমাকে পত্র মারফত জিজ্ঞেস করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে শরীক করতেন কি না এবং তাদের জন্য গানীমাতে অংশ নির্ধারণ করতেন কি না। তিনি তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেছেন। তারা অসুস্থ সৈনিকদের সেবাযত্ন করত। তাদেরকে গানীমাত থেকে দেয়া হত, কিন্তু তিনি তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেননি (আ, দা, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈরও এই মত (স্ত্রীলোকেরা গানীমাতে অংশ পাবে না)। কতক আলেম বলেছেন, মহিলা ও শিশুদেরকে গানীমাতের অংশ দিতে হবে। আওযাঈর এই মত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধে শিশুদেরকে গানীমাতের অংশ দিয়েছেন। যেসব শিশু যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদেরকেও গানীমাতের অংশ দিয়েছেন। আওযাঈ

আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধে গানীমাতে স্ত্রীলোকদের জন্যও অংশ নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী কালে মুসলমানগণ এ নীতিই অনুসরণ করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমরা আলী ইবনে খাশরামের সূত্রে, তিনি ঈসা ইবনে ইউনুসের সূত্রে, তিনি আওযাঈর সূত্রে একথাগুলো বর্ণনা করেছেন। "ইউহ্যাইনা মিনাল গানীমাহ"–এর অর্থ "গানীমাত থেকে তাদেরকে (নারীগণকে) সামান্য কিছু দেয়া হল, তাদেরকে কিছু দেয়া হল"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
গানীমাতে ক্রীতদাসের অংশ।

١٥٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِىْ فَكَلَّمُوْا فِىَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُوْهُ اَنِّىْ مَمْلُوْكٌ قَالَ فَاَمَرَنِىْ فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَاِذَا اَنَا اَجُرُّهُ فَاَمَرَ لِىْ بِشَىْءٍ مِنْ خُرْثِىِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ اَرْقِىْ بِهَا الْمَجَانِيْنَ فَاَمَرَنِىْ بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا .

১৫০০। আবুল লাহমের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মনিবদের সাথে খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা তাঁকে আরো বলেন যে, আমি একজন ক্রীতদাস। রাবী উমাইর (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমার গলায় তরবারি লটকিয়ে দেয়া হল। আমি তরবারিখানা মাটিতে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিলাম। তিনি আমাকে গানীমাত থেকে কিছু তৈজসপত্র দেয়ার নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে কিছু মন্ত্র শুনালাম, যার সাহায্যে আমি পাগলদের ঝাড়ফুঁক করতাম। তিনি আমাকে এর কিছু অংশ বাদ দেয়ার এবং কিছু অংশ বহাল রাখার নির্দেশ দেন (আ, ই, দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে গানীমাতের মালে গোলামের জন্য কোন নির্ধারিত অংশ নেই, তবে সামান্য কিছু দেয়া যায়। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে গানীমাত পাবে কি না?

١٥٠١. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلٰى بَدْرٍ حَتّٰي اِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْاَةً وَنَجْدَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ لاَ قَالَ اِرْجِعْ فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ .

১৫০১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে রওনা হলেন। তিনি ওয়াবরার প্রস্তরময় এলাকায় পৌছলে মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে মিলিত হল। তার সাহসিকতা ও বীরত্বের খ্যাতি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কখনো কোন মুশরিকের সাহায্য নিব না। এ হাদীসে আরো বক্তব্য আছে (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেন, যিম্মীদেরকে গানীমাতের অংশ দেয়া যাবে না, তারা মুসলমানদের সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও না। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে গানীমাত দেয়া হবে, যেমন নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়।

١٥٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ قَاتَلُوْا مَعَهُ .

১৫০২। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল ইহূদীকে (গানীমাতের) অংশ দিয়েছিলেন, যারা তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

١٥٠٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَفَرٍ مِّنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوْهَا .

১৫০৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশআরী গোত্রের একদল লোকের সাথে খাইবার এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাদেরকেও খাইবার বিজয়কারীদের সাথে (গানীমাতের) অংশ দিয়েছেন (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আওযাঈ বলেন, সৈনিকদের মধ্যে তাদের অংশ বণ্টিত হওয়ার পূর্বে যারা এসে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হবে তাদেরকেও গানীমাতের অংশ প্রদান করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার করা।

١٥٠٤. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ فَقَالَ اَنْقُوْهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوا فِيْهَا وَنَهٰى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ وَذِىْ نَابٍ .

১৫০৪। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মজূসীদের (অগ্নি উপাসক) হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, অতঃপর এতে রান্নাবান্না কর। তিনি নখর ও শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণীও (খেতে) নিষেধ করেছেন (বু, মু)।

আবু সালাবা (রা) থেকে এ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবু ইদরীস আল-খাওলানীও আবু সালাবা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু কিলাবা (র) কখনো আবু সালাবা (রা) থেকে হাদীস শুনেননি। বরং তিনি এ হাদীস আবু আসমার মাধ্যমে আবু সালাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ نَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ قَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْهَا فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا ·

১৫০৫। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আহ্‌লে কিতাবের এলাকায় থাকি। তাদের বিভিন্ন পাত্র আমরা পানাহারে (ও রান্নায়) ব্যবহার করি। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র সংগ্রহ করতে পারলে তাতে খাওয়া-দাওয়া করনা। আর অন্য পাত্র যোগার করতে না পারলে এগুলো পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নাও, অতঃপর এতে খাও (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

কোন সৈনিককে নাফল (অতিরিক্ত) প্রদান।

١٥٠٦. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِى الْبَدْاَةِ الرُّبُعَ وَ فِى الْقُفُوْلِ الثُّلُثَ ·

১৫০৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণের প্রথম ভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি আক্রমণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নাফল (অতিরিক্ত) দান করতেন (আ,ই)।[৩]

৩. যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনের সময় মুসলিম বাহিনী আক্রান্ত হলে এই আক্রমণ যারা প্রতিহত করত তাদেরকে সবচেয়ে বেশী পুরস্কৃত করা হত। কারণ যুদ্ধশেষে সাহায্য আসার সম্ভাবনা থাকে না এবং সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধ করার মত অবস্থায় থাকে না। কিন্তু যারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তারা প্রস্তুতি নিয়েই করে। ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হলে জীবনের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তাই এজন্য পুরস্কারও বেশি (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, হাবীব ইবনে মাসলামা, মাআন ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে উমার ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আবু সাল্লামও মহানবী (সা)-এর এক সাহাবীর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِىْ رَاٰى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ اُحُدٍ .

১৫০৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন তাঁর 'যুল-ফাকার' নামক তরবারিখানা নাফল (নির্দিষ্ট অংশ থেকে অতিরিক্ত) হিসাবে পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি উহদের যুদ্ধের দিন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন (ই)।[8]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে আবিয যিনাদের হাদীস হিসাবে কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে পুরস্কার হিসাবে অতিরিক্ত প্রদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মালেক ইবনে আনাস (র) বলেন, কোন বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব যুদ্ধেই পুরস্কার দিয়েছেন। আমি এরূপ বর্ণনাই পেয়েছি যে, তিনি কোন কোন যুদ্ধে সৈনিকদের পুরস্কৃত করেছেন। বিষয়টি ইমামের বিশেষ বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে প্রাথমিকভাবে অথবা শেষ গানীমাত হিসাবে তা প্রদান করতে পারেন। ইবনে মানসূর বলেন, আমি ইমাম আহ্‌মাদকে বললাম, সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রারম্ভভাগে এক-পঞ্চমাংশের পর এক-চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তনের সময় এক-পঞ্চমাংশের পর এক-তৃতীয়াংশ দান করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, হাঁ, প্রথমে গানীমাত থেকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আলাদা করতে হবে। অতঃপর অবশিষ্ট মাল থেকে পুরস্কার (নাফল) প্রদান করা যায় এবং তা যেন এই পরিমাণ অতিক্রম না করে। এ হাদীসের এই কথা ইবনুল

৪. 'যুল-ফাকার' নামক তরবারির মালিক ছিল পৌত্তলিক আস ইবনে মুনাব্বিহ। সে বদরের যুদ্ধে নিহত হলে মহানবী (সা) তা হস্তগত করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আলী (রা) তা লাভ করেন। উহুদ যুদ্ধকালে মহানবী (সা) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তরবারিখানা নাড়া দিলে তা মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে যায় এবং পুনরায় নাড়া দিলে আলো ঝলমলে হয়ে উঠে। তা ছিল উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় ও পরবর্তীতে ইসলামের বিজয়ের ইংগিতবাহী (অনু.)।

মুসাইয়্যাবের বক্তব্যের উপর প্রযোজ্য যে, খুমুস থেকে পুরস্কার দেয়া হবে। ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

নিহতের মালপত্র হত্যাকারী পাবে।

١٥٠٨. حَدَّثَنَا الْاَنصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ .

১৫০৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন শত্রুসৈন্যকে হত্যা করলে এবং তার কাছে এর প্রমাণ থাকলে সে নিহতের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র পাবে। এ হাদীসের সাথে আরও ঘটনা আছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আরো একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আওফ ইবনে মালেক, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আনাস ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মুহাম্মাদের নাম নাফে, তিনি আবু কাতাদা (রা)-র মুক্তদাস। একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আওযাঈ, শাফিঈ ও আহমাদের এই মত (নিহতের মালপত্র হত্যাকারী পাবে)। আরেক দল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, এই মালপত্র থেকে খুমুস বের করে নেয়ার অধিকার ইমামের রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী বলেন, যে ব্যক্তি যা পেয়েছে তা তারই হবে এবং যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করল সে তার মালপত্রের মালিক হবে। ইমামের এরূপ ঘোষণাই হল নাফল (পুরস্কার) এবং তাতে কোন খুমুস নেই। ইসহাক (র) বলেছেন, নিহতের মালপত্র হত্যাকারী পাবে। তবে মালপত্রের পরিমাণ বেশী হলে ইমাম ইচ্ছা করলে তা থেকে খুমুস বের করতে পারেন, যেভাবে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বের করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

বণ্টনের পূর্বে গানীমাতের মাল বিক্রয় করা নিষেধ।

١٥٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ

سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ ‏.

১৫০৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গানীমাত বন্টনের পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

অন্তঃসত্তা বন্দিনীদের সাথে সংগম করা নিষেধ।

١٥١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ عَنْ وَهْبِ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ اَبَاهَا اَخْبَرَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُوْطَاَ السَّبَايَا حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ ‏.

১৫১০। উম্মু হাবীবা বিনতে ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা (ইরবায) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে গর্ভমোচন না হওয়া পর্যন্ত সংগম করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে রুয়াইফে ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, কোন ব্যক্তি গর্ভবতী বাঁদী বন্দিনী ক্রয় করলে সেই সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, গর্ভস্খলন না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সংগম করা যাবে না। আওযাঈ আরো বলেন, আযাদ যুদ্ধবন্দিনী সম্পর্কে বিধান হল, ইদ্দাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সংগম করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

মুশরিকদের খাদ্য সম্পর্কে।

١٥١١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ اَخْبَرَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ قَبِيْصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةُ ·

১৫১১। কাবীসা ইবনে হুল্‌ব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাসারাদের তৈরী খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ কোন খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে তোমার মনে (অযথা) সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয়। এ ধরনের অমূলক সংশয়ে পতিত হলে তুমি নাসারাদের মত হয়ে গেলে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে ইহূদী-নাসারাদের খাবার খাওয়ার অনুমতি আছে।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

কয়েদীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ।

١٥١٢. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ حُيَيٌّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

১৫১২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি (বন্দিনী) মা ও তার সন্তানকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার এবং তার প্রিয়জনদের (পরস্পর থেকে) বিচ্ছিন্ন করবেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বন্দিনী মা-সন্তান, পিতা-পুত্র এবং ভাইদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ বলেছেন।

---

৫. ইহূদী-খৃস্টানদের কেবল সেইসব খাবার আমাদের জন্য জায়েয যা আমাদের ধর্মমতে আমাদের জন্য হালাল। আমাদের জন্য হারাম এরূপ খাবার তাদের ধর্মমতে বৈধ হলেও তা তাদের ওখানে আমাদের জন্য বৈধ নয়। যেমন খৃস্টান ধর্মমতে তাদের জন্য শূকর ও মদ বৈধ হলেও আমাদের ধর্মমতে তা হারাম। তাই তাদের ওখানে এসব খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। বিস্তারিত দ্র. মাওলানা মাওদূদী রচিত 'নির্বাচিত রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩-৪৪ (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
বন্দীদের হত্যা করা বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া (বা বিনিময় করা)।

١٥١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ اَبِى السَّفَرِ وَاسْمُهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمَدَانِىُّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الْحَفْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ يَعْنِىْ اَصْحَابَكَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِدَاءَ عَلٰى اَنْ يُّقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلٌ (قَابِلاً) مِثْلُهُمْ قَالُوْا الْفِدَاءَ وَ يُقْتَلُ مِنَّا .

১৫১৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, তাঁর নিকট জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, তাদেরকে অর্থাৎ আপনার সাহাবীদেরকে বদরের বন্দীদের ব্যাপারে এখতিয়ার দিন। হয় তারা তাদেরকে হত্যা করুক অথবা আগামী বছর তাদের (সাহাবীদের) সমান সংখ্যক লোক নিহত হওয়ার শর্তে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দিক। তারা (সাহাবীগণ) বলেন, আমরা তাদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিব আমাদের মধ্য থেকে সম-সংখ্যক লোক নিহত হলেও।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সাওরীর সূত্রে হাসান ও গরীব। ইবনে আবী যাইদা বর্ণিত হাদীস হিসাবেই কেবল আমরা এটি জানতে পেরেছি। আবু উসামা-হিশাম-ইবনে সীরীন-উবাইদা-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আওন-ইবনে সীরীন-উবাইদা-আলী (রা)-নবী (সা) সূত্রে এটি মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসঊদ, আনাস, আবু বারযা ও জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি অপর একটি সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু দাঊদ আল-হাফারীর নাম উমার, পিতা সাদ।

١٥١٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدٰى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

১৫১৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন মুসলিম বন্দীকে একজন মুশরিক বন্দীর সাথে বিনিময় করেছেন (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কিলাবার চাচার নাম আবুল মুহাল্লাব আবদুর রহমান ইবনে আমর, মতান্তরে তার নাম মুআবিয়া। আর আবু কিলাবার নাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-জারমী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে ইমাম ইচ্ছা করলে কোন বন্দীকে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক মুক্তি দিতে পারেন, হত্যাও করতে পারেন অথবা বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়েও দিতে পারেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম বিনিময় গ্রহণ করে মুক্তি দেয়ার পরিবর্তে হত্যা করাই উত্তম মনে করেন। অওযাঈ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, নিম্নলিখিত আয়াত মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে ঃ "فَـامَّا مَنًّا بَعْدُ وَامَّا فِدَاءً"

"অতঃপর হয় অনুগ্রহ করবে অথবা বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়ে দিবে" -(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)। নাসিখ (রহিতকারী) আয়াত হল ঃ "فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ"

"তাদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর" -(সূরা বাকারা ঃ ১৯১, সূরা নিসা ঃ ৯১)।

ইসহাক ইবনে মানসূর বলেন, আমি আহ্‌মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, কাফের সৈনিক বন্দী হয়ে আসলে আপনি তাকে হত্যা করা পছন্দ করেন না বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া পছন্দ করেন? তিনি উত্তরে বলেন, বিনিময় দিতে সমর্থ হলে তা গ্রহণ করে ছেড়ে দিতেও কোন দোষ নেই অথবা হত্যা করলেও কোন আপত্তি নেই। ইসহাক বলেন, আমি তাকে হত্যা করাই উত্তম মনে করি। তবে সে প্রসিদ্ধ হলে এবং তার সম্পর্কে নানাবিধ আশা করার অবকাশ থাকলে (তাকে মুক্তি দেয়াই উচিৎ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষেধ।

١٥١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ٠

১৫১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন (বু, মু, দা, ই, আ, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, রাবাহ ইবনুর রবী, আসওয়াদ ইবনে সাহরী, ইবনে আব্বাস ও সাব ইবনে জাসসামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা নারী ও শিশুদের হত্যা করা জঘন্য কাজ বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈরও এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম রাতের বেলা আক্রমণ এবং এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদের হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন। আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই মত। তারা উভয়ে রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের অবকাশ রেখেছেন।

١٥٢٦. حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الصَّعْبُ ابْنُ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ خَيْلَنَا اُوْطِئَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَوْلاَدِهِمْ قَالَ هُمْ مِنْ اٰبَاءِهِمْ ·

১৫১৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমাকে সাব ইবনে জাসসামা (রা) অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী মুশরিকদের নারী ও শিশুদের পদদলিত করেছে। তিনি বলেন ঃ তারা তাদের বাপ-দাদার সাথে সম্পৃক্ত (বু, মু, দা, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
(কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নয়)।

١٥١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُّمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَرَدْنَا الْـخُرُوْجَ اِنِّىْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تَحْرِقُوْا فُلاَنًا وَ فُلاَنًا بِالنَّارِ وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا ٠

১৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি যুদ্ধে পাঠান। তিনি বলে দেন, তোমরা যদি কুরাইশ বংশের অমুক অমুক ব্যক্তির নাগাল পাও তবে তাদের উভয়কে আগুনে পুড়ে ফেলবে। আমরা যখন রওনা হলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলেন ঃ আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা অমুক অমুক ব্যক্তিকে আগুনে পুড়ে ফেলবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকারী নয়। অতএব তোমরা যদি অমুক ও অমুকের নাগাল পাও তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে (আ, দা, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এই হাদীসের সনদে সুলাইমান ইবনে ইয়াসার ও আবু হুরায়রা (রা)-র মাঝখানে আরও একজন রাবীর উল্লেখ করেছেন। একাধিক রাবী এই হাদীস লাইস-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ইবনে সাদের হাদীস অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করা।

١٥١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلاَثٍ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ٠

১৫১৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে তিনটি বিষয় অর্থাৎ অহংকার, গানীমাতের মাল আত্মসাৎ ও ঋণ থেকে মুক্ত, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে (না,ই,হা)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىْءٌ مِّنْ ثَلاَثٍ الْكَنْزِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১৫১৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত থাকা অবস্থায় তার রূহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে জান্নাতে যাবে ঃ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করা ও ঋণ (বা, হা)।

সাঈদ তার বর্ণনায় আল-কান্‌য এবং আবু আওয়ানা তার বর্ণনায় আল-কিব্‌র (হিংসা) শব্দের উল্লেখ করেছেন। সাঈদের বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

١٥٢٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ اَبُوْ زُمَيْلٍ الْحَنَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا قَدِ اسْتُشْهِدَ قَالَ كَلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِى النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا قَالَ قُمْ يَا عَلِىُّ فَنَادِ اِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ (الْمُؤْمِنَ) ثَلاَثًا .

১৫২০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। তিনি বলেনঃ কখনো নয়, আমি তাকে গানীমাতের একটি আলখাল্লা (লম্বা ঢিলা পোশাক) আত্মসাৎ করার কারণে দোযখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন ঃ হে উমার! ওঠো এবং তিনবার ঘোষণা কর—ঈমানদার লোক ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
স্ত্রীলোকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

١٥٢١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِىُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى .

১৫২১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইম (রা) ও তার সাথের আনসার মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ঔষধ লাগাতেন (মু)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে রুবাই বিনতে মুআওয়ায (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
মুশরিকদের দেয়া উপঢৌকন গ্রহণ।

١٥٢٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ كِسْرٰى اَهْدٰى لَهُ (اِلَيْهِ) فَقَبِلَ وَاَنَّ الْمُلُوْكَ اَهْدُوْا اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ .

১৫২২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিসরা (পারস্য সম্রাট) উপঢৌকন পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাগণ তাঁর জন্য উপঢৌকন পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুওয়াইর ইবনে আবু ফাখিতার নাম সাঈদ, পিতার নাম ইলাকা। সুওয়াইর-এর উপনাম আবু জাহ্ম।

١٥٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ اَنَّهُ

৬. রাবী (রা)-র হাদীসে আছে ঃ আমরা সৈনিকদের পানি সরবরাহ করব, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা করব এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় নিয়ে আসব। উম্মু আতিয়্যা (রা)-র হাদীসে আছেঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা সৈনিকদের ঘাঁটিতে থেকে তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রুগ্নদের দেখাশুনা করতাম (ইবনে মাজা, মুসলিম, আহমদ)। নারীদের যুদ্ধযাত্রা যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবুও তারা বিভিন্নধর্মী সেবা প্রদানের জন্য তাতে যোগদান করতে পারে, এমনকি প্রয়োজনবোধে অস্ত্রধারণ করতেও পারে। তবে তাদের জন্য হজ্জ করার মধ্যে জিহাদের সওয়াব রাখা হয়েছে এবং জিহাদে যোগদানের পরিবর্তে হজ্জ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ তাদের জিহাদ হল হজ্জ (বুখারী)।

اَهْدٰى لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ اَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْلَمْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَاِنِّىْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ ・

১৫২৩। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার একটি উষ্ট্রী বা অন্য কিছু উপঢৌকন হিসাবে পেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তিনি বলেন, না (পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। "যাব্‌দুল মুশরিকীন" অর্থ "মুশরিকদের দেয়া উপঢৌকন"। অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। এ হাদীসে মাকরূহ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। অতঃপর তাঁকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

কৃতজ্ঞতার সিজদা।[৭]

١٥٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ اَمْرٌ فَسَرَّبِهِ فَخَرَّ لِلّٰهِ سَاجِدًا ・

১৫২৪। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন একটি সুসংবাদ আসে যে, তিনি তাতে আনন্দিত হন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন (বু, মু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই বাক্কার ইবনে আবদুল আযীয বর্ণিত হাদীসে আমরা তা জানতে পেরেছি। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা কৃতজ্ঞতার সিজদা জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

---

৭. ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে, কৃতজ্ঞতার সিজদা করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও মুহাম্মাদের মতে তা সুন্নাত। আবু জাহলের হত্যার সংবাদে মহানবী (সা), মুসাইলামা কাযযাবের নিহত হওয়ার সংবাদে আবু বাক্‌র (রা), খারিজী নেতা আ'স-সাদিয়ার নিহত হওয়ার সংবাদে আলী (রা) এবং তওবা কবুল হওয়ার সংবাদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতে কাব ইবনে মালেক (রা) শোকরানা সিজদা করেন (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ৫খ, পৃ. ২০১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাসের (কাউকে) নিরাপত্তা দান।

١٥٢٥ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَكْثَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ لَتَاْخُذُ لِلْقَوْمِ يَعْنِيْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ .

১৫২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্ত্রীলোকেরাও স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে (কাউকে) আশ্রয় দিতে পারে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে উম্মু হানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি ইমাম বুখারীর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি সহীহ হাদীস।

١٥٢٦ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَحْمَائِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَّنَّا مَنْ اَمَّنْتِ .

১৫২৬। আবু তালিবের কন্যা উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে নারীরাও কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। তারা উভয়ে নারী ও গোলামদের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান বৈধ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীস অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু মুররা (র) আকীল ইবনে আবু তালিবের মুক্ত দাস, তাকে উম্মু হানী (রা)-র মুক্তদাসও বলা হয়। তার নাম ইয়াযীদ। উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোলাম কর্তৃক নিরাপত্তা দান অনুমোদন করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ .

"মুসলমানদের যিম্মা এক সমান, তাদের সাধারণ ব্যক্তিও (কাউকে) নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তা প্রদানের অধিকারী"।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি (শত্রু পক্ষের) কোন ব্যক্তিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তা সমগ্র মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬
বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে।

١٥٢٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ اَهْلِ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ فِىْ بِلاَدِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَاِذَا رَجُلٌ عَلٰى دَابَّةٍ اَوْ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ وَاِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَاَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِىَ اَمَدُهُ اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ ·

১৫২৭। সুলাইম ইবনে আমের (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) ও রূমবাসীদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি (মুআবিয়া) তাদের জনপদে (সৈন্যসহ) উপনীত হলেন এবং সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অতর্কিতে তাদেরকে আক্রমণ করেন। এমন সময় শোনা গেল, এক ব্যক্তি পশুর পিঠে অথবা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বলছে, 'আল্লাহু আকবার'। চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ কর, বিশ্বাসঘাতকতা কর না। এই আরোহী ব্যক্তি ছিলেন আমর ইবনে আবাসা (রা)। মুআবিয়া (রা) তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন জাতির সাথে যার চুক্তি রয়েছে সে যেন এই চুক্তি ভংগ না করে এবং তার বিপরীত কিছু না করে। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এটা ভংগ করা যাবে না। রাবী বলেন, অতঃপর মুআবিয়া (রা) নিজের লোকদের নিয়ে ফিরে আসেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের হাতে একটি করে পতাকা থাকবে।

١٥٢٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৫২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
সালিশ মেনে আত্মসমর্পণ।

١٥٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ رُمِىَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوْا اَكْحَلَهُ اَوْ اَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ اُخْرٰى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِىْ حَتّٰى تُقِرَّ عَيْنِىْ مِنْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَحَكَمَ اَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيٰى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِيْنُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبْتَ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ وَكَانُوْا اَرْبَعَمِائَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ اِنْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ .

১৫২৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের দিন সাদ ইবনে মুআয (রা) তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এতে তার বাহুর মাঝখানের রগ কেটে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ক্ষতস্থানে আগুন দিয়ে স্যাঁক দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। অতঃপর তার হাত ফুলে যায়। আগুন দিয়ে স্যাঁক দেয়া বন্ধ করলে আবার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তিনি পুনরায় তার ক্ষতস্থান আগুন দিয়ে

স্যাঁক দেন। আবার তার হাত ফুলে উঠে। তিনি (সাদ) নিজের এ অবস্থা দেখে বলেন, "হে আল্লাহ! বানূ কুরাইযার চরম পরিণতি দেখে আমার চোখ না জুড়ানো পর্যন্ত আমার জীবনকে ছিনিয়ে নিও না।" সাথে সাথে তার জখম থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর একটি ফোটাও বের হয়নি। তারা (বানূ কুরাইযা) সাদ ইবনে মুআয (রা)-কে সালিশ মানতে রাজী হয়। তিনি (সা) তার (সাদের) কাছে লোক পাঠালেন (ফয়সালার জন্য)। তিনি ফয়সালা করলেন, বানূ কুরাইযার পুরুষ লোকদের হত্যা করা হবে এবং স্ত্রীলোকদের জীবিত রাখা হবে। তাদের দ্বারা মুসলমানগণ বিভিন্ন রকম কাজ আদায় করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের ব্যাপারে তোমার ফয়সালা অবিকল আল্লাহ্র ফয়সালার অনুরূপ হয়েছে। তারা (পুরুষগণ) সংখ্যায় ছিল চার শত। লোকেরা তাদেরকে হত্যা করা শেষ করলে, তার ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্ত পড়া শুরু হল এবং তিনি মারা গেলেন (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও আতিয়্যা আল-কুরাযী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٣٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ الْغِلْمَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنْبِتُوْا .

১৫৩০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "বয়স্ক মুশরিকদের হত্যা কর এবং তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের জীবিত রাখ।" যার এখনও লজ্জাস্থানের লোম গজায়নি সে বালক (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। হাজ্জাজ ইবনে আরতাতও কাতাদার সূত্রে এ হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٣١ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ اَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِيْ.

১৫৩১। আতিয়্যা আল-কুরাযী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ কুরাইযার যুদ্ধের দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করা হল। যাদের লজ্জাস্থানের লোম গজিয়েছে তাদেরকে তিনি হত্যা করলেন, আর যাদের তা উঠেনি তাদেরকে তিনি ছেড়ে দেন। তখনও আমার নিম্নাংগের লোম গজায়নি। তাই তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন (ই, দা, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, যার বয়স এবং বীর্যপাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যাবে–তার নাভীর নীচের লোম গজানোই বয়প্রাপ্তির লক্ষণ হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯
বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পর্কে।

١٥٣٢ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ اَوْفُوْا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ يَعْنِي الْاِسلاَمَ اِلاَّ شِدَّةً وَلاَ تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الْاِسْلاَمِ .

১৫৩২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ তোমরা জাহিলী যুগের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। কেননা ইসলাম একে আরো মজবুত করবে। তোমরা ইসলামে আর নতুনভাবে অনুরূপ চুক্তি করবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রাহ্‌মান ইবনে আওফ, উম্মু সালামা, জুবাইর ইবনে মুতঈম, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও কাইস ইবনে আসিম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০
মাজূসীদের থেকে জিয্‌য়া আদায়।

١٥٣٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلٰى مُنَاذِرَ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أُنْظُرْ مَجُوْسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ

فَانَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ ·

১৫৩৩। বাজালা ইবনে আবদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মানাযির এলাকায় জায ইবনে মুআবিয়ার সচিব ছিলাম। আমাদের কাছে উমার (রা)-র চিঠি আসল। তিনি লিখেছেন, তোমাদের এখানকার মাজূসীদের দেখ এবং তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় কর। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার এলাকার মাজূসীদের থেকে জিয্য়া আদায় করেছেন (আ, দা, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٥٣٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ بَجَالَةَ اَنَّ عُمَرَ كَانَ لاَ يَاْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى اَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ وَفِى الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ·

১৫৩৪। বাজালা (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) মাজূসীদের থেকে জিয্য়া আদায় করতেন না যে পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাকে অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার এলাকার মাজূসীদের থেকে জিয্য়া আদায় করেছেন। এ হাদীসে আরো অনেক কথা আছে (বু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٣٥. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ الْبَحْرَيْنِ وَاَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَ اَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ ·

১৫৩৫। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনের মাজূসীদের নিকট থেকে জিয্য়া গ্রহণ করেন। উমার (রা) পারস্যের মাজূসীদের নিকট থেকে এবং উসমান (রা) ফুর্‌স-এর মাজূসীদের নিকট থেকে তা আদায় করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) মাল থেকে যা গ্রহণ করা বৈধ।

١٥٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلاَهُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ الْحَقِّ وَلاَ نَحْنُ نَاْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اَبَوْا اِلاَّ اَنْ تَاْخُذُوْا كَرْهًا فَخُذُوْا .

১৫৩৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে যাতায়াত করি যারা আমাদের মেহমানদারীও করে না এবং তাদের উপর আমাদের প্রাপ্য অধিকারও আদায় করে না। আমরাও তাদের থেকে জোরপূর্বক আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তারা বল প্রয়োগ ব্যতীত তোমাদের মেহমানদারী করতে না চায় তবে তোমরা জোরপূর্বকই তা আদায় কর (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। লাইস ইবনে সাদ এটিকে ইয়াযীদ ইবনে হাবীবের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের তাৎপর্য হল, মুসলিম সৈনিকরা অভিযানে যেত। তখন তাদেরকে এমন সব যিম্মীদের জনপদ অতিক্রম করতে হত যেথায় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে চাইলেও তা পাওয়া যেত না। এরূপ ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছিল ঃ যদি তারা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে অস্বীকার করে এবং জোরপূর্বক নেয়া ছাড়া উপায় না থাকে তবে শক্তি প্রয়োগ করেই তাদের কাছ থেকে তা ক্রয় করে নাও। কতিপয় হাদীসে এভাবে ব্যাখ্যার উল্লেখ রয়েছে। উমার (রা)-ও অনুরূপ পরিস্থিতিতে এরূপ নির্দেশই দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
(মক্কা বিজয়ের পর) হিজরত (নাই)।

١٥٣٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا .

১৫৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেন ঃ এই বিজয়ের পর আর হিজরত নাই।[৮] হাঁ জিহাদ ও (তার) সংকল্প অব্যাহত থাকবে। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদে যোগদানের জন্য ডাকা হবে তখন তোমরা তদুদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড় (বু, মু, দা, না, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি মানসূরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইআতের বর্ণনা।

١٥٣٨ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا . قَالَ جَابِرٌ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنْ لاَ نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ .

১৫৩৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ...

"আল্লাহ মুমিনদের উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করেন" (সূরা ফাত্হ ঃ ১৮)। জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৮. অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর এখান থেকে হিজরত করা আর ফরজ নয়। কারণ তা একই রাষ্ট্রভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমানদেরকে একই এলাকায় জমা করে একটি সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এখান থেকে হিজরত করা ফরজ ছিল। অন্যথায় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য এখনও হিজরতের প্রয়োজনীয়তা বহাল আছে (অনু.)।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত করলাম (প্রতিজ্ঞা করলাম) যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে মৃত্যুর বাইআত করিনি।

এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল আকওয়া, ইবনে উমার, উবাদা ও জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর একটি সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু তাতে আবু সালামার নাম উল্লেখ নেই।

١٥٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ .

১৫৩৯। ইযাযীদ ইবনে আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনারা হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কি বিষয়ে বাইআত করেছিলেন? তিনি বলেন, মৃত্যুর বাইআত করেছিলাম (যতক্ষণ জীবন থাকবে যুদ্ধ করে যাব, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করব না) (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ দু'টি হাদীসই হাসান ও সহীহ।

١٥٤٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَيَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ .

১৫৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (নির্দেশ) শুনার ও তদনুযায়ী আনুগত্য করার শপথ নিতাম। তিনি আমাদের বলতেন ঃ তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٤١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ اِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَ نَفِرَّ .

১৫৪১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মৃত্যুর শপথ করিনি, বরং আমরা তাঁর কাছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার শপথ করেছি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উভয় হাদীসের অর্থই সঠিক। কেননা তাঁর একদল সাহাবী প্রয়োজনবোধে জীবন দেয়ার জন্য তাঁর নিকট শপথ (বাইআত) করেছেন। তারা বলেছেন, 'আমরা নিহত না হওয়া পর্যন্ত আপনার আগে আগে প্রতিরক্ষা রচনা করে চলব'। সাহাবীদের অপর দল তাঁর নিকট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে না যাওয়ার শপথ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

বাইআত (শপথ) প্রত্যাখ্যানের পরিণতি।

١٥٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا فَاِنْ اَعْطَاهُ وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَّمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ .

১৫৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। এদের মধ্যকার একজন হল ঃ যে ইমামের নিকট আনুগত্যের বাইআত করেছে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যদি তাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করেন তবে সে বাইআত ঠিক রাখে। যদি তিনি তাকে কোন সুযোগ-সুবিধা দান না করেন তবে সে বাইআত পূর্ণ করে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

গোলামের বাইআত প্রসঙ্গে।

١٥٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدُ حَتّٰى يَسْاَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ .

১৫৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ক্রীতদাস এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করার শপথ নিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, সে ক্রীতদাস। তার মালিক এসে হাযির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ একে আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। তিনি তাকে দু'টি কালো গোলামের বিনিময়ে খরিদ করে নিলেন। এরপর থেকে তিনি কোন ব্যক্তিকে সে গোলাম কি না তা জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বাইআত করতেন না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আমরা কেবল আবুয যুবাইরের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬
স্ত্রীলোকদের বাইআত প্রসঙ্গে।

١٥٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْحَمُ بِنَامِنَّا بِاَنْفُسِنَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايِعْنَا قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِىْ صَافِحْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا قَوْلِىْ لِمِائَةِ امْرَاَةٍ كَقَوْلِىْ لِاِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ .

১৫৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রুকাইকার কন্যা উমাইমা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কতিপয় মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হই। তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী (দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে)। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের নিজেদের চেয়েও আমাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। আমি আরো বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে বাইআত করুন। সুফিয়ান বলেন, তার কথার অর্থ ছিল, আমাদের হাত স্পর্শ করুন (যেভাবে পুরুষদের হাত স্পর্শ করে বাইআত করা হয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একজন স্ত্রীলোকের প্রতি আমার বক্তব্য যেরূপ এক শতজন স্ত্রীলোকের প্রতিও আমার বক্তব্য একইরূপ (না)।[৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কেবল মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ও অন্যরা তার সূত্রে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি ছাড়া উমাইমা (রা) থেকে বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে কি না তা আমি জানি না। উমাইমা (রা) নামে আরো এক মহিলা আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা।

١٥٤٥. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً .

১৫৪৫। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধের দিন বদরী বাহিনীতে সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তালূত বাহিনীর অনুরূপ তিন শত তেরজন (বু, মু)।[১০]

---

৯. অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোককে যেভাবে বাইআত করা হয় একাধিক স্ত্রীলোককেও অনুরূপভাবে বাইআত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদেরকে বাইআত করার সময় কখনো তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। আইশা (রা) বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! তাঁর হাত বাইআত করার সময় কখনো কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি। তিনি কেবল কথা দ্বারা (স্ত্রীলোকদের) বাইআত করতেন" (বুখারী, হাদীস নম্বর ২৫১৪) (অনু.)।

১০. বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা ঃ (১) উবাই ইবনে কাব, (২) আরকাম ইবনে আবুল আরকাম, (৩) আবুল আরকাম, (৪) আসআছ ইবনে ইয়াযীদ, (৫) আসওয়াদ ইবনে যায়েদ, অপর বর্ণনায় সাওয়াদ ইবনে রিযাম, অপর বর্ণনায় তাঁর নাম সাওয়াদ ইবনে যুরাইক, অপর বর্ণনায় তার নাম সাওয়াদ ইবনে যায়েদ, (৬) উসাইর ইবনে আমর, (৭) আনাস ইবনে কাতাদা, অপর বর্ণনায় উনাইস, (৮) আনাস ইবনে মালেক, (৯) আনাস ইবনে মুআয, (১০) আনীসাহ হাবশী, (১১) আওস ইবনে নাবিত, (১২) আওস ইবনে খাওলী, অপর বর্ণনায় আওস ইবনে আবদুল্লাহ, (১৩) আওস ইবনুস সামিত, (১৪) আইয়াস ইবনে বুকাইর, (১৫) বুজাইর ইবনে আবু বুজাইর (১৬) বাহাস ইবনে সালাবা, (১৭) বাসবিস ইবনে আমর,

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা এ হাদীসটি আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ)-এর বর্ণনা।

١٥٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِىُّ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ اٰمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ .

---

(১৮) আদী ইবনে আবু যাগবাআ, (১৯) বিশর ইবনে বারাআ (২০) বাশীর ইবনে সাদ (২১) বাশীর ইবনে আবদুল মুনযির, (২২) তামীম ইবনে ইয়াআর (২৩) তামীম (খিরাশ ইবনে শাম্মার গোলাম), (২৪) তামীম (বানূ গানামের গোলাম), (২৫) সাবিত ইবনে আকরাম, (২৬) সাবিত ইবনে সালাবা (২৭) সাবিত ইবনে খালিদ, (২৮) সাবিত ইবনে খানাসাআ, (২৯) সাবিত ইবনে আমর, (৩০) সাবিত ইবনে হাযযান, (৩১) সালাবা ইবনে হাতিব, (৩২) সালাবা (খাজরাযী), (৩৩) সালাবা ইবনে আমর (নাজ্জারী), (৩৪) সালাবা ইবনে উনমা, (৩৫) সাক্‌ফ ইবনে আমর, (৩৬) জাবির ইবনে খালিদ, (৩৭) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, (৩৮) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর– "আমি বদরের যুদ্ধের দিন কূপ থেকে পানি তুলে তা আমার সঙ্গীদের পান করাতাম"–(বুখারী, মুসলিম)। কিন্তু ইমাম আহ্‌মাদের মুসনাদ গ্রন্থে রয়েছে ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহমের সাথে উনিশটি যুদ্ধে শরীক হয়েছি। কিন্তু আমি বদর ও উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম না। আমার পিতা আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলে আমি এরপর আর কোন যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে ছেড়ে পিছনে থাকিনি"। মুসলিম শরীফেও এ হাদীস উল্লেখ আছে, (৩৯) জাব্বার ইবনে সাখ্‌র আস-সুলাম, (৪০) জুবাইর ইবনে আতীক আনসারী, (৪১) জুবাইর ইবনে আইয়াস খাযরাজী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, (৪২) হারিস ইবনে আনাস খাযরাজী, (৪৩) হারিস ইবনে আওস, (৪৪) হারিস ইবনে হাতিব, (৪৫) হারিস ইবনে খিযামা, (৪৬) হারিস ইবনুস সাম্মাহ, (৪৭) হারিস ইবনে উরফুজা, (৪৮) হারিস ইবনে কায়েস, (৪৯) হারিস ইবনুন নোমান, (৫০) হারিসা ইবনে সুরাকা (শহীদ), (৫১) হারিসা ইবনুন নোমান, (৫২) হাতিব ইবনে আবু বালতাআহ, (৫৩) হাতিব ইবনে আমর ইবনে উবাইদ (ইবনে হিশামের মতে), ওয়াকিদী ও ইবনে আবু হাতিমের মতে হাতিব ইবনে আমর ইবনে আবদে শামস, (৫৪) হুবাব ইবনুল মুনযির, (৫৫) হাবীব ইবনে অসওয়াদ অথবা হাবীব ইবনে সাদ, (৫৬) হাবীব ইবনে আসলাম, (৫৭) হুরাইস ইবনে যায়েদ, (৫৮) হুসাইন ইবনুল হারিস, (৫৯) হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৬০) খালিদ ইবনে বুকাইর, (৬১) খালিদ ইবনে যায়েদ, (৬২) খালিদ ইবনে কায়েস, (৬৩) খারিজা ইবনে হুমাইর; কোন কোন বর্ণনায় তার নাম হারিসা ইবনে হুমাইর বলা হয়েছে, (৬৪) খারিজা ইবনে যায়েদ, (৬৫) খাব্বাব ইবনুল ইরত বা আরাত্তি, (৬৬) খাব্বাব (উতবা ইবনে গায্‌ওয়ানের গোলাম), (৬৭)

১৫৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে বলেন ঃ আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা যে গানীমাত অর্জন করবে তার এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে) প্রদান করবে।[১১] এ হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে (বু, মা)।

খিরাশ ইবনে সামাত, (৬৮) খুবাইব ইবনে আসাফ, (৬৯) খুরাইম ইবনে ফাতিক (ইমাম বুখারীর মতে), (৭০) খালীফা ইবনে আদী, (৭১) খুলাইদ ইবনে কায়েস, (৭২) খুনাইস ইবনে খাযাফা (শহীদ), (৭৩) খাওয়াত ইবনে জুবাইর–তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তাকে গানীমাতের আংশ দেয়া হয়েছে, (৭৪) খাওলা ইবনে আবু খাওলা, (৭৫) খাল্লাদ ইবনে রাফে, (৭৬) খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ, (৭৭) খাল্লাদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৭৮) যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়েস, (৭৯) যুস-শিমালাইন ইবনে আবদ (শহীদ); ইবনে হিশামের মতে তার নাম উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৮০) রাফে ইবনুল হারিস, (৮১) রাফে ইবনে আনজিদাহ, (৮২) রাফে ইবনে মুআল্লা (শহীদ), (৮৩) রুবাই ইবনে রাফে অথবা রুবাই ইবনে আবু রাফে, (৮৪) রুবী ইবনে আইয়াস, (৮৫) রাবীআ ইবনে আকসাস, (৮৬) রুখাইলা ইবনে সালাবা, (৮৭) রিফাআ ইবনে রাফে, (৮৮) রিফাআ ইবনে আবদুল মুনযির, (৮৯) রিফাআ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৯০) যুবাইর ইবনুল আওয়াম, (৯১) যিয়াদ ইবনে আমর; মূসা ইবনে উকবার মতে যিয়াদ ইবনুল আখরাস; ওয়াকিদীর মতে যিয়াদ ইবনে কাব, (৯২) যিয়াদ ইবনে লাবীদ, (৯৩) যিয়াদ ইবনে মাযীন, (৯৪) যায়েদ ইবনে আসলাম, (৯৫) যায়েদ ইবনে হারিসা, (৯৬) যায়েদ ইবনুল খাত্তাব, (৯৭) যায়েদ ইবনে সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৯৮) সালিম ইবনে উমাইর, (৯৯) সালিম ইবনে গানাম, (১০০) সালিম ইবনে মাকিল, (১০১) সাইব ইবনে উসমান, (১০২) সাবী ইবনে কায়েস, (১০৩) সুবরা ইবনে ফাতিক, (১০৪) সুরাকা ইবনে আমর, (১০৫) সুরাকা ইবনে কাব, (১০৬) সাদ ইবনে খাওলা, (১০৭) সাদ ইবনে খাইসামা (শহীদ), (১০৮) সাদ ইবনুর রাবী (শহীদ), (১০৯) সাদ ইবনে যায়েদ ইবনে মালেক (আওসী); ওয়াকিদীর মতে সাদ ইবনে যায়েদ ইবনে ফাকিহা (খাযরাজী), (১১০) সাদ ইবনে সুহাইল, (১১১) সাদ ইবনে উবাইদ, (১১২) সাদ ইবনে উসমান, (১১৩) সাদ ইবনে মুআয, (১১৪) সাদ ইবনে উবাদা; উরওয়া, বুখারী, ইবনে আবু হাতিম ও তাবারানীর মতে, (১১৫) সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, (১১৬) সাদ ইবনে মালেক, ওয়াকিদীর মতে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে মারা যান, (১১৭) সাঈদ ইবনে যায়েদ; তিনি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুহূর্তে সিরিয়া থেকে মদীনায় পৌছেন, মহানবী (সা) তাকে গানীমাতের অংশ দিয়েছেন, (১১৮) সুফিয়ান ইবনে বাশীর, (১১৯) সালামা ইবনে আসলাম, (১২০) সালামা ইবনে সাবিত, (১২১) সালামা ইবনে সালমা, (১২২) সুলাইম ইবনুল হারিস, (১২৩) সুলাইম ইবনে আমর, (১২৪) সুলাইম ইবনে কায়েস, (১২৫) সুলাইম ইবনে মিলহান, (১২৬) সিমাক ইবনে আওস, কেউ কেউ সিমাক ইবনে খিরাশা বলেছেন, (১২৭) সিমাক ইবনে সাদ, (১২৮) সাহল ইবনে হানীফ/হুনাইফ, (১২৯) সাহল ইবনে আতীক, (১৩০) সাহল ইবনে কায়েস, (১৩১) সুহাইল ইবনে রাফে, (১৩২) সুহাইল ইবনে ওয়াহ্‌ব, (১৩৩) সিনান ইবনে আবু সিনান, (১৩৪) সিনান ইবনে সাইফী, (১৩৫) সাওয়াদ ইবনে যুরাইক; উমুব্বীর মতে, সাওয়াদ ইবনে রিযাম, (১৩৬) সাওয়াদ ইবনে গাযিয়াহ, (১৩৭) সুয়াইবিত ইবনে সাদ, (১৩৮) সুওয়াইদ ইবনে মাখশী, তার নাম আযীদ ইবনে হামীরও উল্লেখ

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর একটি সূত্রেও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আছে, রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (১৩৯) শুজা ইবনে ওয়াহ্‌ব ,(১৪০) শাম্মাস ইবনে উসমান; ইবনে হিশামের মতে তার নাম উসমান ইবনে উসমান, (১৪১) শুকরান (মহানবীর আযাদকৃত গোলাম) রাদিয়ালাহু আনহুম, (১৪২) সুহাইব ইবনে সিনান, (১৪৩) সাফওয়ান ইবনে ওয়াহ্‌ব (শহীদ), (১৪৪) সাখ্‌র ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (১৪৫) দাহ্‌হাক ইবনে হারিসা, (১৪৬) দাহ্‌হাক ইবনে আবদে আমর, (১৪৭) দমরা ইবনে আমর; মূসা ইবনে উকবার মতে তার নাম দমরাই ইবনে কাব ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (১৪৮) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ; যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি সিরিয়া থেকে মদীনায় পৌছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে গানীমাতের অংশ প্রদান করেন, (১৪৯) তুফাইল ইবনুল হারিস, (১৫০) তুফাইল ইবনে মালেক, (১৫১) তুফাইল ইবনুন নোমান, (১৫২) তুলাইব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (১৫৩) যুহাইর ইবনে রাফে আল-আওসী (রা), (১৫৪) আসিম ইবনে সাবিত, (১৫৫) আসিম ইবনে আদী, (১৫৬) আসিম ইবনে কায়েস, (১৫৭) আকীল ইবনে বুকাইর, (১৫৮) আমের ইবনে উমাইয়্যা, (১৫৯) আমের ইবনে হারিস; ইবনে ইসহাকের মতে আমর ইবনুল হারিস, (১৬০) আমের ইবনে রাবীআ, (১৬১) আমের ইবনে সালামা; ইবনে হিশামের মতে, উমার ইবনে সালামা, (১৬২) আমের ইবনে আবদুল্লাহ, (১৬৩) আমের ইবনে ফাহীরা, (১৬৪) আমের ইবনে মাখলাদ, (১৬৫) আইয ইবনে মাইয, (১৬৬) আব্বাদ ইবনে বিশর, (১৬৭) আব্বাদ ইবনে কায়েস ইবনে আমের, (১৬৮) আব্বাদ ইবনে কায়েস ইবনে আবাশাহ, (১৬৯) আব্বাদ ইবনে খাশখাশ, (১৭০) আব্বাদ ইবনুস সামিত, (১৭১) আব্বাদ ইবনে কায়েস ইবনে কাব, (১৭২) আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া, (১৭৩) আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা, (১৭৪) আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ, (১৭৫) আবদুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর, (১৭৬) আবদুল্লাহ ইবনুল জাদ, (১৭৭) আবদুল্লাহ ইবনে হাক্ক; অথবা আবদে রব ইবনে হাক্ক অথবা আবদে রব্বিহি ইবনে হাক্ক, (১৭৮) আবদুল্লাহ ইবনে হামীর, (১৭৯) আবদুল্লাহ ইবনুর রাবী, (১৮০) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, (১৮১) আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি ইবনে সালাবা; ইসাবা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে সালাবা বলা হয়েছে, (১৮২) আবদুল্লাহ ইবনে সুরাকা, (১৮৩) আবদুল্লাহ ইবনে সালামা, (১৮৪) আবদুল্লাহ ইবনে সাহল, (১৮৫) আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল; মুশরিক অবস্থায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন, (১৮৬) আবদুল্লাহ ইবনে তারিক, (১৮৭) আবদুল্লাহ ইবনে আমের, (১৮৮) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল, (১৮৯) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ (শহীদ), (১৯০) আবদুল্লাহ ইবনে আবদে মানাফ, (১৯১) আবদুল্লাহ ইবনে আবাসা, (১৯২) আবদুল্লাহ ইবনে উসমান (আবু বাক্‌র সিদ্দীক), (১৯৩) আবদুল্লাহ ইবনে উরফুতা, (১৯৪) আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে হারাম, (১৯৫) আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর, (১৯৬) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে খালিদ, (১৯৭) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে সাখর, (১৯৮) আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে আমর, (১৯৯) আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা, (২০০) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। (২০১) আবদুল্লাহ ইবনে মাযউন, (২০২) আবদুল্লাহ ইবনুন নোমান, (২০৩) আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসা, (২০৪) আবদুর রহমান ইবনে জাব্বার, (২০৫) আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ, (২০৬) আবদুর রহমান ইবনে আওফ, (২০৭) আবাসা ইবনে আমের,

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯
বণ্টনের পূর্বে গানীমাত থেকে নেয়া নিষেধ।

١٥٤٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

---

(২০৮) উবাইদ ইবনে তায়্যিহান; তাকে আতীকও বলা হয়, (২০৯) উবাইদ ইবনে সালাবা, (২১০) উবাইদ ইবনে যায়েদ, (২১১) উবাইদ ইবনে আবু উবাইদ, (২১২) উবাইদা ইবনুল হারিস; যুদ্ধে তার হাত কাটা যায় এবং যুদ্ধ শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, (২১৩) উতবা ইবনে মালেক, (২১৪) উতবা ইবনে রাবীআ, (২১৫) উতবা ইবনে আবদুল্লাহ, (২১৬) উতবা ইবনে গাযওয়ান, (২১৭) উসমান ইবনে আফফান; তাঁর স্ত্রী রাসূল-কন্যা রুকাইয়্যা রোগাক্রান্ত থাকায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে মদীনায় রেখে যান। তিনি তাকে গানীমাতের অংশ প্রদান করেন। রুকাইয়্যা (রা) এ রোগেই ইন্তিকাল করেন, (২১৮) উসমান ইবনে মাযঊন, (২১৯) আদী ইবনে আবুল যাগবাআ, (২২০) আসামাহ ইবনে হুসাইন, (২২১) আসীমা, (২২২) আতিয়্যাহ ইবনে নুয়াইরা, (২২৩) উকবা ইবনে আমের, (২২৪) উকবা ইবনে উসমান, (২২৫) উকবা ইবনে আমর; বুখারীর মতে তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে উপস্থিত ছিলেন না, (২২৬) উকবা ইবনে ওয়াহ্‌ব ইবনে রাবীআ, (২২৭) উকবা ইবনে ওয়াহ্‌ব ইবনে কালদা, (২২৮) উকাশা ইবনে মুহসিন, (২২৯) আলী ইবনে আবু তালিব, (২৩০) আম্মার ইবনে ইয়াসির, (২৩১) উমারা ইবনে হাযম, (২৩২) উমার ইবনুল খাত্তব, (২৩৩) উমার ইবনে আমর, (২৩৪) আমর ইবনে সালাবা, (২৩৫) আমর ইবনুল হারিস, (২৩৬) আমর ইবনে সুরাকা, (২৩৭) আমর ইবনে আবু সাররাহ; ওয়াকিদী ও ইবনে আইয তার নাম মামার বলেছেন, (২৩৮) আমর ইবনে তালক, (২৩৯) আমর ইবনুল জামূহ, (২৪০) আমর ইবনে কায়েস ইবনে যায়েদ, (২৪১) আমর ইবনে কায়েস ইবনে মালেক, (২৪৩) আমর ইবনে মাবাদ, (২৪৪) আমর ইবনে মুআয, (২৪৫) উমাইর ইবনে হারিস; তাকে আমর ইবনে হারিসও বলা হয়, (২৪৬) উমাইর ইবনে হারাম ইবনুল জামূহ, (২৪৭) উমাইর ইবনে হুমাম ইবনুল জামূহ (শহীদ), (২৪৮) উমাইর ইবনে আমের ইবনে মালেক, (২৪৯) উমাইর ইবনে আওফ অথবা আমর ইবনে আওফ, (২৫০) উমাইর ইবনে মালেক ইবনে উহাইব (শহীদ), (২৫১) আনতারা; সুলাইম গোত্রের লোক অথবা তাদের ক্রীতদাস, (২৫২) আওফ ইবনুল হারিস (শহীদ), (২৫৩) উওয়াইম ইবনে সাইদা, (২৫৪) আইয়াদ ইবনে গালম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন, (২৫৫) গানাম ইবনে আওস আল-খাযরাজী, (২৫৬) ফাকিহা ইবনে বাশার, (২৫৭) ফারওয়া ইবনে আমর, (২৫৮) কাতাদা ইবনুন নোমান, (২৫৯) কুদামা ইবনে মাযঊন, (২৬০) কুতবা ইবনে আমের, (২৬১) কায়েস ইবনুস সাকান, (২৬২) কায়েস ইবনে আবু সাসাআহ, (২৬৩) কায়েস ইবনে মুহসিন, (২৬৪) কায়েস ইবনে মাখলাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (২৬৫) কাব ইবনে হিমান অথবা কাব ইবনে আবশান অথবা কাব ইবনে মালেক অথবা কাব ইবনে সালাবা, (২৬৬) কাব ইবনে যায়েদ, (২৬৭) কাব ইবনে আমর, (২৬৮) কালাফা ইবনে সালাবা, (২৬৯) কানায ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (২৭০) মালেক ইবনে দাখশাম, (২৭১) মালেক ইবনে আবু খাওলা, (২৭২) মালেক ইবনে

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ فَاطَّبَخُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ أُخْرَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالْقُدُوْرِ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ۔

১৫৪৭। রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক (যুদ্ধের) সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কিছু সংখ্যক দ্রুতগামী লোক আগে চলে গেল। তারা তাড়াহুড়া করে গানীমাতের মাল থেকে কিছু নিয়ে তা রান্না করতে লেগে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের দলের

রাবীআ, (২৭৩) মালেক ইবনে কুদামা, (২৭৪) মালেক ইবনে আমর, (২৭৫) মালেক ইবনে মাসউদ, (২৭৬) মালেক ইবনে সাবিত, (২৭৭) মুবাশশির ইবনে আবদুল মুনযির (শহীদ), (২৭৮) আল-মাজযার ইবনে যিয়াদ, (২৭৯) মুহরিয ইবনে আমের, (২৮০) মুহরিয ইবনে নাদলা, (২৮১) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা, (২৮২) মাদলিজ বা মিদলাজ ইবনে আমর, (২৮৩) মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ, (২৮৪) মিসতাহ ইবনে উসাসাহ; তার নাম আওফ বলেও কথিত, (২৮৫) মাসউদ ইবনে আওস, (২৮৬) মাসউদ ইবনে খালদাহ, (২৮৭) মাসউদ ইবনে রাবীআ, (২৮৮) মাসউদ ইবনে সাদ বা মাসউদ ইবনে আবদে সাদ, (২৮৯) মাসউদ ইবনে সাদ ইবনে কায়েস, (২৯০) মুসআব ইবনে উমাইর (বদরের যুদ্ধের পতাকা বহনকারী), (২৯১) মুআয ইবনে জাবাল (খাযরাজী), (২৯২) মুআয ইবনুল হারিস, (২৯৩) মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহ, (২৯৪) মুআয ইবনে মাইয, (২৯৫) মাবাদ ইবনে আব্বাদ, (২৯৬) মাবাদ ইবনে কায়েস, (২৯৭) মাতাব (মুআত্তাব/মুআত্তিব) ইবনে উবাইদ, (২৯৮) মাতাব (মুআত্তাব) ইবনে আওফ, (২৯৯) মাতাব (মুআত্তাব) ইবনে কুশাইর, (৩০০) মাকিল ইবনুল মুনযির, (৩০১) মামার ইবনুল হারিস, (৩০২) মাআন ইবনে আদী, (৩০৩) মুআওয়ায ইবনুল হারিস, (৩০৪) মুআওয়ায ইবনে আমর, (৩০৫) মিকদাদ ইবনে আমর, (৩০৬) মালীল ইবনে ওয়াবরাহ, (৩০৭) আল-মুনযির ইবনে আমর, (৩০৮) আল-মুনযির ইবনে কুদামা, (৩০৯) আল-মুনযির ইবনে মুহাম্মাদ, (৩১০) মিহজা; উমার ইবনুল খাত্তাবের গোলাম (এ দিনের প্রথম শহীদ) রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৩১১) নাসর ইবনুল হারিস, (৩১২) নোমান ইবনে আবদে আমর, (৩১৩) নোমান ইবনে আমর ইবনে রিফাআ, (৩১৪) নোমান ইবনে আসর (ইসর), (৩১৫) নোমান ইবনে মালেক; কাওকাল নামেও পরিচিত, (৩১৭) নোমান ইবনে ইয়াসার, (৩১৮) নাওফাল ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৩১৯) হানী ইবনে নাইয়ার, (৩২০) হিলাল ইবনে উমাইয়্যা, (৩২১) হিলাল ইবনুল মুআল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৩২২) ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ, (৩২৩) ওয়াদিআহ ইবনে আমর, (৩২৪) ওরাকা ইবনে আইয়াস, (৩২৫) ওয়াহ্‌ব ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৩২৬) ইয়াযীদ ইবনুল আখনাস (সুহাইলীর মতে), (৩২৭) ইয়াযীদ ইবনুল হারিস (শহীদ), (৩২৮) ইয়াযীদ ইবনে আমের, (৩২৯) ইয়াযীদ ইবনুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৩৩০) আবুল আওয়ার ইবনুল হারিস অথবা আবুল আওয়ার আল-হারিস অথবা আবুল আওয়ার কাব ইবনুল হারিস, (৩৩১) আবু হাব্বা ইবনে আমর, (৩৩২) আবু হুযাইফা মিহ্‌সান ইবনে উতবা, (৩৩৩) আবু হামরা, (৩৩৪) আবু খুজাইমা,

সাথে ছিলেন। তিনি এই হাঁড়িগুলোর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সেগুলো উলটিয়ে দেয়া হল। অতঃপর তিনি গানীমাতের মাল বণ্টন করলেন এবং এক একটি উটকে দশ দশটি বকরীর সমান ধরলেন (দা, বু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত হাদীস সুফিয়ান সাওরী-তার পিতা-আবাইয়া-তার দাদা রাফে ইবনে খাদীজ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এতে আবাইয়ার পরে তার পিতা রিফাআর উল্লেখ নাই। উক্ত হাদীস মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান সূত্রে বর্ণিত এবং এটি অধিকতর সহীহ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আর আবাইয়া ইবনে রিফাআ তার দাদা রাফে (রা) থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন। এ অনুচ্ছেদে সালাবা ইবনুল হাকাম, আনাস, আবু রাইহানা, আবুদ দারদা, আবদুর রহমান ইবনে সামুরা, ইয়াযীদ ইবনে খালিদ, জাবির, আবু হুরায়রা ও আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٤٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ٠

১৫৪৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বণ্টনের পূর্বে গানীমাত থেকে কিছু নেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আ)।[১২]

---

(৩৩৫) আবু সাবরাহ, (৩৩৬) আবু সিনান ইবনে মুহ্‌সিন, (৩৩৭) আবু সিয়াহ ইবনুন নোমান অথবা উমাইর ইবনে সাবিত ইবনুন নোমান, (৩৩৮) আবু উরফুজাহ, (৩৩৯) আবু কাবশা (মহানবীর গোলাম), (৩৪০) আবু মালীল ইবনে আযআর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, (৩৪১) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই তালিকা আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। মহানবী (সা)-সহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তিন শত চৌদ্দজন। কতিপয় সাহাবীর একাধিক নাম থাকায় এই তালিকায় তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাছাড়া এখানে উল্লেখিত আরো নয়জন সাহাবী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু মহানবী (সা) তাদেরকে গানীমাতের অংশ দান করেছেন। তাদের নাম এবং পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দিলে সাহাবীদের মোট সংখ্যা তিন শত তেরজন হবে (অনু.)।

১১. তৎকালে গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এর এক-পঞ্চমাংশ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হত এবং অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টিত হত। এ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সূরা আনফাল-এর ১ ও ৪০ নং আয়াত এবং তাফহীমুল কারআনে (১ ও ৩২ নং টীকায়) এর ব্যাখ্যা দ্র.।

১২. "নুহ্‌বাহ্‌" শব্দের অর্থ লুণ্ঠন করা, ছিনতাই করা, কিন্তু এখানে তা 'গানীমাত থেকে বণ্টনের পূর্বে কিছু নেয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০
আহলে কিতাবদের সালাম দেয়া।

١٥٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْـبَـةُ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ وَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلٰى اَضْيَقِه .

১৫৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদী-খৃস্টানদের তোমরা প্রথমে সালাম দিও না। রাস্তায় চলার সময় তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাত হলে তাকে রাস্তার কিনারায় ঠেলে দিও (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আনাস ও আবু বুসরা আল-গিফারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইহূদী-নাসারাদের সালাম না দেয়ার ব্যাখ্যা প্রসংগে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, সালাম করলে তাদের সম্মান করা হয়। অথচ তাদেরকে অপমান করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাস্তায় চলার সময় তাদের কারো সাথে সাক্ষাত হলে তার জন্য রাস্তা ফাঁকা করে দেয়াও নিষেধ। কেননা এতেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

١٥٥٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدُهُمْ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ .

১৫৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহূদীদের কেউ তোমাদের যখন সালাম করে তখন বলে, "আসসামু আলাইকা" (তোমার মৃত্যু হোক)। তুমি উত্তরে বল, "আলাইকা" (তোমার হোক)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১
মুশরিকদের সাথে বসবাস নিষেধ।

١٥٥١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً اِلٰى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُوْدِ فَاَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ اَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِمَ قَالَ لاَ تَرَا اٰىْ نَارَاهُمَا .

১৫৫১। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাসআম গোত্রের এলাকায় একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। সেখানকার লোকেরা সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু তাদেরকে দ্রুত হত্যা করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) প্রদানের নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, যেসব মুসলমান মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কেন? তিনি বলেন ঃ এইটুকু দূরে থাকবে যেন উভয়ের আগুন না দেখা যায় (দা, ই)।

হান্নাদ-আবদাহ-ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ-কায়েস ইবনে আবু হাযিম (র) সূত্রে আবু মুআবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে জারীর (রা)-র উল্লেখ নাই এবং এটিই অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইসমাঈলের অধিকাংশ সংগী তার থেকে, তিনি কায়েস ইবনে আবু হাযিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। এ সূত্রেও জারীরের উল্লেখ নাই। হাম্মাদ ইবনে সালামা-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত-ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ-কায়েস-জারীর (রা) সূত্রে আবু মুআবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, কায়েস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল বর্ণনাটিই সহীহ। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ تُجَامِعُوْهُم فَمَنْ سَاكَنَهُمْ اَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ

"তোমরা মুশরিকদের সাথে একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেও না। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ গণ্য হবে।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২
আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদী-নাসারাদের বহিষ্কার।

١٥٥٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ اَتْرُكُ فِيْهَا الاَّ مُسْلِمًا .

১৫৫২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি আরব উপদ্বীপ থেকে অবশ্যই ইহূদী ও নাসারাদের উৎখাত করব। সেখানে মুসলমান ছাড়া আর কাউকে থাকতে দিব না (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٥٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ .

১৫৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইনশাআল্লাহ আমি বেঁচে থাকলে আরব উপদ্বীপ থেকে অবশ্যই ইহূদী-নাসারাদের উচ্ছেদ করব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

١٥٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ

مَنْ يَّرِثُكَ قَالَ اَهْلِيْ وَوَلَدِيْ قَالَتْ فَمَالِيْ لاَ اَرِثُ اَبِيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ وَلٰكِنِّيْ اَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْلُهُ وَاُنْفِقُ عَلٰى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ـ

১৫৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে বলেন, আপনার ওয়ারিস কে হবে? তিনি বলেন, আমার স্ত্রী এবং সন্তানগণ। তিনি (ফাতিমা) বলেন, তাহলে আমি কেন আমার পিতার ওয়ারিস হব না? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না।" তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন আমিও তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যয়ভার বহন করতেন আমিও তাদের ব্যয়ভার বহন করতে থাকব (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাম্মাদ ইবনে সালামা এই হাদীস আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আতা-মুহাম্মাদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতীত এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অপর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নাই। এ হাদীসটি আবু বাক্‌র (রা) থেকেও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উমার, তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَسْاَلُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّيْ لاَ اُوْرَثُ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اُكَلِّمُكُمَا تَعْنِيْ فِيْ هٰذَا الْمِيْرَاثِ اَبَدًا اَنْتُمَا صَادِقَانِ ـ

১৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার প্রাপ্য ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করেন। তারা উভয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমার কেউ ওয়ারিস হয় না"। ফাতিমা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি উত্তরাধিকারস্বত্ব সম্পর্কে আর কখনো আপনাদের উভয়ের সাথে আলোচনা করব না। আপনারা উভয়ে সত্যবাদী।

١٥٥٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ ثُمَّ جَاءَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ اَنْتَ وَهٰذَا اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ تَطْلُبُ اَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنْ اِبْنِ اَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِّلْحَقِّ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

১৫৫৬। মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে উপস্থিত হলাম। উসমান ইবনে আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-ও তার কাছে উপস্থিত হলেন। অতঃপর আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-ও উপস্থিত হলেন। তারা উভয়ে তাদের অভিযোগ পেশ করলেন। উমার (রা) তাদের সবাইকে বলেন, আমি আপনাদেরকে সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যাঁর নির্দেশে আসমান এবং জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে! আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য"? তারা সবাই

বলেন, হাঁ। উমার (রা) পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। (উমার বলেন) তখন আপনি (আব্বাস) ও ইনি (আলী) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসেছিলেন। আপনি আপনার ভাইয়ের ছেলের সম্পত্তিতে নিজের উত্তরাধিকার দাবি করলেন এবং ইনি তার শ্বশুরের সম্পত্তিতে নিজের স্ত্রীর অংশ দাবি করলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য"।[১৩] আল্লাহ জানেন, তিনি (আবু বাক্‌র) সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, সৎপথের পথিক এবং সত্য-ন্যায়ের অনুসারী ছিলেন। এ হাদীসের সাথে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে (বু, মু)।

---

১৩. মহানবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টনের বিষয়কে কেন্দ্র করে শিয়া সম্প্রদায় আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র প্রতি অযথা দোষারোপ করে থাকে। হযরত আব্বাস ও ফাতিমা (রা) মদীনার খেজুর বাগান এবং খাইবারের ও ফাদাকের কৃষি ভূমিতে নিজেদের ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করলে আবু বাক্‌র ও উমার (রা) নিজ নিজ খিলাফত কালে তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত সম্পদে ওয়ারিসী স্বত্ব বর্তায় না। তাঁদের মৃত্যুর পর এটা সদাকার মাল হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু শিয়ারা এ হাদীস মানতে প্রস্তুত নয়। অথচ এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলো সহীহ সনদ সূত্রে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে মওজুদ রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আমার ওয়ারিসগণ কোন দীনার অথবা দিরহাম নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে না। আমি যা রেখে যাচ্ছি তা থেকে আমার পরিবার-পরিজন ও খাদেমদের ভরণ-পোষণের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে" (বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা ও মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

"মহান আল্লাহ নবীদের ভরণ-পোষণের জন্য যা কিছু দেন তা তাদের মৃত্যুর পর নবীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, আবু বাক্‌র (রা)-র সূত্রে বর্ণিত)।

ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দাবি করলে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য।" আবু বাক্‌র (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব কাজ করেছেন আমি তা থেকে কিছু অংশও পরিত্যাগ করব না। এ কাজগুলো আমি করে যাব। আমার ভয় হচ্ছে, আমি যদি তাঁর নির্দেশের কিছু অংশও পরিত্যাগ করি তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব (বুখারী, মুসনাদে আহ্‌মাদ)। রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতেন আমি অবশ্যই তাদের ব্যয়ভার বহন করব। রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের জন্য খরচ করতেন আমিও তাদের জন্য খরচ করব(মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

মহানবী (সা)-এর স্ত্রীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, উসমান (রা)-কে আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিজেদের এক-অষ্টমাংশ দাবি করবেন। আইশা (রা) এর বিরোধিতা করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, "আমাদের কোন ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব এবং মালেক ইবনে আসাম (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজকের দিনের পর এ শহরে আর যুদ্ধ করা যাবে না।

١٥٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُوْلُ لاَ تُغْزٰى هٰذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ·

১৫৫৭। হারিস ইবনে মালেক ইবনে বারসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত এখানে আর যুদ্ধ করা যাবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, সুলাইমান ইবনে সুরাদ ও মুতী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীস যাকারিয়া ইবনে আবু যাইদা-শাবী (র) সূত্রে বর্ণিত। এই সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

যুদ্ধের উপযুক্ত সময়।

١٥٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তা সদাকা হিসাবে গণ্য। হাঁ, মুহাম্মাদের পরিবারের লোকেরা এ সম্পদ থেকে নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে"-(বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ)। আইশা (রা)-র মুখে এ কথা শুনে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন।

মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর খলীফাগণ এ সম্পত্তির আয় থেকেই তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তারা কেবল উক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নবীদের পরিত্যক্ত সম্পদে ওয়ারিসী স্বত্ব স্বীকৃত নয়। এমনকি দাবিদারদেরই একজন আলী (রা) খলীফা হওয়ার পর এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী তিন খলীফার নীতিই অনুসরণ করেন। তিনিও মহানবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করেননি (অনু.)।

فَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْـرُ اَمْـسَكَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَاِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ اَمْـسَكَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتّٰى الْعَصْرَ ثُمَّ اَمْـسَكَ حَتّٰى يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيْـجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْـمُؤْمِنُـوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ ٠

১৫৫৮। নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। ফজর হয়ে গেলে সূর্য না উঠা পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতেন এবং সূর্য উঠার পর যুদ্ধ শুরু করতেন। দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি যুদ্ধ স্থগিত করতেন এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে না পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ রাখতেন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন এবং আসর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতেন। অতঃপর আসর নামায পড়ার জন্য তা বন্ধ করতেন। নামায শেষে তিনি পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। বলা হত, এ সময় (আল্লাহ্‌র) সাহায্যের বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মুমিনগণ তাদের নামাযের মধ্যে তাদের সেনাবাহিনীর জন্য দোয়া করতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে আরও একাধিক অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা (র) নোমান ইবনে মুকাররিনের সাক্ষাত লাভ করতে পারেননি। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফত কালে নোমান (রা) ইন্তিকাল করেন।

١٥٥٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْـنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْـنُ مُسْـلِمٍ وَالْحَجَّاجُ بْـنُ مِنْهَالٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَـةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْـمُزَنِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ اِلَى الْهُرْمُزَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ فَقَالَ النُّعْـمَانُ ابْنُ مُقَرِّنٍ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـكَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ ٠

১৫৫৯। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নোমান ইবনে মুকাররিন (রা)-কে হুরমুযানের বিরুদ্ধে পাঠান। অতঃপর রাবী এ

হাদীসের বিস্তারিত ঘটনা (অন্যত্র) বর্ণনা করেছেন। নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (বিভিন্ন যুদ্ধে) শরীক ছিলাম। তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার, বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এবং সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে যুদ্ধ শুরু করতেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানীর ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
কুলক্ষণ সম্পর্কে।

١٥٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

১৫৬০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুলক্ষণে বিশ্বাস শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে এর ধারণা আসে না। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর (মুমিন ব্যক্তির) ভরসার কারণে তা দূর করে দেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, সুলাইমান ইবনে হারব এ হাদীস সম্পর্কে বলতেন ঃ

وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

কথাটুকু ইবনে মাসউদ (রা)-র (রাসূলুল্লাহ্‌র কথা নয়)। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবু হুরায়রা, হাবিস আত-তামীমী, আইশা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সালামা ইবনে কুহাইলের সূত্রেই কেবল আমরা এটি জানতে পেরেছি। শোবা (র)-ও সালামা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٥٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ

عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ .

১৫৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সংক্রমণ বা স্পর্শ দ্বারা অপবিত্র হওয়া এবং কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে আমি ফাল পছন্দ করি। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ফাল কি জিনিস? তিনি বলেন ঃ পবিত্র ও উত্তম কথা (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُ يَانَجِيْحُ .

১৫৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন প্রয়োজনে বের হতেন তখন (কারো মুখে) 'হে সঠিক পথের পথিক', 'হে সফলকাম' বাক্য শুনতে পছন্দ করতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

যুদ্ধ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াত (উপদেশ)।

١٥٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ .

১৫৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বাঁট রূপা দ্বারা আবৃত ছিল (দা, দার, না)। [১৩]

এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। অনুরূপ বর্ণিত আছে হাম্মাম-ক্বাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে। কতক রাবী বর্ণনা করেছেন কাতাদা থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আবুল হাসান থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির হাতল ছিল রৌপ্য খচিত।

---

১৪. এ হাদীসটি তিরমিযীর ভারতীয় সংস্করণে অত্র স্থানে নেই। তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯, নং ১৭৪২-এ উল্লেখিত আছে (অনু.)।

١٥٦٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ اَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدُرُوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا فَاِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى اِحْدٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ اَوْ خِلاَلٍ اَيَّهَا اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَخْبِرْهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَاِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَ اِنْ اَبَوْا اَنْ يَّتَحَوَّلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْا كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ مَايَجْرِيْ عَلَى الْاَعْرَابِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يُّجَاهِدُوْا فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَاَرَادُوْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ اَصْحَابِكَ لِاَنَّكُمْ اِنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ اَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلاَ تُنْزِلُوْهُمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ اَتُصِيْبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ اَمْ لاَ اَوْ نَحْوَ هٰذَا .

১৫৬৪। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে কোন বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত করে পাঠানোর সময় বিশেষভাবে তার নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং অধীনস্থ মুসলিম সৈনিকদের কল্যাণ কামনা করার উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে যুদ্ধ শুরু কর, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর, যারা আল্লাহ্‌র সাথে অবাধ্যাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর,

গানীমাতের মাল আত্মসাৎ কর না, বিশ্বাসঘাতকতা কর না, (শত্রুসৈন্যের) নাক-কান ইত্যাদি কেটে লাশ বিকৃত কর না এবং শিশুদের হত্যা কর না। মুশরিক শত্রুর সাথে তুমি মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়াকালে তাদেরকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি মেনে নেয়ার আহবান জানাবে। এ প্রস্তাব ত্রয়ের যে কোন একটি তারা মেনে নিলে তা গ্রহণ কর এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাক। তুমি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাবে এবং হিজরত করে মুহাজিরদের এলাকায় চলে আসতে বলবে। তাদেরকে অবহিত করবে যে, তারা এ প্রস্তাব মেনে নিলে তারা মুহাজিরদের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হবে তাদের উপরও তদ্রূপ অর্পিত হবে। তারা নিজস্ব অবস্থান পরিবর্তন করতে রাজী না হলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তারা বেদুইনদের অনুরূপ গণ্য হবে। বেদুইনদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হবে তাদের বেলায়ও তদ্রূপ হবে। তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে গানীমাত ও ফাই থেকে কিছুই পাবে না। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করার পর তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর নবীর যিম্মাদারি (নিরাপত্তা) চায় তবে তুমি তাদেরকে আল্লাহ্র যিম্মাদারিও অনুমোদন করবে না আর তাঁর নবীর যিম্মাদারিও নয়, বরং তাদের জন্য তোমার এবং তোমার সংগীদের যিম্মাদারি মঞ্জুর করবে। কেননা তোমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারির খেলাপ করার চেয়ে তোমার ও তোমার সাথীদের যিম্মাদারির খেলাপ করা উত্তম। তুমি কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করার পর তারা তোমার কাছে আল্লাহ্র ফয়সালা মোতাবেক দুর্গ থেকে বের হয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে তুমি তা অনুমোদন করবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার নিজের ফয়সালা অনুযায়ী দুর্গ থেকে বের করে আত্মসমর্পণ করাবে। কারণ তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র সঠিক ফয়সালায় পৌঁছতে পেরেছ কি না তা তোমার জানা নেই। অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيْهِ فَاِنْ اَبَوْا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ .

১৫৬৫। আলকামা ইবনে মারসাদ (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তারা (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বীকার করলে

তাদের থেকে জিয্‌য়া গ্রহণ কর। যদি তারা তাও প্রত্যাখ্যান করে তবে তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর।

ওয়াকী ও একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ানের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ব্যতীত অন্য রাবীগণ এ হাদীসটি আবদুর রহ্‌মান ইবনে মাহ্‌দীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে জিয্‌য়ারও উল্লেখ আছে।

١٥٦٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُغِيْرُ اِلاَّ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلاَّ اَغَارَ فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ ·

১৫৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময়ই (কোন জনপদে) নৈশ আক্রমণ করতেন। তিনি আযান শুনতে পেলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ করতেন। একদিন তিনি কান পেতে থাকলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' বলতে শুনলেন। তিনি বলেন ঃ ফিতরাতের (ইসলামের) উপর আছে। ঐ লোকটি পুনরায় বলল, "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)। তিনি বলেন ঃ তুমি দোযখ থেকে বের হয়ে গেলে (মু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাসান (র) বলেন, আবুল ওয়ালীদ-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র)-র এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

اَبوابُ فَضَائِلِ الجِهَادِ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(জিহাদের ফযীলাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১
জিহাদের ফযীলাত।

١٥٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ اِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِىْ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ কাজ জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে? তিনি বলেন ঃ তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তারা দুই অথবা তিনবার একই কথা জিজ্ঞেস করল। প্রতি বারই তিনি বলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তৃতীয় বারে তিনি বলেনঃ এমন লোকের সাথেই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর তুলনা হতে পারে যে আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ ফিরে না আসা পর্যন্ত অক্লান্তভাবে নামায-রোযায় মশগুল থাকে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে শাফাআ, আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী, আবু মূসা, আবু সাঈদ, উম্মু মালেক আল-বাহ্‌যিয়্যা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ مَرْزُوْقٌ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ اِنْ قَبَضْتُهُ اَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَاِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِاَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ ۔

১৫৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার পথে জিহাদকারীর জন্য আমি নিজেই যামিন। আমি যদি তার জীবনটা নিয়ে নেই তবে তাকে বেহেশতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেই। আমি যদি তাকে (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) ফিরিয়ে আনি তবে তাকে সওয়াব বা গানীমাতসহ ফিরিয়ে আনি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

পাহারারত অবস্থায় মারা যাওয়ার ফযীলাত।

١٥٦٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلاَّ الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُنْمٰى لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَاْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ ۔

১৫৬৯। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির যাবতীয় কাজের উপর সীলমোহর করে দেয়া হয় (কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে)। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তার কাজের সওয়াব বর্ধিত করতে থাকেন এবং তাকে কবরের যাবতীয় ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সে-ই প্রকৃত মুজাহিদ (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদঃ ৩
আল্লাহ্র পথে রোযা রাখার ফযীলাত।

١٥٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَام يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زَحْزَحَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا اَحَدُهُمَا يَقُوْلُ سَبْعِيْنَ وَالْاٰخَرُ يَقُوْلُ اَرْبَعِيْنَ .

১৫৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে রাখবেন। (উরওয়া ও সুলাইমানের) একজনের বর্ণনায় সত্তর বছর এবং অপরজনের বর্ণনায় চল্লিশ বছর উল্লেখ আছে (না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আনাস, উকবা ইবনে আমের ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল আসওয়াদের নাম মুহাম্মাদ, পিতা আবদুর রহমান, দাদা নাওফাল আল-আসাদী আল-মাদানী।

١٥٧١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الاَّ بَاعَدَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

১৫৭১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন বান্দা আল্লাহ্র পথে এক দিন রোযা রাখলে সেই দিনটি তার চেহারা থেকে দোযখকে সত্তর বছরের দূরে সরিয়ে দেয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٧٢. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ جَمِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ·

১৫৭২। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি দিন রোযা রাখলে আল্লাহ তার ও দোযখের মাঝখানে আসমান ও জমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদঃ ৪
আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার ফযীলাত।

١٥٧٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعَ مِائَةِ ضِعْفٍ ·

১৫৭৩। খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন কিছু ব্যয় করে (এর বিনিময়ে) তার জন্য সাত শত গুণ সওয়াব লেখা হয় (আ,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আর-রুকাইন ইবনুর রাবীর সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
আল্লাহ্‌র পথে সেবাদানের ফযীলাত।

١٥٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ

حَاتِمٍ الطَّائِيِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ خِدْمَةُ عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৭৪। আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, কোন ধরনের দান-খয়রাত বেশী উত্তম? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র রাস্তায় সেবা করার জন্য গোলাম দান করা, অথবা ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁবু দান করা বা জওয়ান উষ্ট্রী দান করা।

মুআবিয়া ইবনে আবু সালেহ্র সূত্রে এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। যায়েদ তার কোন কোন সনদে উল্টাপাল্টা করেছেন।

١٥٧٥. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৭৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উৎকৃষ্ট সদাকা হল, আল্লাহ্র পথে ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁবু দান করা, আল্লাহ্র পথে সেবার জন্য খাদেম দান করা অথবা আল্লাহ্র পথে জওয়ান উষ্ট্রী দান করা (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। মুআবিয়া ইবনে সালেহ্র বর্ণনার তুলনায় এই বর্ণনাটি আমার মতে অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
সৈনিকের অস্ত্র ও রসদপত্রের যোগানদারের ফযীলাত।

١٥٧٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزٰى وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ فَقَدْ غَزٰى .

১৫৭৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী কোন সৈনিকের যুদ্ধে যাওয়ার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন সৈনিকের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করল সেও যেন জিহাদ করল (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ সূত্রটি ছাড়াও অপর সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٥٧٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ خَلَفَهُ فِىْ اَهْلِهِ فَقَدْ غَزٰى .

১৫৭৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য কোন সৈনিকের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিল অথবা তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٥٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ فَقَدْ غَزٰى .

১৫৭৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন মুজাহিদের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন সৈনিকের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করল সেও যেন জিহাদ করল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। অপর একটি সূত্রেও যায়েদ (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
যার পদদ্বয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধুলি-মলিন হয়।

١٥٧٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَلْحَقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَاَنَا مَاشٍ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَمِعْتُ اَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ .

১৫৭৯। ইয়াযীদ ইবনে আবু মারয়াম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পদব্রজে জুমুআর নামায পড়তে যাচ্ছিলাম। এ সময় আবাইয়া ইবনে রিফাআ ইবনে রাফে (রা) আমার সাথে মিলিত হন। তিনি (আমাকে) বলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমার এই পদচারণা আল্লাহ্‌র পথেই। আমি আবু আব্‌স (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার পদযুগল আল্লাহ্‌র পথে ধুলিমলিন হয় তা দোযখের আগুনের জন্য হারাম হয়ে যায় (আ, বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু আব্‌স-এর নাম আবদুর রহমান ইবনে জাব্‌র। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর (রা) ও আরো একজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইবনে আবু মার্‌য়াম সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হামযা এবং আরো কতিপয় সিরীয় মুহাদ্দিস তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে কূফার অধিবাসী ইয়াযীদ ইবনে আবু মার্‌য়ামের পিতা মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম মালেক, পিতা রবীআ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
আল্লাহ্‌র পথে ধুলি-মলিন হওয়ার ফযীলাত।

١٥٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ

خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ·

১৫৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে তার দোযখে প্রবেশ করা এরূপ অসম্ভব যেমন দোহন করা দুধের পুনরায় পালানের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব। আল্লাহ্‌র পথের ধুলা এবং দোযখের ধোঁয়া কখনও একত্র হবে না (আল্লাহ্‌র পথের পথিক দোযখে যাবে না) (না,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) আবু তালহা (রা)-র মুক্তদাস। তিনি মদীনার অধিবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে বৃদ্ধ হয়েছে তার ফযীলাত।

١٥٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ اَنَّ شُرَحْبِيْلَ بْنَ السِّمْطِ قَالَ يَاكَعْبُ بْنُ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِىْ الْاِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

১৫৮১। সালেম ইবনে আবুল জাদ (র) থেকে বর্ণিত। শুরাহ্‌বীল ইবনুস সিম্‌ত (র) বলেন, হে কাব ইবনে মুররা! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনান এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় বৃদ্ধ হল, কিয়ামতের দিন তার জন্য বিশেষ একটি আলোকবর্তিকা থাকবে (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, কাব ইবনে মুররার হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ফাদালা ইবনে উবাইদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কাব ইবনে মুররার হাদীস আমাশ ও আমর ইবনে মুররা এরূপই বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস মানসূর-সালেম ইবনে আবিল জাদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে সনদের মধ্যে সালেম ও কাব-এর মাঝখানে অপর এক রাবীকে যোগ করা হয়েছে। তাকে কাব ইবনে মুররাও বলা হয় এবং মুররা ইবনে কাবও বলা হয়। তবে মুররা ইবনে কাব আল-বাহ্‌যী (রা) নবী (সা)-এর সাহাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি তাঁর নিকট থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٢. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَلْمَرْوَزِىُّ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِىُّ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৫৮২। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বৃদ্ধ হয়েছে, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি আলোকবর্তিকা থাকবে (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। হাইওয়া ইবনে শুরাইহ্-এর দাদা ইয়াযীদ আল-হিমসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় ঘোড়া পোষে তার ফযীলাত।

١٥٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ هِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِىَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَالَّذِىْ يَتَّخِذُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُعِدُّهَا لَهُ هِىَ لَهُ اَجْرٌ لاَ يَغِيْبُ فِىْ بُطُوْنِهَا شَىْءٌ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرًا وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

১৫৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বাঁধা রয়েছে। ঘোড়া তিন ধরনের লোকের জন্য তিন ধরনের ফল বয়ে আনে। তা কোন ব্যক্তির জন্য সওয়াবের উপায়, কোন ব্যক্তির জন্য আবরণস্বরূপ এবং কোন ব্যক্তির জন্য গুনাহের কারণ হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তির জন্য তা সওয়াবের উপায় হয়ে থাকে যে আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদের উদ্দেশ্যে) তার লালন-পালন করে এবং সেটাকে (সর্বদা) প্রস্তুত রাখে। এটা তার জন্য সওয়াবের উপায় হবে। সে এর পেটে যা কিছুই ঢালে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য সওয়াব লিখে দেন। এ হাদীসে আরও বিবরণ আছে (বু,মু,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মালেক ইবনে আনাস-যায়েদ ইবনে আসলাম-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ফযীলাত।

١٥٨٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةً الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ ارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَلَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ مَايَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَاْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ اَهْلَهُ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

১৫৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের উসীলায় তিনজন লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেনঃ তীর নির্মাতা যে নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করেছে, (জিহাদে) এই তীর নিক্ষেপকারী এবং যে তা নিক্ষেপে সাহায্য করে। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা তীরন্দাজী কর ও ঘোড়দৌড় শিক্ষা কর। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। মুসলিম ব্যক্তির সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। কারণ এগুলো হল উপকারী ও বিধি সম্মত।

আবু ঈসা বলেন, (উকবা ইবনে আমের বর্ণিত) হাদীসটি হাসান। আহ্‌মাদ ইবনে মানী-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর-আবু সাল্লাম-আবদুল্লাহ ইবনুল আযরাক-উকবা ইবনে আমের (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (দা,না,হা)। এ অনুচ্ছেদে কাব ইবনে মুররা, আমর ইবনে আবাসা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রটিও হাসান ও সহীহ।

١٥٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ السُّلَمِىِّ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ .

১৫৮৫। আবু নাজীহ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর ছুড়লো তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব রয়েছে (দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু নাজীহ্‌র নাম আমর, পিতা আবাসা আস-সুলামী। আবদুল্লাহ ইবনুল আযরাক (র) আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ নামেও পরিচিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারাদানের ফযীলাত।

١٥٨٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ اَبُوْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَ عَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ দুটি চোখকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহ্‌র রাস্তায় (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল শুয়াইব ইবনে যুরাইক-এর সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে উসমান ও আবু রাইহানা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

শহীদের সওয়াব প্রসঙ্গে।

١٥٨٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِيْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ اَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ·

১৫৮৭। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ শহীদদের রূহ্ সবুজ পাখির মধ্যে অবস্থান করে। তারা বেহেশতের গাছসমূহের ফল খায় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ اَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ ·

১৫৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সবার আগে যে তিনজন বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। শহীদ, হারাম ও সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে ও অপরের কাছে হাত পাতা থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদতকারী ও মনিবদের কল্যাণকামী গোলাম (আ,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٥٨٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوْعِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اِلاَّ الدَّيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ الدَّيْنَ ·

১৫৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্র পথে নিহত হওয়া সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তখন জিবরাঈল (আ) বলেন, ঋণ ব্যতীত (তা মাফ হয় না)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঋণ ব্যতীত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবু বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশের নিকট থেকে এই শায়খ (ইয়াহ্ইয়া ইবনে তালহা) কর্তৃক বর্ণিত সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে কাব ইবনে উজরা, জাবির, আবু হুরায়রা ও আবু কাতাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি (তিরমিযী) মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আবু ঈসা বলেন, আমার মনে হয় তিনি হয়ত হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি বুঝাতে চেয়েছেনঃ নবী (সা) বলেনঃ

لَيْسَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا اِلاَّ الشَّهِيْدُ ۔

"শহীদ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই বেহেশত থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসতে আনন্দবোধ করবে না।"

١٥٩٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَامِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلاَّ الشَّهِيْدُ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرٰى ۔

১৫৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র নিকট সঞ্চিত সওয়াবের অধিকারী যে কোন বান্দা মারা যাওয়ার পর তাকে দুনিয়া এবং এর সমস্ত কিছু দান করলেও সে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা পছন্দ করবে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি যখন শাহাদাত লাভের ফযীলাত ও মর্যাদা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে তখন সে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে আগ্রহী হবে, যাতে সে আবার আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হতে পারে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
আল্লাহ্‌র কাছে শহীদদের মর্যাদা।

١٥٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ الْخَوْلاَنِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ

جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا وَرَفَعَ رَاْسَهُ حَتّٰى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ قَالَ فَمَا اَدْرِيْ اَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ اَرَادَ اَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَاَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ اَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ .

১৫৯১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ শহীদ চার প্রকারের। (১) উত্তম ঈমানের অধিকারী মুমিন, যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে,অবশেষে নিহত হয়। কিয়ামতের দিন লোকেরা তার প্রতি এভাবে উপরে চোখ তুলে তাকাবে, এই বলে তিনি মাথা উপরের দিকে তুলে (বাস্তবরূপে) দেখালেন, এমনকি তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। রাবী বলেন, এখানে উমারের টুপির কথা বলা হয়েছে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টুপি বুঝানো হয়েছে তা আমি জ্ঞাত নই। নবী (সা) বলেনঃ আরেক ব্যক্তিও উত্তম ঈমানের অধিকারী মুমিন। সেও শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু ভীরুতার কারণে তার দেহ এমনভাবে কম্পিত হতে থাকে যেন তাকে বাবলা গাছের কাঁটাযুক্ত ডাল দিয়ে প্রহার করা হয়েছে। একটি অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলে তার আঘাতে সে মারা গেল। এ হল দ্বিতীয় পর্যায়ের শহীদ। আরেক মুমিন ব্যক্তি তার ভাল কাজের সাথে কিছু খারাপ কাজও করে ফেলেছে। সে শত্রুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে অবশেষে নিহত হয়। এ ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ের শহীদ। অপর মুমিন ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম করেছে। সেও শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, অতঃপর নিহত হয়। এই ব্যক্তি চতুর্থ স্তরের শহীদ (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আতা ইবনে দীনারের বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, সাঈদ ইবনে আবু আইউব (র) আতা ইবনে দীনার থেকে, তিনি বানূ

খাওলানের কতিপয় শায়খের সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে আবু ইয়াযীদের উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
নৌযুদ্ধ সম্পর্কে।

١٥٩٢. حَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكٌ عَلَى الْاَسِرَّةِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نَحْوَ مَا قَالَ فِي الْاَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَرَكِبَتْ اُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ .

১৫৯২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলহান-কন্যা উম্মু হারামের বাড়িতে গেলে তিনি তাঁকে আহার করাতেন। উম্মু হারাম (রা) উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন তার বাড়িতে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তাঁর মাথায় বিলি কাটতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জেগে উঠেন। তিনি (উম্মু হারাম) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি জন্য হাসছেন? তিনি বলেনঃ আমার উম্মাতের একদল

লোককে (স্বপ্নে) আমার সামনে পেশ করা হল। তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট শাসকের মত সমুদ্র বুকে সওয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় (নৌ) যুদ্ধে লিপ্ত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দোয়া করেন এবং (বালিশে) মাথা রেখে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি আবার হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জেগে উঠেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি কারণে হাসছেন? তিনি বলেনঃ আমার উম্মাতের এক দল লোককে (স্বপ্নের মধ্যে) আমার সামনে পেশ করা হয়, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (নৌ) যুদ্ধে অবতীর্ণ। তিনি পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি (উম্মু হারাম) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বলেনঃ তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। উম্মু হারাম (রা) মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র রাজত্বকালে নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নৌযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন (আ,ই,দা,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উম্মু হারাম (রা) উম্মু সুলাইম (রা)-র বোন এবং আনাস (রা)-র খালা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
যে ব্যক্তি প্রদর্শনেচ্ছা ও পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে।

١٥٩٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَاَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ (قُتِلَ) لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৯৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার্থে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি প্রদর্শনেচ্ছায় যুদ্ধ করে—এই তিনজনের মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহ্‌র পথে? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে কেবল সে-ই আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদ করে) (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ .

১৫৯৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিয়াতের উপর যাবতীয় কাজের ফলাফল নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়াত (উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য) অনুযায়ী ফলাফল রয়েছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই পরিগণিত হয়। যার হিজরত পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য সে তা-ই লাভ করবে। অথবা তার হিজরত কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হলে সে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের জন্যে পরিগণিত হবে (বু,মু,দা,না,ই,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য ইমামগণও এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি আমরা কেবল ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের বর্ণনার মাধ্যমেই জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
এক সকাল ও এক বিকাল আল্লাহ্র পথে কাটানোর ফযীলাত।

١٥٩٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ اَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِىْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ اِمْرَاَةً مِّنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১৫৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল ব্যয় করা অবশ্যই দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারো ধনুকের জ্যা অথবা হাত পরিমাণ বেহেশতের জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু থেকে উত্তম। বেহেশতের মহিলাদের কেউ দুনিয়ার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখলে আসমান-জমীনের মাঝে অবস্থিত সবকিছু অবশ্যই আলোকিত হয়ে যেত এবং দুনিয়ার সমস্ত জায়গা সুগন্ধময় হয়ে যেত। তার মাথার ওড়নাটিও দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম (বু,মু,আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১৫৯৬। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। বেহেশতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবু আইউব ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٩٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১৫৯৭। আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে কল্যাণকর (বু,মু,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে যে আবু হাযিম হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি ছিলেন আবু হাযিম আয-যাহিদ

আল-মাদানী, তার নাম সালামা ইবনে দীনার। আর এই আবু হাযিম যিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি ছিলেন আবু হাযিম আল-আশজাঈ আল-কূফী, তার নাম সালমান এবং তিনি আযযা আল-আশজাইয়্যার মুক্তদাস।

١٥٩٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِّنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَاَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَاَقَمْتُ فِىْ هٰذَا الشِّعْبِ وَلَنْ اَفْعَلَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ مُقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

১৫৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ী উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে একটি মিঠা পানির ছোট ঝর্ণা ছিল। নির্মল-স্বচ্ছ এই ঝর্ণার পানির স্বাদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। তিনি (মনে মনে) বলেন, আমি যদি সংগীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই উপত্যকায় থেকে যেতাম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি না নিয়ে কখনও তা করতে পারি না। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনা করেন। তিনি বলেনঃ তা কখনো কর না। কেননা তোমাদের কারো সামান্য সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় অবস্থান করা তার বাড়ীতে অবস্থান করে সত্তর বছর ধরে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন এবং তোমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান? তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি দুইবার উষ্ট্রী দোহনের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে যায় (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
উত্তম লোক ও অধম লোক।

١٥٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَتْلُوْهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّىْ حَقَّ اللّٰهِ فِيْهَا اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْاَلُ بِاللّٰهِ وَلاَ يُعْطِىْ بِهِ .

১৫৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কে উত্তম লোক, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করব না ? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। আমি কি তোমাদের বলব না, অতঃপর কোন ব্যক্তি উত্তম ? যে ব্যক্তি নিজের মেষপাল নিয়ে লোকদের থেকে দূরে অবস্থান করে এবং তাতে আল্লাহ্‌র যে হক (যাকাত) রয়েছে তা পরিশোধ করে। মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক কে আমি কি তোমাদের তা বলব না ? যার কাছে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) দান করে না (না,মা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করে।

١٦٠٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَادِقًا مِّنْ قَلْبِهِ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَجْرَ الشَّهَادَةِ .

১৬০০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবেই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদের সওয়াব দান করেন (না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ اَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ .

১৬০১। সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র কাছে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মনযিলে পৌছাবেন, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও (মু,দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ্‌-এর সূত্রেই কেবল আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ (র) আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমানের ডাকনাম আবু শুরাইহ্‌, তিনি ইসকান্দারিয়ার বাসিন্দা। এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

মুজাহিদ, মুকাতাব গোলাম ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য।

١٦٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ .

১৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌ নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম– যে চুক্তির অর্থ আদায় করতে চায় এবং বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তি –যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় (আ,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٦٠٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَانَّهَا تَجِيْئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ .

১৬০৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে মুসলমান ব্যক্তি উষ্ট্রীর দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী (সময়ের পরিমাণ) সময় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হল অথবা অন্যভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল, কিয়ামতের দিন এই জখম আরো তাজা হয়ে উপস্থিত হবে। এই জখমের রং যাফরানের মত হবে এবং এর ঘ্রাণ কস্তুরীর মত সুগন্ধময় হবে (দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত ব্যক্তির মর্যাদা।

١٦٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ .

১৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হয়, আর আল্লাহ ভাল করেই জানেন, কে তাঁর পথে আহত হয়; সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার জখমের রং হবে রক্তের রং-এর মত এবং এর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুগন্ধির মত (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি অপর সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) –নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোন্‌টি ?

١٦٠٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ وَاَىُّ الْاَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ اَىُّ شَىْءٍ قَالَ الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ اَىُّ شَىْءٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলঃ কোন্ কাজ সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং কোন্ কাজ উত্তম বা কল্যাণকর ? তিনি বলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ জিনিস উত্তম ? তিনি বলেনঃ জিহাদ হল সব কাজের চূড়া বা শিখর। আবার জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরপর কোন্ জিনিস উত্তম ? তিনি বলেনঃ (আল্লাহ্‌র কাছে) কবুল হওয়া হজ্জ (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটিও আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
তরবারির ছায়াতলে বেহেশতের দ্বার।

١٦٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْئَةِ اَاَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَقْرَاُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ .

১৬০৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) শত্রুর সামনাসামনি বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বেহেশেতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে। দলের উস্কখুস্ক এক ব্যক্তি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, লোকটি তার সংগীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলেন, আমি তোমাদের বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি। এই বলে তিনি নিজ তরবারির খাপ ভেংগে ফেলেন এবং তরবারি দ্বারা (শত্রুর প্রতি) আঘাত হানতে থাকেন। অবশেষে তিনি নিহত হন (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল জাফর ইবনে সুলাইমান আদ-দুবাঈর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু ইমরান আল-জাওনীর নাম আবদুল মালেক, পিতা হাবীব। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা সম্পর্কে বলেন, এটাই তার নাম, ডাকনাম নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম ?

١٦٠٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِيْ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

১৬০৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলঃ কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কে ? তিনি বলেনঃ যে মুমিন ব্যক্তি পাহাড়ের কোন উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে, নিজের প্রতিপালককে ভয় করে চলে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপদে রাখে (আ,বু,মু,দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ সুযোগ।

١٦٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ

مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرٰي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهِ ·

১৬০৮। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে শহীদের জন্য ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ রয়েছে। তার প্রথম রক্তবিন্দু পতিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়, তার বেহেশতের বাসস্থান তাকে দেখানো হয়, তাকে কবরের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হয়, সে কঠিন ভীতিপূর্ণ দিবস থেকে নিরাপদে থাকে, তার মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। টানা টানা আয়তলোচনা বাহাত্তরজন বেহেশতী হূরকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে এবং তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

١٦٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيْدِ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا يَقُوْلُ حَتّٰى اُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِمَّا يَرٰى مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِنَ الْكَرَامَةِ ·

১৬০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বেহেশতবাসীদের মধ্যে শহীদ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দুনিয়াতে ফিরে আসতে উৎসাহ বোধ করবে না। শহীদ ব্যক্তিই পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করার আকাঙক্ষা করবে। আল্লাহ তাকে যেসব নিয়ামত ও মর্যাদা দিবেন তা দেখে সে বলবে, আমি দশবার আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হব (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ২৬

আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদানের ফযীলাত।

١٦١٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ اَبُو النَّضْرِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (عَلَيْهَا) وَ مَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا (عَلَيْهَا) وَلَرَوْحَةٌ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لَغَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (عَلَيْهَا) .

১৬১০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক দিন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত কিছু থেকে উত্তম। (জিহাদের মাঠে) বান্দার একটি বিকাল অথবা একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত কিছু থেকে কল্যাণকর। তোমাদের কারো চাবুক পরিমাণ বেহেশতের জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যকার (উপরের) সব কিছু থেকে উত্তম (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦١١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ بِشُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِىْ مُرَابَطٍ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلٰى اَصْحَابِهِ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيْهِ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِىَ لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৬১১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) বলেন, একদা সালমান ফারসী (রা) শুরাহবীল ইবনুস সিমতের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন তার ঘাঁটিতে পাহারারত ছিলেন। পাহারার কাজটি তার ও তার সাথীদের জন্য বড়ই দুঃসাধ্য লাগছিল। তিনি (সালমান) বলেন, হে সিমতের পুত্র! আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি ? তিনি বলেন, হাঁ। সালমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিন সীমান্ত পাহারা দেয়া একাধারে এক মাস রোযা রাখা এবং রাতে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম ও অধিক কল্যাণকর। যে ব্যক্তি এই কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারা যাবে তাকে কবরের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা হবে এবং তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্ধিত হতে থাকবে (আ,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সালমানের হাদীসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। কেননা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির তার সাক্ষাত লাভ করেননি। অপর এক বর্ণনায় মাকহূল-শুরাহবীলের সূত্রে, তিনি সালমানের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٦١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِّنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ .

১৬১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (নিজ দেহে) জিহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে হাযির হবে, তার দীনদারী ও কাজের মধ্যে বিরাট ত্রুটি থেকে যাবে (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, ওলীদ ইবনে মুসলিম-ইসমাঈল ইবনে রাফে সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। ইসমাঈল ইবনে রাফেকে কোন কোন হাদীস বিশারদ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবী বা তার সমপর্যায়ভুক্ত (মুকারিবুল হাদীস)। উল্লেখিত হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

١٦١٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ مَوْلٰى

عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنِّيْ كَتَمْتُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّيْ ثُمَّ بَدَا لِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمُوْهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَابَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ .

১৬১৩। উসমান ইবনে আফফান (রা)-র গোলাম আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-কে মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি (উসমান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনা একটি হাদীস তোমাদের সামনে অব্যক্ত রেখেছি এই ভয়ে যে, (তা শুনে) তোমরা হয়ত আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পরে আমার চেতনা হল যে, এটা তোমাদের কাছে বর্ণনা করি, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য তা পছন্দ করে নিতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ অন্য (কোন কাজে) কোথাও এক হাজার দিন অতিবাহিত করার তুলনায় আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিন সীমান্ত পাহারা দেয়া (বা শত্রুর অপেক্ষায় থাকা) অধিক কল্যাণকর (আ,ই,না)।

উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইমাম বুখারী (র) বলেন, উসমান (রা)-র মুক্তদাস আবু সালেহ-এর নাম তুরকান।

١٦١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ .

১৬১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট কেবল ততটুকুই অনুভব করে, তোমাদের কোন ব্যক্তিকে একবার চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে (না,ই,দার)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

١٦١٥. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَانَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ الْفِلَسْطِيْنِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ قَطرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِىْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْاَثَرَانِ فَاَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ .

১৬১৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছু নেই। যে অশ্রুর ফোঁটা আল্লাহ্র ভয়ে পতিত হয়, যে রক্তের ফোঁটা আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) নির্গত হয় এবং যে চিহ্ন (ক্ষত) আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদে) সৃষ্টি হয়, যে চিহ্ন আল্লাহ্র নির্ধারিত কোন ফরজ আদায় করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় (যেমন কপালে সিজদার চিহ্ন)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

ত্রিবিংশ অধ্যায়

اَبوَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(জিহাদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

অক্ষম লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অবকাশ।

١٦١٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِالْكَتِفِ اَوِ اللَّوْحِ فَكَتَبَ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلْ لِيْ مِنْ رُخْصَةٍ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ·

১৬১৬। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমার জন্য কাঁধের হাড় অথবা তক্তা নিয়ে আস। তিনি তাতে এই আয়াত লিখালেন ঃ "মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে তারা সমকক্ষ হতে পারে না"। আমর ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) তাঁর পিছনে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমার জন্য (ঘরে বসে থাকার) অনুমতি আছে কি ? তখন নাযিল হল ঃ "অক্ষম লোক ব্যতীত" (বু,মু,না,আ)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। শোবা ও সুফিয়ান সাওরীও আবু ইসহাকের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, জাবির ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১. পূর্ণ আয়াতের অর্থঃ "যেসব মুমিন কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে তারা (মার্যদায়) সমান নয়। আল্লাহ নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের উপর জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীদের উচ্চ মর্যাদা রেখেছেন। এদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন" (সূরা নিসা ঃ ৯৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
কেউ পিতা-মাতাকে একাকী রেখে জিহাদে রওনা হলে।

١٦١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَلَكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ .

১৬১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে তাঁর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইল। তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের সেবায় জিহাদ কর (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল আব্বাস ছিলেন মক্কার অধিবাসী একজন অন্ধ কবি। তার নাম সাইব ইবনে ফাররূখ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
কোন ব্যক্তিকে (ক্ষুদ্র) অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করা।

١٦١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فِىْ قَوْلِهِ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِىٍّ السَّهْمِىُّ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَرِيَّةٍ اَخْبَرَنِيْهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৬১৮। ইবনে জুরাইজ (র) আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও"২ সম্পর্কে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ইবনে কায়েস ইবনে আদী আস-সাহ্‌মী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি (ক্ষুদ্র) অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করে পাঠান (বু,মু,আ)।

২. সূরা নিসা, ৫৯ নং আয়াত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল ইবনে জুরাইজের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
একাকী সফর করা অনুচিত।

١٦١٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ مِنَ الْوِحْدَةِ مَا سَرٰى رَاكِبٌ بِلَيْلٍ يَعْنِىْ وَحْدَهُ .

১৬১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একাকী ভ্রমণে যে কি (অনিষ্ট) রয়েছে, তা আমি যেরূপ জানি, অন্যরাও তদ্রূপ জানতে পারলে কোন আরোহীই রাতের বেলা একাকী সফর করত না (আ,বু,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আসিমের রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আসিমের পিতা মুহাম্মাদ, দাদা যায়েদ, পরদাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আসিম নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী। আর আসিম ইবনে উমার আল-উমারী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আমি তার সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করি না।

١٦٢٠. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ .

১৬২০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একজন আরোহী এক শয়তান, দুইজন আরোহী দুই শয়তান এবং তিনজন আরোহী একটি জামাআত (আ,মা,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যুদ্ধে মিথ্যা ও কৌশলের আশ্রয় নেয়ার অনুমতি আছে।

١٦٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ٠

১৬২১। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুদ্ধ হল কৌশল (আ,দা,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, যায়েদ ইবনে সাবিত, আইশা, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আসমা বিনতে ইয়াযীদ, কাব ইবনে মালেক ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

রাসূলুল্লাহ (সা) কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

١٦٢٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَاَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ فَقِيْلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ اَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ اَيَّتُهُنَّ كَانَ اَوَّلَ قَالَ ذَاتُ الْعُشَيْرِ اَوِ الْعُشَيْرَةِ ٠

১৬২২। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর পাশে উপস্থিত ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বলেন, উনিশটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কতটি যুদ্ধে আপনি তাঁর সাথে ছিলেন? তিনি বলেন, সতেরটি। আমি বললাম, এর মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ যুদ্ধটি ছিল? তিনি বলেন, যাতুল উশাইর বা উশাইরার যুদ্ধ (বু,মু)।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

৩. যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি অধিনায়কত্ব করেছেন তার সংখ্যা ২৭ মতান্তরে ২৮। তাঁর নির্দেশে যেসব যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয় তার সংখ্যা ৬০। এসব যুদ্ধে উভয় পক্ষের ১০১৮ জন লোকের অধিক নিহত হয়নি। মাত্র দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আরবের দশ লাখ বর্গ মাইল এলাকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শাসনাধীনে আসে (সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর নবীয়ে রহমত গ্রন্থের 'এক নজরে রাসূল (সা) পরিচালিত যুদ্ধাভিযানসমূহ' অধ্যায় থেকে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
যুদ্ধের সময় (সৈন্যদেরকে) সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করা।

١٦٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَبَّانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلاً .

১৬২৩। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে আমাদেরকে রাতের বেলা সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রে এটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) সরাসরি ইকরিমা থেকে হাদীস শুনেছেন। তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীর সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাতে লক্ষ্য করি যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ আর-রাযী সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু পরে তিনি তাকে দুর্বল রাবী আখ্যায়িত করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
যুদ্ধের সময় দোয়া করা।

١٦٢٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَانَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .

১৬২৪। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দোয়া করার সময় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী এবং দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! শত্রুবাহিনীকে পরাজিত কর এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত কর"(বু,মু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
মহানবী (সা)-এর ক্ষুদ্র পতাকার বর্ণনা।

١٦٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِى الدُّهْنِيَّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ .

১৬২৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর ক্ষুদ্র পতাকা ছিল সাদা রং-এর (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শারীকের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদামের কাছ থেকেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও কেবল এই সূত্রটিই (শারীক-ইয়াহ্ইয়া) উল্লেখ করেন। একাধিক রাবী পর্যায়ক্রমে শারীক, আম্মার, আবুয যুবাইর, অতঃপর জাবির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ী"। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এটিই হল সেই হাদীস। আবু ঈসা বলেন, দুহ্ন হল বাজীলা গোত্রের একটি শাখা গোত্র। আম্মার আদ-দুহ্নীর ডাকনাম আবু মুআবিয়া। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। হাদীসবিদদের মতে তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়) পতাকার বর্ণনা।

١٦٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَسْاَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرَةٍ .

১৬২৬। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের মুক্তদাস ইউনুস ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বড়) পতাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আমাকে বারাআ ইবনে আযিব (রা)-র কাছে পাঠান। বারাআ (রা) বলেন, পতাকাটি ছিল কালো রং-এর, বর্গাকৃতির এবং পশমী কাপড়ের (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে আবু যাইদার সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আলী, হারিস ইবনে হাস্সান ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইয়াকূব আস-সাকাফীর নাম ইসহাক, পিতা ইবরাহীম। উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসাও তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ وَ هُوَ السَّالِحَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ حِبَّانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ لاَحِقَ بْنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَ لِوَاؤُهُ اَبْيَضَ .

১৬২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাইয়াহ (বড় পতাকা) ছিল কালো রং-এর এবং লিওয়া (ছোট পতাকা) ছিল সাদা রং-এর (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা হিসাবে এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ) প্রতীক বা সংকেতধ্বনি।

١٦٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِيْ صُفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَقُوْلُوْا "حم" لاَ يُنْصَرُوْنَ .

১৬২৮। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন একজনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ শত্রু বাহিনী যদি তোমাদের রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তবে তোমরা এই সংকেত উচ্চারণ কর ঃ 'হা-মীম', তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তাদের কতক রাবী আবু ইসহাকের সূত্রে সুফিয়ান সাওরীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তার বরাতে মুহাল্লাব-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা।

١٦٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِيْ عَلٰى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةُ اَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلٰى سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا .

১৬২৯। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার তরবারি সামুরা (রা)-র তরবারির আকৃতিতে তৈরি করেছি। সামুরা (রা) বলেন যে, তিনি তার তরবারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির আদলে তৈরি করেছেন। তাঁর তরবারি ছিল আহ্নাফ গোত্রের তরবারির অনুরূপ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র) উসমান ইবনে সাদ আল-কাতিবের স্মরণশক্তির সমালোচনা করে তাকে স্মরণশক্তির দিক থেকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

যুদ্ধ চলাকালে রোযা না রাখা।

١٦٣٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَنْبَاَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَاٰذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ فَاَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَاَفْطَرْنَا اَجْمَعُوْنَ .

১৬৩০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাররায-যাহরান নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলা করার কথা জানিয়ে

দিলেন। তিনি আমাদেরকে রোযা ভংগের নির্দেশ দিলেন। তাই আমরা সকলে রোযা ভেংগে ফেললাম (মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
ভীতিপ্রদ অবস্থায় বাইরে বের হওয়া।

١٦٣١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَاكَانَ مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

১৬৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা (রা)-র মানদূব নামক ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন। তিনি বাইরে গিয়ে ভীতির কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে বলেন ঃ ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি অবশ্য ঘোড়াটিকে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় বেগবান পেলাম (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَارَاَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

১৬৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মদীনার লোকদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি ধার নিলেন। তিনি (বাইরে থেকে ঘুরে এসে) বলেন ঃ আমরা ভয়ের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। অবশ্য আমরা ঘোড়াটিকে সমুদ্রের স্রোতের মত বেগবান পেলাম (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَجْرَاَ النَّاسِ وَاَجْوَدِ النَّاسِ وَاَشْجَعِ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِى الْفَرَسَ ·

১৬৩৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ, দানশীল ও সাহসী। আনাস (রা) বলেন, এক রাতে মদীনাবাসীগণ একটি (বিকট) শব্দ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা (রা)-র একটি জিনবিহীন ঘোড়ায় চড়ে স্কন্দে তরবারি ঝুলিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন, তোমরা ভয় পেও না, তোমরা ভয় পেও না। তিনি আরও বলেন, এটাকে আমি সমুদ্রের ন্যায় বেগবান পেয়েছি অর্থাৎ ঘোড়াটিকে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

যুদ্ধ চলাকালে অবিচল থাকা।

١٦٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَجُلٌ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَا عُمَارَةَ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ وَلّٰى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَغْلَتِهِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحٰرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ·

১৬৩৪। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারা! আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

(যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ফেলে) রেখে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! কখনো নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। বরং কিছু সংখ্যক তাড়াহুড়াকারী ব্যক্তি পলায়ন করেছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ "নিঃসন্দেহে আমি (আল্লাহ্র) নবী, এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর" (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَاِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَيْنِ وَمَامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةُ رَجُلٍ .

১৬৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধের দিন দুইটি দলকে পলায়নপর দেখতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একশো জন লোকও ছিল না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল উবাইদুল্লাহ্র রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

তরবারি ও তার অলংকরণ সম্পর্কে।

١٦٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهٖ مَزِيْدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ عَلٰى سَيْفِهٖ ذَهَبٌ وَّ فِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً .

১৬৩৬। মাযীদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর তরবারি ছিল সোনা-রূপা

খচিত। (অধঃস্তন রাবী) তালিব বলেন, আমি তাকে (হূদকে) রূপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তরবারির হাতল ছিল রৌপ্য খচিত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হূদ-এর নানার নাম ছিল মাযীদা আল-আসরী।

١٦٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ .

১৬৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির হাতল ছিল রৌপ্যখচিত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাম্মামও কাতাদার সূত্রে, তিনি আনাসের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কতক রাবী কাতাদা থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বাট ছিল রৌপ্য খচিত (এই সূত্রে এটি মুরসাল হাদীস)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
লৌহ বর্মের বর্ণনা।

١٦٣٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ فَنَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتّٰى اِسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ .

১৬৩৮। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে দু'টি লৌহ বর্ম ছিল। তা পরিহিত অবস্থায় তিনি (আহত হওয়ার পর) একটি পাথরের উপর উঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু সক্ষম হননি। তিনি তালহা (রা)-কে নিচে বসিয়ে তার কাঁধে চড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের উপর উঠে আসীন হন। যুবাইর (রা)

বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তালহা তার জন্য জান্নাত (বেহেশত) অবধারিত করে নিল (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ও সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

শিরস্ত্রাণের বর্ণনা।

١٦٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَقِيْلَ لَهُ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ .

১৬৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহার শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বলা হল, ইবনে খাতাল কাবার পর্দার সাথে জড়িয়ে আছে। তিনি বলেন ঃ তাকে হত্যা কর (বু,মু,দা,না,ই)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম মালেক (র) ব্যতীত অপর কোন প্রবীণ রাবী ইবনে শিহাব (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না তা আমরা জানি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ঘোড়ার মর্যাদা।

١٦٤٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَ الْمَغْنَمُ .

১৬৪০। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বাঁধা রয়েছে ঃ পুরস্কার ও গানীমাত (বু,মু,না,ই,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উরওয়া হলেন আবুল জাদ আল-বারিকীর পুত্র, তাকে উরওয়া আল-জাদ-ও বলা হয়। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু সাঈদ, জারীর, আবু হুরায়রা, আসমা বিনতে ইয়াযীদ, মুগীরা ইবনে

৪. ইবনে খাতাল ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় (অনু.)।

শোবা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ বলেন, এ হাদীসের মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে তা হল, প্রত্যেক ইমামের নেতৃত্বে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

কোন্ ধরনের ঘোড়া উত্তম।

١٦٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْخَيْلِ فِى الشُّقْرِ ·

১৬৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লাল বর্ণের ঘোড়ার মধ্যে কল্যাণ নিহিত (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল এই সূত্রে শাইবানের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

١٦٤٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْاَدْهَمُ الْاَقْرَحُ الْاَرْثَمُ ثُمَّ الْاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلٰى هٰذِهِ الشِّيَةِ ·

১৬৪২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কালো বর্ণের ঘোড়া সর্বোত্তম, যার কপাল ও উপরের ওষ্ঠ সাদা। অতঃপর যে ঘোড়ার ডান পা ও কপাল ব্যতীত অবশিষ্ট পাগুলো সাদা। যদি কালো ঘোড়া না পাওয়া যায় তবে লাল-কালো মিশ্রিত বর্ণের ঘোড়া উত্তম (আ,ই,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ওয়াহ্‌ব ইবনে জারীর-তার পিতা-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইউব-ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব, এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

কোন্ ধরনের ঘোড়া অপছন্দনীয়।

١٦٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّخَعِىُّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ ·

১৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকাল ঘোড়া অর্থাৎ তিন পা সাদা ও এক পা শরীরের রং বিশিষ্ট ঘোড়া অপছন্দ করেছেন (আ,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এই হাদীস শোবা-আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাসআমী-আবু যুরআ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু যুরআর নাম হারিস, পিতা আমর ইবনে জারীর। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ আর-রাযী-জারীর-উমারা ইবনুল কাকা বলেন, ইবরাহীম নাখাঈ (র) আমাকে বলেছেন, আপনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করলে আবু যুরআর সূত্রে তা বর্ণনা করবেন। কারণ তিনি একদা আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বেশ কয়েক বছর পর আমি পুনরায় তাকে সেই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা হুবহু বর্ণনা করেন, তাতে একটুও ত্রুটি করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা।

١٦٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ اَمْيَالٍ وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيْلٌ وَكُنْتُ فِيْمَنْ اَجْرٰى فَوَثَبَ بِىْ فَرَسِىْ جِدَارًا .

১৬৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফ্‌ইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হালকা শরীরবিশিষ্ট ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এই দু'টি স্থানের মাঝখানের দূরত্ব ছয় মাইল। তিনি সানিয়্যাতুল বিদা থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত ভারী দেহবিশিষ্ট অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এ দু'টি স্থানের মাঝখানের দূরত্ব এক মাইল। আমিও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। আমার ঘোড়াটি আমাকে-সহ লাফ দিয়ে (মসজিদের) একটি দেয়াল টপকে যায় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও সাওরীর সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, জাবির, আনাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٤٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ اَبِىْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِىْ نَصْلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ .

১৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তীর নিক্ষেপ এবং উট ও ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই (আ,দা,না,ই,মা,হা)।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

গাধা দিয়ে ঘোটকীর পাল দেয়া (সংগম করানো) নিষেধ।

١٦٤٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَهْضَمٍ مُوْسَى بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَاْمُوْرًا مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَىْءٍ اِلاَّ بِثَلاَثٍ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَاَنْ لاَ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ لاَ نُنْزِىَ حِمَارًا عَلٰى فَرَسٍ .

১৬৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন আদিষ্ট বান্দা। তিনি আমাদেরকে তিনটি বিষয় ব্যতীত কোন বিশেষ নির্দেশ দেননি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন উত্তমরূপে উযু করি, সদাকার জিনিস না খাই এবং গাধা দিয়ে ঘোটকীর পাল না দেই (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি আবু জাহ্‌দাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর মতে তার বর্ণনাটি সুরক্ষিত নয়। কেননা তিনি এ বর্ণনাটির ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা ও আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ-আবু জাহ্‌দাম-আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনাটিই সহীহ।

---

৫. উপরোক্ত বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ (তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ৫ খ., পৃ. ৩৫২-৩)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

দুঃস্থ মুসলমানদের অসীলা দিয়ে বিজয়ের প্রার্থনা করা।

١٦٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَبْغُوْنِىْ فِىْ ضُعَفَاءِكُمْ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ ٠

১৬৪৭। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে তোমাদের নিঃস্ব-দুর্বল লোকদের মাঝে তালাশ কর। কেননা তোমরা অসহায়-দুর্বল লোকদের অসীলায় রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্য-সহযোগিতাও (দা,না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা।

١٦٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ ٠

১৬৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কাফেলার সাথে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে ফেরেশতাগণ তাদের সংগী হয় না (আ,দা,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আইশা, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

কোন ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করা।

١٦٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ الْجَوَّابِ اَبُوْ الْجَوَّابِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَاَمَّرَ عَلٰى اَحَدِهِمَا عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَلَى الْاٰخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِىٌّ قَالَ فَافْتَتَحَ عَلِىٌّ حِصْنًا

فَاَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِيْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْـدِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَشْي (بِشَيْئٍ) بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاَ الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَاتَرٰى فِيْ رَجُلٍ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ قُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ غَضَبِ رَسُوْلِهِ وَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ فَسَكَتَ ٠

১৬৪৯। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি বাহিনী (যুদ্ধে) পাঠান। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে এক দলের এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে অপর দলের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধ চলাকালে আলী সমগ্র বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। রাবী বলেন, আলী (রা) একটি দুর্গ দখল করেন এবং বন্দীদের মধ্য থেকে একটি বাঁদী নিজের জন্য নিয়ে নেন। খালিদ (রা) এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখে তা নিয়ে আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (চিঠি নিয়ে) হাযির হলাম। তিনি তা পড়লেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন তার সম্পর্কে তুমি কি ভাব! আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তো পত্রবাহক মাত্র। এ কথায় তিনি নীরব হলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আহওয়াস ইবনে জাওয়াবের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসের শব্দ "ইয়াশী (বিশায়ইন) বিহি" অর্থ ঃ তার সমালোচনাযুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
ইমাম (নেতা) সম্পর্কে।

١٦٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِـهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ

رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

১৬৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী (দায়িত্ব পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যিনি জনগণের নেতা তাকে তার রাখালী (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রাখাল (অভিভাবক)। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রাখাল (ব্যবস্থাপিকা)। এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের রাখাল (পাহারাদার)। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (আ,দা,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আনাস ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মূসার হাদীস সুরক্ষিত নয়। অনুরূপভাবে আনাসের হাদীসও অরক্ষিত। ইবরাহীম ইবনে বাশশার আর-রামাদী-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বুরদা-আবু বুরদা-আবু মূসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন ইবনে বাশশার। তিনি বলেন, একাধিক ব্যক্তি সুফিয়ান থেকে-বুরাইদ–আবু বুরদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণিত এবং এটাই সঠিক। মুহাম্মাদ বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম-মুআয ইবনে হিশাম-তার পিতা-কাতাদা-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اِسْتَرْعَاهُ

"আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে বিষয়ের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন তৎসম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন"।

ইমাম বুখারী এটাকে অরক্ষিত হাদীস বলেছেন। মুআয ইবনে হিশাম-তার পিতা হিশাম-কাতাদা-হাসান বসরী (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটা মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

নেতার আনুগত্য করা।

١٦٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدِ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ اِبْطِهِ قَالَتْ فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا مَا اَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ .

১৬৫১। উম্মুল হুসাইন আল-আহ্‌মাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের সময় ভাষণ দিতে শুনেছি। তখন তাঁর শরীরে একটি চাদর ছিল। তিনি এটা নিজের বগলের নিচে পেচিয়ে রেখেছিলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁর বাহুর গোশতপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তা দোল খাচ্ছে। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ উপস্থিত জনমণ্ডলী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যদি কোন নাক-কান কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয়, তবে সে যতক্ষণ তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠিত রাখবে ততক্ষণ তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

١٦٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ .

১৬৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নেতার কথা শোনা ও আনুগত্য করা প্রত্যেক

মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দমত হোক বা অপছন্দনীয়, যতক্ষণ তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ না দেয়া হবে। তবে তাকে গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হলে তা না শোনা এবং না মানাই তার কর্তব্য (আ,ই,দা,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইমরান ইবনে হুসাইন ও হাকাম ইবনে আমর আল-গিফারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

পশুর লড়াই অনুষ্ঠান এবং কোন প্রাণীর মুখে দাগ দেয়া বা আঘাত করা নিষেধ।

١٦٥٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْـيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْـدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاَعْـمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْـيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১৬৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর লড়াই বাধাতে নিষেধ করেছেন (দা)।

١٦٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْـمٰنِ بْنُ مَهْـدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْـمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১৬৫৪। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর লড়াই অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করেছেন।

এ বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই সূত্রে হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা কুতবার বর্ণনার তুলনায় অধিকতর সহীহ। শরীক-আমাশ-মুজাহিদ-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে আবু ইয়াহ্ইয়ার উল্লেখ নাই। আবু মুআবিয়া এটিকে আমাশ-মুজাহিদ-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে তালহা, জাবির, আবু সাঈদ ও ইকরাশ ইবনে যুয়াইব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٥٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْـهِ .

১৬৫৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডলে দাগ দিতে এবং তাতে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন (আ,মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

বালেগ হওয়ার বয়সসীমা এবং বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণের সময়।

١٦٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِىْ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِىْ جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِىْ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ يُّفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ.

১৬৫৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে গ্রহণ করেননি। পরবর্তী বছর আবার আমাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার জন্য তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল পনর বছর। এবার তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। নাফে (র) বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর সামনে এ হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই (বালেগ ও নাবালেগের) মধ্যে পার্থক্যকারী বয়সসীমা। অতঃপর যারা পনর বছর বয়সে পৌঁছেছে তাদের জন্য তিনি বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ জারী করেন।

ইবনে আবী উমার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-উবাইদুল্লাহ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে নাফে (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বললেন ঃ এ হলো বালেগ ও নাবালেগের যুদ্ধে যোগদানের বয়সসীমা। এই সূত্রে ফরমান জারীর উল্লেখ নাই। ইসহাক ইবনে ইউসুফের সূত্রে বর্ণিত হাদীস হাসান ও সহীহ এবং সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনা হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলে।

١٦٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَلْتُ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيُكَفِّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ .

১৬৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান হল সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হই তবে তাতে আমার গুনাহসমূহ কি মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাঁ। তুমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমন অবস্থায় নিহত হও যে, তুমি ধৈর্য ধারণকারী, সওয়াবের আশাবাদী, অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পুনরায় বল তুমি যা জিজ্ঞেস করেছিলে? লোকটি বলল, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হই তবে কি তাতে আমার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ, তোমার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে যদি তুমি ধৈর্যশীল হও, সওয়াবের আকাঙ্ক্ষী ও সৎ উদ্দেশ্য পোষণকারী হও, অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঋণ মাফ হবে না, কেননা জিবরাঈল আমাকে এ কথা বলেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, মুহাম্মাদ ইবনে জাহ্‌শ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি কতিপয় রাবী সাঈদ আল-মাকবুরী, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী প্রমুখ-সাঈদ আল-মাকবুরী-আবদুল্লাহ ইবনে আবু

কাতাদা-তাঁর পিতা আবু কাতাদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ আল-মাকবুরী-আবু হুরায়রার বর্ণনার তুলনায় এই বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
শহীদদের দাফনকার্য সম্পর্কে।

١٦٥٨. حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شُكِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ اَحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا وَاَدْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِىْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا فَمَاتَ اَبِىْ فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَىْ رَجُلَيْنِ .

১৬৫৮। হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শহীদদের কথা বলা হলে তিনি বলেন ঃ প্রশস্ত করে কবর খনন কর, সৌহার্দপূর্ণ আচরণ কর এবং দুই-দুইজন অথবা তিন-তিনজনকে একই কবরে দাফন কর। এদের মধ্যে যে বেশী কুরআন সম্পর্কে পারদর্শী ছিল তাকে সম্মুখে (কিবলার দিকে) রাখ। রাবী বলেন, আমার পিতাও নিহত হন। তাকে দুই ব্যক্তির সামনে রাখা হয় (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে খাব্বাব, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এই হাদীস আইউব-হুমাইদ ইবনে হিলাল-হিশাম ইবনে আমর (র) সূত্রে বর্ণিত। আবুদ দাহ্মার নাম কিরফা, পিতার নাম বুহাইম বা বাহীম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
পরামর্শ করা।

١٦٥٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِئَ بِالْاُسَارٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰؤُلاَءِ الْاُسَارٰى فَذَكَرَ قِصَّةً فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَوِيْلَةً .

১৬৫৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এসব বন্দীর ব্যাপারে তোমাদের কি মত? এরপর রাবী দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু আইউব, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উবাইদা তার পিতা থেকে হাদীস শুনার সুযোগ পাননি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

مَا رَايْتُ اَحَداً اَكْثَرَ مَشْوَرَةً لِاَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা নিজ সংগীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫
বন্দীর লাশের কোন বিনিময় নাই।

١٦٦٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَّشْتَرُوْا جَسَدَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعَهُمْ اِيَّاهُ .

১৬৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা মুশরিকরা তাদের এক মুশরিকের লাশ ক্রয় করতে চাইল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে লাশ বিক্রয় করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা এ হাদীসটি কেবল হাকামের রিওয়ায়াত হিসাবেই জানতে পেরেছি। হাজ্জাজ ইবনে আরতাতও এটিকে হাকামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইবনে আবু লাইলার কোন হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, ইবনে আবু লাইলা ব্যক্তিগতভাবে খুবই সৎলোক। কিন্তু তার সহীহ হাদীসগুলো দুর্বল হাদীসগুলো থেকে পৃথক করা কঠিন। তাই আমি তার থেকে কোন হাদীসই বর্ণনা করি না। ইবনে আবু লাইলা ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ও ফিক্হবিদ, কিন্তু তিনি সনদের বর্ণনায় গোলমাল করেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমাদের ফিক্হবিদ হলেন ইবনে আবু লাইলা ও আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন।

١٦٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ قَالَ بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَاَنَا فِئَتُكُمْ .

১৬৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি বাহিনী অভিযানে পাঠান। (শত্রুর আক্রমণে) এক পর্যায়ে আমাদের কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা মদীনায় ফিরে এসে (লজ্জায়) আত্মগোপন করে থাকলাম আর (মনে মনে) বললাম, আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়নকারী। তিনি বলেন ঃ বরং তোমরা (নিজেদের ইমামের কাছে) পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং আমি তোমাদের দলের সাথেই আছি (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। "ফাহাসান-নাসু হাইসাতান"-এর অর্থ ঃ "তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল"। "বাল আনতুমুল আক্কারূন" অর্থ "যারা নেতার সাহায্যের জন্য তার কাছে ফিরে আসে", এটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

শহীদকে তার নিহত হওয়ার স্থানে দাফন করা।

١٦٦٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ نُبَيْحًا الْعَنَزِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِىْ بِاَبِىْ لِتَدْفِنَهُ فِىْ مَقَابِرِنَا فَنَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا الْقَتْلٰى اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ .

১৬৬২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার ফুফু আমার পিতার লাশ নিজেদের কবরস্তানে দাফন করার জন্য নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করলেন, "শহীদদের তাদের নিহত হওয়ার স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আস" (আ,দা,দার,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের অভ্যর্থনা জানানো।

١٦٦٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوْكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ السَّائِبُ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَاَنَا غُلاَمٌ .

১৬৬৩। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধশেষে ফিরে এলে লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সাইব (রা) বলেন, আমিও লোকদের সাথে অগ্রসর হলাম। তখন আমি বালক ছিলাম (বু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

ফাই সম্পর্কে।

١٦٦٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ اَهْلِهِ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৬৬৪। মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফাই হিসাবে যেসব সম্পদ দান করেছিলেন, নাদীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানরা তা অর্জন করতে না ঘোড়া দৌড়িয়েছে আর না উট

হাঁকিয়েছে (বিনা যুদ্ধে অর্জিত)। এই সম্পদ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজনের সাংবাৎসরিক ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করায় ব্যয় করতেন (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এই হাদীস মামারের সূত্রে, তিনি ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

اَبوابُ اللِّبَاسِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(পোশাক–পরিচ্ছদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

পুরুষের রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার।

١٦٦٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَاُحِلَّ لِاِ نَاثِهِمْ ۔

১৬৬৫। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র এবং সোনার অলংকার ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং স্ত্রীলোকদের জন্য হালাল করা হয়েছে (আ,দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, উকবা ইবনে আমের, উম্মু হানী, আনাস, হুযাইফা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, জাবির, আবু রাইহানা, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা, ইবনে উমার ও বারাআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهٰى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلاَثٍ اَوْ اَرْبَعٍ .

১৬৬৬। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দানকালে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

যুদ্ধের সময় রেশমী বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٦٦٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ قَالَ وَرَاَيْتُهُ عَلَيْهِمَا ٠

১৬৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) এক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেদের শরীরে উকুন হওয়ার অভিযোগ করেন। তিনি তাদের উভয়কে রেশমী কাপড়ের জামা পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাদের উভয়ের পরিধানে তা দেখেছি (বু,মু,দা,না,ই,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বর্ণখচিত জুব্বা উপহার।

١٦٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ قَدِمَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ فَقُلْتُ اَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ فَبَكٰى وَقَالَ اِنَّكَ لَشَبِيْهٌ بِسَعْدٍ وَاِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ اَعْظَمِ النَّاسِ وَاَطْوَلِهِمْ وَاِنَّهُ بُعِثَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجٌ فِيْهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ اَوْ قَعَدَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا فَقَالُوْا مَا رَاَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ ٠

১৬৬৮। ওয়াকিদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমাদের এখানে) আনাস ইবনে মালেক (রা) আগমন করলে আমি তার কাছে আসলাম। তিনি (আমাকে) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি ওয়াকিদ ইবনে আমর। রাবী বলেন, তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, সাদের

চেহারার সাথে তোমার চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে। সাদ (রা) ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান, বলিষ্ঠ ও লম্বা দেহের অধিকারী। একবার তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সোনার কারুকার্য খচিত দীবাজ (রেশম ও সূতা মিশ্রিত) কাপড়ের একটি জুব্বা পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিধান করে মিম্বারে উঠে দাঁড়ান অথবা বসেন। লোকেরা তা স্পর্শ করে দেখতে লাগল এবং বলতে লাগল, আজকের মত এরূপ পোশাক আমরা আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন ঃ এর সৌন্দর্য দেখে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ! তোমরা যা দেখছ, বেহেশতে সাদের রুমাল তার চেয়ে অধিক উত্তম (আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

পুরুষদের জন্য লাল রং-এর পোশাক পরিধান অনুমোদিত।

١٦٦٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَارَاَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالطَّوِيْلِ .

১৬৬৯। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর আমি আর কোন বাবরি চুলবিশিষ্ট লোক দেখিনি। তাঁর বাবরি চুল কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল। তিনি না খর্বাকৃতির ছিলেন আর না দীর্ঘাকৃতির (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা, আবু রিমসা ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

পুরুষদের জন্য হলুদ রং-এর কাপড় পরিধান মাকরূহ।

١٦٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ .

১৬৭০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাস্‌সী (সূতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড়) ও হলুদ রং-এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন (মু,দা,না,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
পশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয।

١٦٧١. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هٰرُوْنَ الْبُرْجُمِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبْنِ وَ الْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ ·

১৬৭১। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘি, পনির ও পশমী বা চামড়ার পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন (হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে কিছুই বলেননি) তা তাঁর ক্ষমা ও উদারতার অন্তর্ভুক্ত (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই এটাকে মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। সুফিয়ান সাওরী ও আরো কতিপয় রাবী সুলাইমান আত-তাইমী-আবু উসমান সূত্রে এটাকে সালমান ফারসী (রা)-র নিজের কথা বলে বর্ণনা করেছেন। মওকূফ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ মনে হয়। এ অনুচ্ছেদে মুগীরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি ইমাম বুখারীর নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এটাকে মাহ্‌ফূয (সুরক্ষিত) মনে করি না। সুফিয়ান-সুলাইমান আত-তাইমী-আবু উসমান-সালমান (রা) সূত্রে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী আরো বলেন, সাইফ ইবনে হারূন হাদীস শাস্ত্রে জনপ্রিয় এবং সাইফ ইবনে মুহাম্মাদ, যিনি আসেমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
মৃত জীবের প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ব্যবহার।

١٦٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مَاتَتْ شَاةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَهْلِهَا اَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبَغْتُمُوْهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ .

১৬৭২। আতা ইবনে আবু রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একটি বকরী মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মালিককে বলেন ঃ তোমরা এর চামড়া ছিলে নিলে না কেন? প্রক্রিয়াজাত করার পর তা তোমরা কাজে লাগাতে পারতে (বু,মু,দা, না,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল মুহাব্বিক, মাইমূনা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মাইমূনা (রা) ও সাওদা (রা)-র সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

١٦٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

১৬৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা পাক হয়ে গেল (আ,ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা মৃত জীবের চামড়া সম্পর্কে বলেছেন, তা প্রক্রিয়াজাত করার পর পাক বলে গণ্য। ইমাম শাফিঈ এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা পাক হয়ে যায়, কুকুর ও শূকরের চামড়া ব্যতীত (তা নাপাক ও হারাম)। একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ হিংস্র জীবের চামড়া ব্যবহার করা মাকরূহ বলেছেন। তারা এটা পরিধান করতে

এবং এর উপর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, "যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা পাক হয়ে যায়" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার তাৎপর্য হল, যেসব পশুর গোশত খাওয়া হালাল, এখানে কেবল সেসব পশুর চামড়ার কথা বলা হয়েছে। নাদর ইবনে শুমাইলও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, যেসব পশুর গোশত খাওয়া হালাল সেই ক্ষেত্রে এই হাদীসের বিধান প্রযোজ্য। ইবনুল মুবারক, আহ্মাদ, ইসহাক ও হুমাইদী হিংস্র জন্তুর চামড়ার উপর নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন।

١٦٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ .

১৬৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি আসে ঃ তোমরা মৃত জীবের চামড়া এবং তন্তু কোন কাজে ব্যবহার করবে না (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র) এ হাদীসটি তার আরো কয়েকজন শায়খের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে অপর একটি সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দুই মাস পূর্বে আমাদের কাছে তাঁর একটি পত্র আসে"। আমি (তিরমিযী) আহ্মাদ ইবনে হাসানকে বলতে শুনেছি, আহ্মাদ ইবনে হাম্বল প্রথম দিকে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন। কেননা এ নির্দেশটি ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দুই মাস পূর্বেকার। তিনি বলতেন, মৃত জীবের চামড়া সম্পর্কে এটা ছিল তাঁর সর্বশেষ নির্দেশ। কিন্তু এ হাদীসের সনদে গোলমাল থাকায় তিনি তার পূর্বমত ত্যাগ করেন। কারণ কোন কোন রাবী উক্ত হাদীসের সনদ এভাবেও বিবৃত করেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম-জুহাইনা গোত্রীয় তাদের কতিপয় শায়খ থেকে বর্ণিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে বস্ত্র পরিধান মাকরূহ।

١٦٧٥. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ ‏.

১৬৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গর্ব-অহংকারে মত্ত হয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (মা,বু,মু,না,ই)।১

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, সামুরা, আবু যার, আইশা ও হুবাইব ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১. ইবনে হাজার আল-'আসকালানী (র) বলেন, অহংকারবশে পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরা কবীরা গুনাহ এবং অহংকার ব্যতীত পরা তিরস্কারযোগ্য, তবে হারাম নয়। ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, এই অভ্যাস তিরস্কারযোগ্য যে কোন অবস্থায়। ইমাম নববী (র) বলেন, অহংকারবশে তা হারাম এবং অহংকার ব্যতীত মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ (র) এই মতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, জঙঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বুঝানো মুস্তাহাব, গোছার উপরিভাগ পর্যন্ত বৈধ, মাকরূহ নয়, গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলানো অহংকারবশে হারাম এবং অহংকারবিহীনভাবে মাকরূহ তানযীহ। তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র) বলেন, এই অভ্যাসে অহংকার প্রকাশ পায়, যদিও পরিচ্ছদ পরিধানকারীর অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন মহানবী (সা) বলেন ঃ তুমি কাপড় গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা থেকে সাবধান হও। কারণ এভাবে কাপড় ঝুলানো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত (মুসনাদে আহ্‌মাদ)। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে সুফিয়ান ইবনে সুহাইল (রা)-র চাদর স্পর্শ করে বলতে শুনেছি ঃ হে সুফিয়ান! এভাবে ঝুলিয়ে পর না। কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে পরিচ্ছদ ঝুলিয়ে পরিধানকারীকে পছন্দ করেন না (নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

জাবির ইবনে সুলাইম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি তোমার লুঙ্গি বা পাজামা জংঘার অর্ধাংশ স্থান পর্যন্ত উত্তোলন করে রাখ। যদি তাতে রাজী না হও তবে পায়ের গোছা পর্যন্ত (তার নীচে নয়)। কাপড় (গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে পরা থেকে সতর্ক হও। কারণ তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলা অহংকার পছন্দ করেন না (আবু দাউদ)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত প্রলম্বিত করে মাটিতে) হেঁচড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমার লুঙ্গির একদিক হেঁচড়ায়, কিন্তু তবুও আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যারা অহংকারবশে তা করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও (আবু দাউদ)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, যাও, তুমি উযু করে এসো। তদনুযায়ী সে

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
মহিলাদের আঁচল লম্বা করে পরিধান করা।

١٦٧٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ .

১৬৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্ব-অহংকারের আতিশয্যে নিজের পরিধেয় বস্ত্র গোড়ালির নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। উম্মু সালামা (রা) বলেন, মহিলারা তাদের কাপড়ের প্রান্ত বা আঁচল কিভাবে সামলাবে? তিনি বলেন, তারা (গোড়ালি থেকে) এক বিঘত পরিমাণ উপরে

উযু করে আসলে তিনি আবারও বলেন, যাও, তুমি উযু করে এসো। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি ব্যাপার আপনি তাকে উযু করে আসতে বলেন, অতঃপর তার সম্পর্কে নীরব থাকেন। তিনি বলেন, সে তার লুঙ্গি (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়েছে। আল্লাহ তাআলা পরিধেয় বস্ত্র ঝুলন্তকারীর নামায কবুল করেন না (আবু দাউদ)। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? এরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। মহানবী (সা) উক্ত কথা তিনবার বলেন এবং আমি জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা? এরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। তিনি বলেন ঃ পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত) ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে তার খোটাদানকারী ও মিথ্যা শপথ করে স্বীয় পণ্য বিক্রয়কারী (আবু দাউদ)। হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার (অপর বর্ণনায় তাঁর নিজের) জঙ্ঘার পশ্চাদভাগ ধরে বলেন ঃ এই হল লুঙ্গির (সর্বনিম্ন) স্থান। তুমি যদি তা মানতে না চাও তবে আরো নিচে, যদি তাও মানতে না চাও তবে আরও নিচে (নামাতে পার)। যদি তুমি তাও মানতে না চাও তবে পায়ের গোছার নিচে যাওয়ার অধিকার লুঙ্গির নাই (ইবনে মাজা)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি তার দুই জঙ্ঘার মধ্যভাগ পর্যন্ত (প্রলম্বিত হতে পারে), তবে জঙ্ঘা থেকে গোছা পর্যন্ত কোন দোষ নাই। কিন্তু গোছার নিম্নাংশে পৌছলে তা জাহান্নামে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) একথা তিনবার বলেন (ইবনে মাজা)। অবশ্য মহিলাগণের জন্য পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র প্রলম্বিত করা দূষণীয় নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম (অনু.)।

রাখবে। তিনি (উম্মু সালামা) বলেন, এতে তো তাদের পা উদাম হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ তবে তারা এক হাত পরিমাণ নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে, কিন্তু এর বেশী করবে না (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কোন কোন রাবী এ হাদীস হাম্মাদ ইবনে সালামা-আলী ইবনে যায়েদ-আল-হাসান-তার পিতা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে স্ত্রীলোকদেরকে তাদের পরিধেয় বস্ত্র গোছার নীচে ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি রয়েছে। কেননা এতে তাদের পর্দা আরো সুরক্ষিত হতে পারে।

١٦٧٧. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّ الْحَسَنِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِّنْ نِطَاقِهَا ۰

১৬৭৭। উম্মুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা)-র জন্য তার কাপড়ের ঝুল এক বিঘত পরিমাণ নির্ধারিত করে দেন।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
পশমী কাপড় পরিধান করা।

١٦٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَ اِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَيْنِ ۰

১৬৭৮। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) আমাদেরকে তালিযুক্ত কম্বল (বা চাদর) এবং মোটা কাপড়ের একটি লুংগি বের করে দেখান এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

২. মূল শব্দ হল 'নিতাক' এটা ঘাগরির অনুরূপ এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র। এর প্রস্থ অপেক্ষাকৃত দ্বিগুণ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফতিমা (রা)-কে তার হাঁটুর নীচের মাংসপেশীর অর্ধাংশ থেকে নীচের দিকে এক বিঘত পরিমাণ এটা ঝুলিয়ে পরার অনুমতি দেন (অনু.)।

١٦٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ عَلٰى مُوْسٰى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوْفٍ وَجُبَّةُ صُوْفٍ وَكُمَّةُ صُوْفٍ وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ .

১৬৭৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মূসা (আ)-এর সাথে যেদিন তাঁর প্রতিপালক কথা বলেছিলেন সেদিন তাঁর পরিধানে ছিল পশমী চাদর, পশমী জুব্বা, পশমী টুপি ও পশমী পাজামা। তাঁর জুতা জোড়া ছিল মরা গাধার চামড়া দ্বারা তৈরী (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হুমাইদ ইবনে আলী আল-আরাজের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইমাম বুখারী বলেন, হুমাইদ ইবনে আলী আল-আরাজ একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। কিন্তু হুমাইদ ইবনে কায়েস আল-আরাজ ছিলেন মুজাহিদের সহচর। তিনি ছিলেন মক্কার অধিবাসী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। ছোট টুপিকে 'কুম্মা' বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কালো রং-এর পাগড়ী সম্পর্কে।

١٦٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

১৬৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে হুরাইস, ইবনে আব্বাস ও রুকানা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ীর এক প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখা।

١٦٨١. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَرَاَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ ·

১৬৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী বাঁধলে এর প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও তার পাগড়ীর এক প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ছেড়ে দিতেন। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি কাসিম ও সালেমকেও এরূপ করতে দেখেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসটি সনদের বিচারে সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

সোনার আংটি পরিধান করা নিষেধ।

١٦٨٢ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ ·

১৬৮২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকূ-সিজদায় কুরআনের আয়াত পড়তে এবং হলুদ রং-এর কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন (মু,দা,না,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٨٣ . حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ اَشْهَدُ عَلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ حَدَّثَنَا اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ·

১৬৮৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে উমার, আবু হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুত তাইয়াহ্-এর নাম ইয়াযীদ ইবনে হুমাইদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

রূপার আংটি ব্যবহার করা।

١٦٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ واحدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ وكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًا .

১৬৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রূপার তৈরী। এতে লাল রং-এর মূল্যবান আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

আংটির জন্য উত্তম পাথর।

١٦٨٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ .

১৬৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রূপার তৈরী। তার পাথরও ছিল রূপার (বু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

ডান হাতে আংটি পরিধান করা।

١٦٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فَتَخَتَّمَ بِهِ فِيْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ هٰذَا الْخَاتَمَ فِيْ يَمِيْنِيْ ثُمَّ نَبَذَهُ وَ نَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ ·

১৬৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি তৈরি করান এবং তা ডান হাতে পরিধান করেন। অতঃপর মিম্বারের উপর বসে বলেন ঃ আমি এই আংটিটি আমার ডান হাতে পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি তা খুলে ফেলেন এবং (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, জাবির, আবদুল্লাহ ইবনে জাফ'র, ইবনে আব্বাস, আইশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা)-র হাদীসটি তার কাছ থেকে অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে "তিনি তা ডান হাতে পরিধান করেন" কথাটুকু উল্লেখ নাই।

١٦٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَلَا اِخَالُهُ اِلَّا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ ·

১৬৮৭। সাল্‌ত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখেছি। আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি (দা)।

আবু ঈসা বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-আস-সালত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِيْ يَسَارِهِمَا ·

১৬৮৮। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন, হাসান ও হুসাইন (রা) তাদের বাঁ হাতে আংটি পরিধান করতেন (রা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٨٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ اَبِىْ رَافِعٍ هُوَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْمُ اَبِىْ رَافِعٍ اَسْلَمُ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِه فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِه وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِه .

১৬৮৯। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু রাফেকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে জাফর) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন (আ,ই)।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এটাই অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

আংটিতে কারুকাজ করা।

١٦٩٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تَنْقُشُوْا عَلَيْهِ .

১৬৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরি করান এবং এর গায়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খোদাই করান, অতঃপর বলেন, তোমরা এর উপর খোদাই কর না (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। তোমরা এর উপর "খোদাই কর না"-এর অর্থ ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদাই না করে।

١٦٩١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ .

১৬৯১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যাওয়ার সময় তাঁর আংটি খুলে রাখতেন (দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

١٦٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللّٰهِ سَطْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ فِيْ حَدِيْثِهٖ ثَلَاثَةَ اَسْطُرٍ ٠

১৬৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির নকশা নিম্নরূপ ছিল ঃ এক পংক্তিতে 'মুহাম্মাদ', এক পংক্তিতে 'রাসূল' এবং এক পংক্তিতে 'আল্লাহ'। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া তার বর্ণিত হাদীসে তিন সারির কথা উল্লেখ করেননি (বু)।

আনাস (রা)-র হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ছবি বা প্রতিকৃতি সম্পর্কে।

١٦٩٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ وَنَهٰى اَنْ يُّصْنَعَ ذٰلِكَ ٠

১৬৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের মধ্যে কোন ছবি রাখতে এবং তা তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু তালহা, আইশা, আবু হুরায়রা ও আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ছবি নির্মাতা ও চিত্রকরদের সম্পর্কে।

١٦٩٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهٗ دَخَلَ عَلٰى اَبِيْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهٗ قَالَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهٗ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا اَبُوْ طَلْحَةَ

انْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ فَقَالَ لاَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرَ وَقَدْ قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاقَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ اَوَ لَمْ يَقُلْ الاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ اُطْيَبُ لِنَفْسِىْ ٠

১৬৯৪। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (অসুস্থ) আবু তালহা আনসারী (রা)-কে দেখতে যান। সেখানে তিনি সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা)-কেও উপস্থিত পেলেন। রাবী বলেন, আবু তালহা (রা) নিচের চাদর সরিয়ে নেয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে ডাকেন। সাহ্ল (রা) তাকে বলেন, চাদর কেন সরাবেন? তিনি বলেন, তাতে ছবি অঙ্কিত আছে। আর এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা তো তুমি জান। সাহ্ল (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেননি, "কিন্তু কাপড়ে সামান্য অংকিত কারুকার্য থাকায় দোষ নেই ?" আবু তালহা (রা) বলেন, হাঁ। কিন্তু আমি নিজের জন্য সর্বোত্তম পথ গ্রহণ করতে চাই (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا يَعْنِى الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّوْنَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِىْ اُذُنِهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠

১৬৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ছবি বানায়, সে যতক্ষণ তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারবে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।[৩] যে ব্যক্তি কোন দল বা

৩. মুসলিম উম্মাহ্র ফকীহগণ একমত যে, ইসলামী আইনে জীব-জন্তুর ছবি অংকন বা নির্মাণ হারাম। এই বিষয়ের সমর্থনে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও সাহাবায়ে কিরামের অভিমতসমূহ পেশ করেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল। আবূ জুহাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছবি নির্মাতাকে অভিশাপ দিয়েছেন (বুখারী ঃ বুয়ূ, তালাক, লিবাস)। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কেউ নাই। এরা একটি পিপিলিকা অথবা একটি শস্যবীজ সৃষ্টি করুক তো (বুখারী ঃ লিবাস; মুসনাদ আহ্মাদ)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি জানাযায় উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে মদীনায় গিয়ে মূর্তি চূর্ণ না করে, উচ্চ

কবর সমতল না করে এবং ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। এক ব্যক্তি এই কাজে উদ্যোগী হয়ে মদীনায় পৌছল, কিন্তু লোকদের ভয়ে দায়িত্ব পালন না করেই ফিরে এলো। অতঃপর আলী (রা) গিয়ে উক্ত কাজ সম্পাদন করে এসে নবী (সা)-কে বলেন ঃ আমি কোন মূর্তি না ভেঙ্গে, কোনছবি চুরমার না করে এবং কোন উচ্চ কবর সমতল না করে ছাড়ি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এরপর যে ব্যক্তিই এই সবের কোন একটি বানাবে সে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করল (মুসলিম ঃ জানাইয; নাসাঈ ঃ জানাইয়; মুসনাদ আহ্মাদ)।

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি নিজ হাতে উপার্জনকারী। আমার উপার্জনের উপায় হচ্ছে এসব ছবি (প্রতিকৃতি) নির্মাণ। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি তোমাকে সেই কথাই বলব যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ছবি নির্মাণ করে (পরকালে) আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে। অথচ তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না।" এ কথা শুনে লোকটি খুব ক্রোধান্বিত হল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমাকে যদি ছবি নির্মাণ করতেই হয় তবে এই গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি নির্মাণ কর (বুখারী ঃ বুয়ূ; মুসলিম ঃ লিবাস; নাসাঈ ঃ কিতাবুয যীনাহ; মুসনাদ আহ্মাদ)।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে ছবি নির্মাতাগণ (বুখারী ঃ লিবাস; মুসলিম ঃ লিবাস; নাসাঈ ঃ কিতাবুয যীনাহ; মুসনাদ আহ্মাদ; এই বিষয়ে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলীতে প্রচুর সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান)।

শুধু ইসলাম ধর্মেই নয়, অপর দুইটি আসমানী ধর্মেও (ইহূদী-খৃস্টান) ছবি নির্মাণ সমভাবে নিষিদ্ধ। এখানে বর্তমান বাইবেল থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল। "তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করো না, উপরিস্থ আসমানে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবী মধ্যস্থ পানির মধ্যে যা যা আছে তাদের কোন প্রতিমূর্তি নির্মাণ করো না" (যাত্রা পুস্তক, ২০ ঃ ৪)। "তোমরা নিজেদের জন্য আবস্তু প্রতিমা নির্মাণ করো না, খোদিত প্রতিমা কিংবা স্তম্ভ স্থাপন করো না এবং এগুলোর সামনে প্রণিপাত করার জন্য তোমাদের দেশে দেশে কোন খোদিত প্রস্তর রেখো না" (লেবীয় পুস্তক, ২৬ ঃ ১)। "অতএব তোমরা নিজ নিজ সত্তা সম্পর্কে সাবধান হও, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের জন্য কোন আকারে মূর্তিতে খোদিত প্রতিমা কর, পাছে পুরুষ বা নারীর প্রতিকৃতি, পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, আকাশে উড্ডীয়মান কোন পাখির প্রতিকৃতি, ভূ-চর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি অথবা ভূমির নীচস্থ কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৪ ঃ ১৫-১৮)। যে ব্যক্তি কোন খোদিত কিংবা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, সদা প্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের হস্ত নির্মিত বস্তু নির্মাণ করে গোপনে স্থাপন করে সে শাপগ্রস্ত। সকল লোক উত্তর করে বলল, আমেন" (দ্বিতীয় বিবরণ, ২৭ ঃ ১৫)।

সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (র) তাঁর উমদাতুল কারী গ্রন্থে (২২ খ., পৃ. ৭০) লিখেছেন, আমাদের (হানাফী) ফকীহগণ এবং অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ বলেন যে, কোন জীবের ছবি নির্মাণ শুধু হারামই নয়, মারাত্মক হারাম, কবীরা গুনাহ। তা অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হোক, সর্বাবস্থায়ই ছবি তোলা হারাম। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে, সূরা সাবার ১৩ নম্বর আয়াত ও তার ব্যাখ্যা (২০ নং টীকা) পাঠ করা যেতে পারে (অনু.)।

সম্প্রদায়ের গোপন কথা অগোচরে কান পেতে শোনে, কিয়ামতের দিন তার কানে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেয়া হবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু জুহাইফা, আইশা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

চুলে কলপ ব্যবহার করা সম্পর্কে।

١٦٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ .

১৬৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বার্ধক্যের শুভ্রতা পরিবর্তন করে দাও এবং ইহূদীদের সদৃশ হয়ো না (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে যুবাইর, ইবনে আব্বাস, জাবির (ইবনে আবদুল্লাহ), আবু যার, আনাস, আবু রিমসা, জাহদামা, আবুত তুফাইল, জাবির ইবনে সামুরা, আবু জুহাইফা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٩٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ .

১৬৯৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বার্ধক্যের শুভ্রতা পরিবর্তন করার জন্য মেহেদি (হেনা) ও কাতাম (কালচে ঘাস) তৃণই উত্তম (আ,ই,দা,না)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

৪. কালো রং-এর খেযাব (চুলের কলপ) ব্যতীত অন্যান্য রং-এর খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। যারা কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাদের মধ্যে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমান হুসাইন (রা) ও জারীর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীগণের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহ্‌রী, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এই মত সমর্থন

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মাথার চুল রাখা এবং তা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা করা সম্পর্কে।

١٦٩٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ حَسَنَ الْجِسْمِ اَسْمَرَ اللَّوْنِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ اِذَا مَشٰى يَتَوَكَّأُ .

১৬৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির। তিনি দীর্ঘদেহীও ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী এবং তাঁর গায়ের রং ছিল বাদামী।

করেছেন। ইমাম নববী (র) কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তাহ্রীম বলেছেন। বস্তুত কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, "এখানে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কোনটিই অপরিহার্যরূপে পালনীয় পর্যায়ের নয় এবং এটাই সর্বজন স্বীকৃত মত। এ কারণেই এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্নমত পোষণকারীগণ একে অপরের সমালোচনা করেননি" (সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ভাষ্য দ্র.)।

কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তাহ্রীমের পর্যায়ভুক্ত হলে খেযাব না লাগিয়ে চুল-দাড়ি সাদা রাখাও মাকরূহ তাহ্রীমের পর্যায়ভুক্ত হত। কারণ হাদীসে সাদা চুল-দাড়ি খেযাব ব্যবহার করে ভিন্ন রং-এ পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোন আলেমই চুল-দাড়ি সাদা রাখাকে মাকরূহ বলেননি। কালো খেযাব ব্যবহারের অনুকূলেও রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রংগিণ কর তার মধ্যে কালো খেযাব খুবই উত্তম, তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা কাফেরদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকর (ইবনে মাজা, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খিদাব বিস-সাওয়াদ)।

ফাতাওয়া আলামগীরীতে বলা হয়েছে ঃ বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য লাল রং-এর খেযাব ব্যবহার সুন্নাত এবং তা মুসলমানদের পরিচয়বাহী চিহ্ন (আলামত)। আর শত্রুবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য মুসলিম সৈনিকদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার প্রশংসনীয়। আর নারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে কারো কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ, অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ আলেম তা সাধারণভাবেই জায়েয হিসাবে অনুমোদন করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নারীরা যেমন পুরুষদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করে, আমিও তেমন তাদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করি (যাখীরা)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হেনা, কাতাম (কালো রংবাহী উদ্ভিজ্য) ও ওয়াসমা দ্বারা দাড়ি ও মাথার চুল খেযাব করা উত্তম। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী তা দূষণীয় নয় (আল-কারদারীর ওয়াজীয গ্রন্থের বরাত আলামগীরী, কিতাবুল কারাহিয়্যা, আল-বাবুল ইশরূন ফিয-যীনাহ, ৫ খ., পৃ. ৩৫৯; আরও দ্র. আল-মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যা, ২ খ., পৃ. ২৮০; মোল্লা আলী আল-কারীকৃত মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ আল-মিরকাত, কিতাবুল লিবাস, ৮ খ., পৃ. ৩০৪ প.) (অনু.)।

তাঁর মাথার চুল কোঁকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি পথ চলাকালে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন।

আবু ঈসা বলেন, হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আইশা, বারাআ, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, ওয়াইল ইবনে হুজর, জাবির ও উম্মু হানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٩٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ ٠

১৬৯৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাঁর বাবরি চুল কাঁধের উপরে কিন্তু কানের লতির নিচে পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। উল্লেখিত হাদীসটি আইশা (রা) থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে “তাঁর বাবরি চুল কাঁধের উপরে কিন্তু কানের লতিকার নিচে পর্যন্ত লম্বা ছিল” কথাটুকু উল্লেখ নেই। আবদুর রহমান ইবনে আবুয যিনাদ তার বর্ণনায় এই শেষের অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন সিকাহ (আস্থাভাজন) রাবী এবং হাদীসের হাফেজ ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
ঘন ঘন চুল আচড়ানো নিষেধ।

١٧٠٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ الاَّ غِبًّا ٠

১৭০০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন চুল আচড়াতে নিষেধ করেছেন (আ,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-হিশামের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
সুরমা ব্যবহার করা।

١٧٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوْا بِالْاِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَةً فِيْ هٰذِهِ وَثَلاَثَةً فِيْ هٰذِهِ .

১৭০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ইসমিদ সুর্মা ব্যবহার কর। এটা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার লোম গজায়। ইবনে আব্বাস (রা) আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। প্রতি রাতে তিনি তা থেকে ডান চোখে তিনবার এবং বাঁ চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। কেবল আব্বাদ ইবনে মানসূরের সূত্রে উক্ত শব্দে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আলী ইবনে হুজর ও মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-আব্বাস ইবনে মানসূর (র) সূত্রেও এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

"তোমরা অবশ্যই ইসমিদের সুরমা ব্যবহার কর, এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতার লোম গজায়।"

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
জড়োসড়ো হয়ে হাঁটু গেড়ে বসা এবং একটি চাদরে সর্বাঙ্গ পেচিয়ে বসা নিষেধ।

١٧٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

১৭০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া; একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে উমার, আইশা, আবু সাঈদ, জাবির ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

পরচুলা ব্যবহার সম্পর্কে।

١٧٠٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ نَافِعٌ اَلْوَشْمُ فِى اللِّثَةِ .

১৭০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরচুলা সংযোগকারিণী ও ব্যবহারকারিণী এবং উল্কি অংকনকারিণী ও যে তা অংকন করায়, এদেরকে আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন। নাফে (র) বলেন, উল্কি আঁকা হয় সাধারণত নীচের মাড়িতেই (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা, আসমা বিনতে আবু বাক্‌র, মাকিল ইবনে ইয়াসার, ইবনে আব্বাস ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

রেশমের আসনে বসা নিষেধ।

١٧٠٤. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ قَالَ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

১৭০৪। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমের তৈরী আসনে আসীন হতে নিষেধ করেছেন, হাদীসে আরও বর্ণনা আছে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবা এ হাদীস আশআস ইবনে আবুশ শাসা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা।

١٧٠٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمَ حَشْوُهُ لِيْفٌ .

১৭০৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরী। এর মধ্যে খেজুর গাছের বাকল ভর্তি ছিল (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে হাফসা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
জামা প্রসঙ্গে।

١٧٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ .

১৭০৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিল জামা (আ,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু সুমাইলা-আবদুল মুমিন ইবনে খালিদ-আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তার মায়ের সূত্রেও উম্মু সালামা (রা)-র এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর মতে এ সূত্রটিই অধিকতর সহীহ।

١٧٠٧. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ .

১৭০৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জামাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় পোশাক।

١٧٠٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ .

১৭০৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিল জামা।

١٧٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ الْمَسْكَنِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الرُّسْغِ .

১৭০৯। আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে মাসকান আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٧١٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَاَ بِمَيَامِنِهِ .

১৭১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জামা পরিধান করতেন, ডান দিক থেকে পরা শুরু করতেন (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একাধিক রাবী শোবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই এটাকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। শুধু আবদুস সামাদ এটাকে মরফূ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া।

١٧١١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً اَوْ قَمِيْصًا اَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهُ .

১৭১১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন পোশাক পরিধানকালে প্রথমে সেটির নাম নিতেন। যেমন পাগড়ী, জামা অথবা চাদর। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরি করা হয়েছে তার কল্যাণ আশা করি। আর এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি এবং যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উমার ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

জুব্বা ও চামড়ার মোজা পরিধান করা।

١٧١٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ .

১৭১২। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূমী জুব্বা পরিধান করেন। এর হাতাদ্বয় ছিল সংকীর্ণ (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٧١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ هُوَ الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَهْدٰى دِحْيَةُ الْكَلْبِىُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا .

১৭১৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। দাহিয়া আল-কালবী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজোড়া চামড়ার মোজা উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তিনি তা পরিধান করেন।

আবু ঈসা বলেন, ইসরাঈল (র) জাবিরের সূত্রে, তিনি আমেরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি একটি জুব্বাও দিয়েছিলেন। তিনি উভয়টি পরিধান করেন। এ দুটিই ব্যবহারের ফলে ফেটে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, এগুলো যবেহকৃত পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কি না ? আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু ইসহাকের নাম সুলাইমান। হাসান ইবনে আব্বাস ছিল আবু বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশের ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো।

١٧١٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ وَاَبُوْ سَعْدٍ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ قَالَ اُصِيْبَ اَنْفِىْ يَوْمَ الْكُلَابِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ اَنْفًا مِّنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَىَّ فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَتَّخِذَ اَنْفًا مِّنْ ذَهَبٍ .

১৭১৪। উরফুজা ইবনে আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে কুলাবের যুদ্ধে আমার নাক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আমি রূপার একটি নাক বাঁধিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি তাতে দুর্গন্ধ অনুভব করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি সোনার নাক বানিয়ে নিতে বলেন (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবদুর রহমান ইবনে তারাফার সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য বিশেষজ্ঞ আলেম থেকে বর্ণিত আছে, তারা নিজেদের দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছেন। এ হাদীস তাদের দলীল। আবদুর

রহমান ইবনে মাহ্দী বলেন, সাল্ম ইবনে ওয়াযীর বলা অমূলক (বরং ইবনে জারীর সঠিক)। আবু সাঈদ আস-সানআনীর নাম মুহাম্মাদ, পিতা মুইয়াসসার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা নিষেধ।

١٧١٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ اَنْ تُفْتَرَشَ .

১৭১৫। আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ফরাশ হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

١٧١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ .

১৭১৬। আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

মুআয ইবনে হিশাম-তার পিতা-কাতাদা-আবুল মালীহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ মনে করেন। আবু ঈসা বলেন, সাঈদ ইবনে আবু আরূবা ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদীসের সনদ "আবুল মালীহ-তার পিতা থেকে" এভাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

١٧١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَهٰذَا اَصَحُّ .

১৭১৭। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন (আ,দা,না,ই)।

এই বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ (কারণ সাঈদ ইবনে আবু আরূবার তুলনায় শোবা (র) স্মৃতিশক্তির দিক থেকে অগ্রগণ্য)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা।

١٧١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا (لَهَا) قِبَالاَنِ .

১৭১৮। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাজোড়া কিরূপ ছিল ? তিনি বলেন, এর দু'টি করে ফিতা ছিল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٧١٩. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلاَهُ لَهُمَا قِبَالاَنِ .

১৭১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের জুতা জোড়ার দু'টি করে ফিতা ছিল (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটা নিষেধ।

١٧٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْـرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا .

১৭২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে না চলে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে অথবা উভয় পা খোলা রাখবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরিধান মাকরূহ।

١٧٢١. حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৭২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি অপর সূত্রে (নিম্নে দ্র.) আনাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীস বিশারদগণের মতে এই দুইটি হাদীস সহীহ নয়। তাদের মতে হারিস ইবনে নাবহান হাদীসের হাফেজ নন। তাছাড়া কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে এ হাদীসের কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নাই।

١٧٢٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ السِّمْنَانِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّىُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৭২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীস এবং মামার-আম্মার-ইবনে আবু আম্মার-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলার অনুমতি।

١٧٢٣. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِىُّ الْكُوْفِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا مَشَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ .

১৭২৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কচিৎই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পায়ে জুতা পরিধান করে হেঁটেছেন।

١٧٢٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَّاحِدَةٍ .

১৭২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা করেছেন।

এই বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। আবু ঈসা বলেন, সুফিয়ান সাওরী ও অপরাপর রাবীগণ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিমের সূত্রে এটা মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭
কোন্ পায়ে প্রথম জুতা পরিধান করবে।

١٧٢٥. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَاْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

১৭২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুতা পরিধানের সময় ডান পায়ে আগে পরবে এবং তা খোলার সময় বাঁ পায়ের জুতা আগে খুলবে। অতএব জুতা পরিধানের সময় ডান পা প্রথম হবে এবং খোলার সময় ডান পা দ্বিতীয় হবে (বু,মু,আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮
পরিধেয় বস্ত্রে তালি দেয়া।

١٧٢٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ وَاَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِىْ فَلْيَكْفِكِ

مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَاِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَاءِ وَلاَ تَسْتَخْلِقِىْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ ۔

১৭২৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও তবে একজন সফরকারীর অনুরূপ পাথেয় নিয়ে দুনিয়াতে সন্তুষ্ট থাক। আর তুমি ধনীদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান থাক। তোমার পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন হলেও তাতে তালি না লাগানো পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করো না (বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল সালেহ ইবনে হাসসানের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সালেহ ইবনে হাসসান একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। কিন্তু সালেহ ইবনে আবু হাসসান সিকাহ রাবী, তার সূত্রে ইবনে আবু যিব হাদীস বর্ণনা করেছেন। "ধনীদের সাথে উঠা-বসার ব্যাপারে সাবধান থাক," এই বাক্যের তাৎপর্য আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ رَاٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ هُوَ فُضِّلَ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يَزْدَرِىَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۔

"কেউ যদি দেখে যে, অপর কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে সুন্দর দৈহিক গঠন ও ধন-সম্পদের অধিকারী করা হয়েছে, তবে সে যেন এই ক্ষেত্রে তার নিজের তুলনায় যাকে কম দেয়া হয়েছে এবং যার উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। তাহলে সে (নিজের প্রতি) আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না।"

আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উকবা (রা) বলেন, আমি ধনীদের সাথে উঠা-বসা করি। আমি নিজের চাইতে অধিক বিষণ্ন অপর কাউকে অনুভব করি না। (আমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হওয়ার কারণ এই যে), তাদের যান-বাহন ও পোশাক-পরিচ্ছদ আমার তুলনায় অধিক উত্তম দেখতে পাই। আর আমি যখন গরীব লোকদের সাথে মেলামেশা করি তখন অত্যধিক শান্তি অনুভব করি।

অনুচ্ছেদ ৩৯
(চুলের বেণি)।

১৭২৭. حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَائِرَ ۔

১৭২৭। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় পদার্পণ করেন তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি বেণি ছিল (ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

١٧٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ اَرْبَعُ ضَفَائِرَ .

১৭২৮। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় চারটি বেণি ছিল (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাজীহ মক্কার অধিবাসী এবং তার নাম ইয়াসার। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুজাহিদ (র) উম্মু হানী (রা) থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০
সাহাবীদের টুপি কিরূপ ছিল ?

١٧٢٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيَّ يَقُوْلُ كَانَتْ كِمَامُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحًا .

১৭২৯। আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কাবশা আনমারী (র)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের টুপি ছিল মাথা জুড়ে বিস্তৃত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। হাদীস বিশারদদের মতে আবদুল্লাহ ইবনে বুসর হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১
লুঙ্গির সর্বনিম্ন সীমা।

١٧٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِيْ اَوْ

سَاقه فَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْاِزَارِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلَ فَاِنْ اَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلْاِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ·

১৭৩০। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বা তাঁর জঙ্ঘা (হাঁটুর নীচের মাংসপেশী) ধরে বলেন ঃ এটা হল লুংগি বা পাজামার (সর্বনিম্ন) স্থান। যদি তুমি মানতে না চাও তবে আরও নীচে নামাতে পার। যদি তাও মানতে রাজী না হও তবে জেনে রাখ, পায়ের গোছা স্পর্শ করার অধিকার লুঙ্গি-পাজামার নেই (ই,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা ও সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

টুপির উপর পাগড়ী বাঁধা।

١٧٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْ الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ ·

১৭৩১। আবু জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রুকানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রুকানা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুস্তি লড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভূপাতিত করেন। রুকানা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হল টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করা (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদ সঠিক নয়। আমরা আবুল হাসান আসকালানীকেও চিনি না এবং ইবনে রুকানাকেও না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

লোহা, পিতল, সোনা ও রূপার আংটি।

١٧٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَاَبُوْ تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِيْ اَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَالِيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ ثُمَّ اَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ اَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً ـ

১৭৩২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। বুরাইদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি লোহার আংটি পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমাকে দোযখীদের অলংকার পরিহিত দেখছি? সে ফিরে গিয়ে পুনরায় পিতলের আংটি পরে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? এবার সে ফিরে গিয়ে সোনার আংটি পরে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমাকে বেহেশতীদের অলংকার পরিহিত দেখছি? তখন সে বলল, আমি কিসের আংটি বানাব? তিনি বলেন ঃ এক মিসকালের (সাড়ে চার মাসা) কম রূপা দিয়ে আংটি বানাও (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমের ডাকনাম আবু তাইবা আল-মারওয়াযী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
কোন্ আংগুলে আংটি পরিধান করবে ?

১৭৩৩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَاَنْ اَلْبَسَ خَاتَمِيْ فِيْ هٰذِهِ وَفِيْ هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ـ

১৭৩৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রেশমী কাপড় পরিধান করতে, লাল জিনপোষের উপর বসতে এবং আমার আংটি এই এই আংগুলে পরতে নিষেধ করেছেন। এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমার দিকে ইশারা করেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু মূসা (রা)-র পুত্রের নাম আমের এবং ডাকনাম আবু বুরদা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় পোশাক।

١٧٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا الْحِبَرَةُ .

১৭৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কাপড় পরিধান করতেন তার মধ্যে আঁচলবিশিষ্ট (ইয়ামনী) চাদর তাঁর সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

اَبوَابُ الْاَطعِمَةِ عَن رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

(আহার ও খাদ্যদ্রব্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের উপর খাদ্য রেখে আহার করতেন?

١٧٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خِوَانٍ وَلاَ فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلاَمَ كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ قَالَ عَلٰى هٰذِهِ السُّفَرِ ۔

১৭৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উচ্চ দস্তরখানে (Dining Table) বসে এবং রকমারী চাটনি ও হজমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেয়ালার সমাবেশ করে আহার করেননি। তাঁর জন্য কখনো পাতলা রুটি পাকানো হয়নি। আমি (ইউনুস) কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তাঁরা কিসের উপর (থালা) রেখে আহার করতেন? তিনি বলেন, চামড়ার এই সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে তার উপর (বু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, এই ইউনুস হলেন ইউনুস আল-আসকাফ। আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ (র) সাঈদ ইবনে আবী আরূবা-কাতাদা-আনাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

খরগোশের গোশত খাওয়া।

١٧٣٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعٰى اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا فَاَدْرَكْتُهَا فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا

اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَبَعَثَ مَعِى بِفَخِذِهَا اَوْ بِوَرِكِهَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَكَلَهُ قَالَ قُلْتُ اَكَلَهُ قَالَ قَبِلَهُ .

১৭৩৬। হিশাম ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা মাররায-যাহরানে[১] একটি খরগোশকে তাড়া করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এর পিছু ধাওয়া করলেন। আমি এর নাগালে পৌঁছে তা ধরে ফেললাম। আমি খরগোশটি নিয়ে আবু তালহা (রা)-র কাছে এলে তিনি একটি ধারালো পাথর দিয়ে তা যবেহ করেন। তিনি আমাকে এর উরু অথবা নিতম্বের গোশত নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। তিনি তা আহার করেন। আমি (হিশাম) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তা খেয়েছেন? আনাস (রা) বলেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন (বু,মু,দা,না,ই,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে খরগোশের গোশত খাওয়াতে কোন দোষ নেই। অপর কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম খরগোশের গোশত খাওয়া মাকরূহ বলেন। তারা বলেন, খরগোশের ঋতুস্রাব হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

গুইসাপ খাওয়া।

١٧٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ .

১৭৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি তা খাই না এবং তা হারামও বলি না (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, সাবিত ইবনে ওয়াদিআ, জাবির ও আবদুর রহমান ইবনে হাসান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ গুইসাপ খাওয়া

১. 'মাররায-যাহরান' মক্কা শরীফের নিকটবর্তী একটি জায়গা। এর বর্তমান নাম ওয়াদী ফাতিমা (অনু.)।

সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীও অপরাপর আলেম তা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং তাদের অপর দল তা খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّمَا تَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَذُّرًا ٠

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে গুইসাপের গোশত খাওয়া হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত অরুচির কারণে তা পরিত্যাগ করেছেন"।[২]

---

২. ইমাম নববী (র) বলেন, সর্বাধিক সংখ্যক মুসলিম বিশেষজ্ঞগণের ঐক্যমত অনুযায়ী গুইসাপ খাওয়া জায়েয, মাকরূহ নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণের মতে মাকরূহ। গুইসাপ হারাম না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা আহার করেননি কেন? এর জবাব নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়ঃ ইবনে আব্বাস (রা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর গুইসাপের ভুনা গোশত পেশ করা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) পাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। কোন কোন মহিলা তখন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যা খেতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা গুইসাপ। সংগে সংগে তিনি তাঁর হাত তুলে নেন। আমি (খালিদ) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি হারাম? তিনি বলেন, না। তবে এটা আমার সম্প্রদায়ের এলাকার প্রাণী নয়, তাই আমি তা খেতে পছন্দ করি না। খালিদ (রা) বলেন, আমি তা টেনে নিয়ে আহার করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাকিয়ে দেখছিলেন (বুখারী, ইবনে মাজা)। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গুইসাপ হারাম করেননি, তবে তিনি তা অরুচিকর মনে করেছেন। উমার (রা) আরো বলেন, এগুলো সাধারণত রাখালরা খেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা এগুলো দ্বারা বহু লোকের উপকার করেন। আমি পেলে তা ভুনা করে খেতাম (মুসলিম, ইবনে মাজা)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার খালা উম্মু হাফীদা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পনির, ঘি ও গুইসাপের গোশত উপঢৌকন দেন। তিনি ঘি ও পনির থেকে আহার করেন এবং অরুচিকর হওয়ায় গুইসাপের গোশত ত্যাগ করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আহার করা হল। তা হারাম হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একই দস্তরখানে তা আহার করা যেত না (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)। সাবিত ইবনে ওয়াদীআ (রা) বলেন, আমরা এক সামরিক অভিযানে রাসূলুলাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমরা কয়েকটি গুইসাপ ধরি এবং তার মধ্য থেকে একটিকে ভুনা করি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা তাঁর সামনে রাখি। তিনি একটি কাষ্ঠ খণ্ড তুলে নিয়ে তার দ্বারা এর আংগুলগুলো গণনা করেন, অতঃপর বলেন, বানূ ইসরাঈলের একটি দলের স্বরূপ বিকৃত হয়ে পৃথিবীর প্রাণীতে পরিণত হয়। আমি জানি না সেটি কোন্ প্রাণী? রাবী বলেন, তিনি তা আহার করেননি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) গুইসাপ ভক্ষণ মাকরূহ বলেছেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেন। আইশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু) খাওয়া।

١٧٣٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ صَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ اٰكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَقَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ .

১৭৩৮। ইবনে আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, দাবু কি শিকারযোগ্য প্রাণী? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আমি কি তা খেতে পারি? জাবির (রা) বলেন, হাঁ। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা বলেছেন? তিনি বলেন, হাঁ (না,ই,বা)

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে দাবু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। দাবু খাওয়া মাকরূহ হওয়া সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু তার সনদ তেমন জোড়ালো নয়। অপর একদল আলেম দাবু খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। ইবনুল মুবারকও একথা বলেছেন। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, জারীর ইবনে হাযিম এ হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর-ইবনে আবী আম্মার-জাবির (রা)-উমার (রা) সূত্রে উমার (রা)-র কথা বলে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইবনে জুরাইজের হাদীসটিই অধিকতর সহীহ।

(সা)-কে গুইসাপের গোশত উপঢৌকন প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি তা আহার করেননি। আইশা (রা) তা জনৈক ভিক্ষুককে প্রদান করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, তুমি যা আহার করবে না তা কি অপরকে দান করবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তা নিজের জন্যও অপছন্দ করেছেন এবং অন্যদের জন্যও।

হানাফী ফকীহ ও হাদীসবেত্তা ইমাম তাহাবী (র) বলেন, গুইসাপের গোশত ভক্ষণ অপছন্দনীয় (মাকরূহ) হওয়ার দলীল উক্ত হাদীস দ্বারা প্রদান করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তম খাদ্যদ্রব্য দান করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য উৎসাহিত করেছেন। যে খাদ্য দাতা নিজের জন্য অরুচিকর মনে করে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তা দান করা আইশা (রা)-র জন্য তিনি অপছন্দ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) নিকৃষ্ট খেজুর দান-খয়রাত করতে নিষেধ করেছেন (তুহ্‌ফা, ৫ খ., পৃ. ৪৯৭)। অতএব হাদীসবেত্তাগণ প্রধানত বৈধ হওয়ার মতকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন (অনু.)।

١٧٣٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ اَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ اَوَيَاْكُلُ الضَّبُعَ اَحَدٌ وَسَاَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ اَوَ يَاْكُلُ الذِّئْبَ اَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ .

১৭৩৯। খুযাইমা ইবনে জায্ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ দাবু কেউ খায় নাকি?[৩] আমি তাঁকে নেকড়ে বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ কোন উত্তম লোক নেকড়ে বাঘ খায় নাকি?[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয়। কতিপয় হাদীস বিশারদ এ হাদীসের রাবী আবদুল করীম আবু উমাইয়্যার সমালোচনা করেছেন। তিনি কায়েস ইবনুল মুখারিকের পুত্র। কিন্তু মালেক আল-জাযারীর পুত্র আবদুল করীম সিকাহ রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ঘোড়ার গোশত খাওয়া।

١٧٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ

১৭৪০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত খাইয়েছেন এবং আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন (বু,মু,দা,না)।

---

৩. দাবু শব্দের ইংরাজী তরজমায় হায়েনা, উর্দূ তরজমায় বিজ্জু (হিন্দী) ও কাফতার (ফারসী) এবং বাংলা তরজমায় কেউ কেউ বনবিড়াল জাতীয় প্রাণী (খট্টাস, ভাম, গন্ধগোকুলা) লিখেছেন। আল-মুনজিদ শীর্ষক আরবী অভিধানে উক্ত শব্দে নির্দেশক যে প্রাণীর ছবি দেয়া হয়েছে তা হল হায়েনা, যা অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী এবং হারাম। কিন্তু উর্দূ ও বাংলা তরজমাকারগণ যে প্রাণী বুঝিয়েছেন তা খাওয়া সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, শাফিঈ, আহ্মাদ, ইসহাক ও আবূ সাওর (র) বৈধ বলেছেন, পক্ষান্তরে সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, মালিক ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) অবৈধ বলেছেন (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী আমর ইবনে দীনারের সূত্রে জাবির (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ (র) আমর ইবনে দীনার-মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে উয়াইনার বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। আমি (তিরমিযী) ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রা)-এর তুলনায় বেশী স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে।

١٧٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ .

১৭৪১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের (যুদ্ধের) সময় স্ত্রীলোকদের সাথে মুতআ বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আল-মাখযূমী-সুফিয়ান-যুহ্‌রী-আবদুল্লাহ ও হাসান (মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার পুত্রদ্বয়) থেকে বর্ণিত। যুহ্‌রী (র) বলেন, এই দুইজনের মধ্যে হাসান ইবনে মুহাম্মাদই হলেন অধিকতর সন্তোষজনক। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ব্যতীত অপরাপর রাবী ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ অধিকতর সন্তোষজনক।

١٧٤٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْاِنْسِيَّ .

১৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন যে কোন ধরনের শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু, চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করা জীব (মুজাসসামা) এবং গৃহপালিত গাধা হারাম ঘোষণা করেছেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, জাবির বারাআ, ইবনে আবু আওফা, আনাস, ইরবায ইবনে সারিয়া, আবু সালাবা, ইবনে উমার ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর এক সূত্রে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ প্রমুখ মুহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা তাদের বর্ণনায় একটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু হারাম ঘোষণা করেছেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

কাফেরদের পাত্রে আহার করা।

١٧٤٣. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْرَمَ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ فَقَالَ اَنْقُوْهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوْا فِيْهَا وَنَهٰى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِىْ نَابٍ .

১৭৪৩। আবু সালাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাজূসীদের (অগ্নি উপাসক) হাঁড়ি-পাতিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন ঃ এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, অতঃপর এগুলো রান্নার কাজে ব্যবহার কর। তিনি শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু নিষিদ্ধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু সালাবা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি মশহুর। তার সূত্রে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আবু সালাবা (রা)-র নাম জুরসূম, মতান্তরে জুরহুম বা নাশিব। উল্লেখিত হাদীস আবু কিলাবা-আবু আসমা আর-রাহাবী-আবু সালাবা (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে।

١٧٤٤. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَنَطْبُخُ فِىْ قُدُوْرِهِمْ وَنَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا بِاَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ فَكُلْ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ وَاِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ فَكُلْ .

১৭৪৪। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কখনো আহ্‌লে কিতাবের এলাকায় যাই, তাদের হাঁড়ি-পাতিলে রান্না করি এবং পানাহারের জন্য তাদের থালাবাটি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি এদেরগুলো ছাড়া অন্য ব্যবস্থা না করতে পার তবে এগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে নাও। তিনি পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শিকারের এলাকায় গেলে কি করব? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়লে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে থাকলে সে শিকার ধরে হত্যা করে ফেললে তুমি খেতে পার। যদি কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয় তবে এর শিকার যবেহ করার সুযোগ পাওয়া গেলে তা খাও। তুমি তোমার তীর ছুড়লে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নাম নিলে তা শিকারকে হত্যা করে ফেললেও তা খেতে পার (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ঘি ভর্তি পাত্রে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে।

١٧٤٥. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ .

১৭৪৫। মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা ঘিয়ের মধ্যে একটি ইঁদুর পড়ে মারা গেল। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ ইঁদুরটি তুলে ফেল এবং এর চারপাশের ঘিও ফেলে দাও, অতঃপর তা খাও (বু,দু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীস যুহ্‌রী-উবাইদুল্লাহ-ইবনে আব্বাস

(রা)–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে এবং এই সনদসূত্রে মাইমূনা (রা)-র উল্লেখ নাই। তবে ইবনে আব্বাস (রা)-মাইমূনা (রা) সূত্রটি অধিকতর সহীহ। মামার-যুহ্‌রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু এই সূত্রটি অরক্ষিত। আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি, মামার-যুহ্‌রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, শক্ত হয়ে জমানো ঘি হলে তোমরা ইঁদুরটি এবং তার চারপাশের ঘি ফেলে দাও, আর তরল হলে তার ধারেও যেও না। এই বর্ণনাটি ভুল এবং মামার এতে ভুল করেছেন। নির্ভুল হল যুহ্‌রী-উবাইদুল্লাহ-ইবনে আব্বাস (রা)-মাইমূনা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

বাঁ হাতে পানাহার নিষিদ্ধ।

١٧٤٦. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَاْكُلُ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ٠

১৭৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার বাঁ হাতে আহার না করে এবং পানও না করে। কেননা শয়তান তার বাঁ হাতে পানাহার করে (মু,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, উমার ইবনে আবু সালামা, সালামা ইবনুল আকওয়া, আনাস ইবনে মালেক ও হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মালেক ও ইবনে উয়াইনা (র)-যুহ্‌রী-আবু বাক্‌র ইবনে উবাইদুল্লাহ-ইবনে উমার (রা) সনদ পরম্পরায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মামার ও আকীল (র)-যুহ্‌রী-সালেম-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তুলনামূলকভাবে মালেক ও ইবনে উয়াইনা সূত্রটি অধিতকর সহীহ।

١٧٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ۔

১৭৪৭। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ আহার করাকালে যেন ডান হাতে আহার করে এবং ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাঁ হাতে পানাহার করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া।

١٧٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ ۔

১৭৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তি আহারশেষে যেন তার আঙ্গুল চাটে। কেননা তার জানা নাই যে, আহারের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে জাবির, কাব ইবনে মালেক ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি বিভিন্ন সূত্রে আবদুল আযীয বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পারি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

খাদ্যগ্রাস (লোকমা) নিচে পড়ে গেলে।

١٧٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لْيَطْعَمْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ۔

১৭৪৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ আহার করার সময় তার গ্রাস পড়ে গেলে সে যেন

সন্দেহজনক জিনিস (ময়লা) দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٥٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

১৭৫০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার শেষে নিজের তিনটি আঙ্গুল চাটতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কারো গ্রাস নিচে পড়ে গেলে সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। (রাবী বলেন,) তিনি আমাদেরকে থালাও চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের খাবারের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٧٥١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ .

১৭৫১। উম্মু আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নুবাইশা আল-খায়র (রা) আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা একটি পেয়ালায় খাবার খাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেলে পাত্রটি তার জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে (আ,ই,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল মুআল্লা ইবনে রাশেদের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইয়াযীদ ইবনে হারূন-সহ আরো কতিপয় রাবী এ হাদীসটি মুআল্লা ইবনে রাশেদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্যগ্রহণ মাকরূহ।

١٧٥٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَاْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ ·

১৭৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খাবারের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। অতএব তোমরা এর কিনারা থেকে আহার গ্রহণ শুরু কর, মাঝখান থেকে খেও না (আ,দা,না,ই,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আতা ইবনুস সাইবের রিওয়ায়াত হিসাবেই এটি পরিচিত। শোবা ও সাওরীও এ হাদীস আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
(কাঁচা) পিয়াজ-রসুন খাওয়া মাকরূহ।

١٧٥٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ قَالَ اَوَّلَ مَرَّةٍ الثُّوْمِ ثُمَّ قَالَ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا ·

১৭৫৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এটা থেকে আহার করল, বর্ণনান্তরে তিনি প্রথম বার রসুনের কথা বলেন, অতঃপর বলেন ঃ রসুন, পিয়াজ ও অনুরূপ দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস আহার করল, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু আইউব, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, জাবির ইবনে সামুরা, কুররা ইবনে ইয়াস আল-মুযানী ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٥٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَبِيْ اَيُّوْبَ وَكَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ اِلَيْهِ بِفَضْلِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِ يَوْمًا

بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَتٰى اَبُوْ اَيُّوْبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ فِيْهِ ثُوْمٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ .

১৭৫৪। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইউব আনসারী (রা)-র বাড়িতে অবতরণ করেন। তিনি আহার করার পর (চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী) অবশিষ্ট খাবার আবু আইউব আনসারীকে দিতেন। একদিন তিনি খাবার পাঠান। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে মোটেও আহার করেননি। আবু আইউব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এর কারণ জানতে চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর মধ্যে রসুন আছে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কি হারাম? তিনি বলেন ঃ না, তবে আমি এর দুর্গন্ধের কারণে তা অপছন্দ করি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি আছে।

١٧٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ وَالِدُ وَكِيْعٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا .

১৭৫৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রান্না করা ছাড়া (কাঁচা) রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এটা আলী (রা)-র নিজের কথা বলে উল্লেখ আছে।

١٧٥٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يَصْلُحُ اَكْلُ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا .

১৭৫৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রান্না করা ব্যতীত রসুন খাওয়া পছন্দ করতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। শরীকের এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ বলেন, আল-জাররাহ

ইবনে মালীহ সত্যবাদী এবং আল-জাররাহ ইবনুদ দাহ্হাক হাদীস শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

١٧٥٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اُمَّ اَيُّوْبَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوْا لَهُ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ هٰذِهِ الْبُقُوْلِ فَكَرِهَ اَكْلَهُ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْهُ فَاِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدِكُمْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ اُوْذِىَ صَاحِبِىْ .

১৭৫৭। উম্মু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মেহমান হলেন। তারা তাঁর জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করেন। তার মধ্যে এই (পিয়াজ-রসুনের) সব্জীরও কিছু অংশ ছিল। তিনি তা খেতে অপছন্দ করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ তোমরা এটা খাও। আমি তোমাদের কারো মত নই। আমার ভয় হচ্ছে (আমি এটা খেলে) আমার সাথীর (ফেরেশতার) কষ্ট হতে পারে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। উম্মু আইউব (রা) হলেন আবু আইউব আনসারী (রা)-র স্ত্রী। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ-যায়েদ ইবনুল হুবাব-আবু খালদা-আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসুন হালাল খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।" আবু খালদার নাম খালিদ ইবনে দীনার। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি সিকাহ্ রাবী। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেন এবং তার থেকে হাদীস শুনেছেন। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী বলেন, তিনি একজন উন্নত চরিত্রের অধিকারী মুসলমান ছিলেন। আবুল আলিয়ার নাম রুফাই আর-রিয়াহী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শয়নকালে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা এবং আগুন ও বাতি নিভিয়ে দেয়া।

١٧٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغْلِقُوا الْبَابَ وَاَوْكِئُوا السِّقَاءَ وَاَكْفِئُوا الْاِنَاءَ اَوْ خَمِّرُوا الْاِنَاءَ وَاَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ غَلَقًا وَلَايَحِلُّ وِكَاءً وَلَايَكْشِفُ اٰنِيَةً وَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ .

১৭৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (শোয়ার পূর্বে) ঘরের দরজা বন্ধ করে দিও, পানির

পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে দিও, থালাগুলো উপুর করে রেখ অথবা ঢেকে দিও এবং আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শয়তান বন্ধ দুয়ার খুলতে পারে না, মশকের বন্ধ মুখ উন্মুক্ত করতে পারে না এবং পাত্রের মুখ খুলতে পারে না। (আলো নিভিয়ে না দিলে) দুষ্ট ইঁদুর মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। জাবির (রা) থেকে এ হাদীসটি অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٥٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ .

১৭৫৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শয়নকালে তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখ না (আ,ই,দা,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

একই সংগে দু'টি খেজুর খাওয়া মাকরূহ।

١٧٦٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ .

১৭৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একই পাত্রে একত্রে আহার করতে বসলে) কোন ব্যক্তি যেন তার সাথীর অনুমতি না নিয়ে একসংগে দু'টি খেজুর না খায় (আ,ই,দা,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র (রা)-র মুক্তদাস সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

খেজুর একটি উপকারী ও জনপ্রিয় খাদ্য।

١٧٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ .

১৭৬১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের লোকেরা যেন অনাহারী (আ,দা,ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল এই সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু রাফের স্ত্রী সালমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

আহার করার পর খাদ্যের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা।

١٧٦٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاَكْلَةَ اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

১৭৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দাহ কোন কিছু আহার করে অথবা কিছু পান করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে তিনি অবশ্যই তার উপর সন্তুষ্ট হন (আ,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। যাকারিয়্যা ইবনে আবু যায়েদা থেকে এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমরা কেবল যাকারিয়্যা ইবনে আবু যায়েদার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের, আবু সাঈদ, আইশা, আবু আইউব ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

কুষ্ঠ রোগীর সাথে একত্রে আহার করা।

١٧٦٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشْقَرُ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَاَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ .

১৭৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খাওয়াতে বসান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র উপর আস্থা রেখে এবং (প্রতিটি ব্যাপারে) তাঁর উপর ভরসা করে আহার কর (আ,বা,ই,হা,)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইউনুস ইবনে মুহাম্মাদ-আল-মুকাদ্দাম ইবনে ফাদালার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমেই এ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ফাদালা (র) বসরার একজন শায়খ (হাদীসের উস্তাদ)। আর অপর একজন আল-মুফাদ্দাল ইবনে ফাদালা আছেন যিনি মিসরীয় শায়খ এবং তিনি বসরার শায়খের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ। শোবাও এ হাদীসটি হাবীব ইবনুশ শহীদ-ইবনে বুরাইদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আছে, উমার (রা) জনৈক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরলেন...। আমার মতে শোবার হাদীসটিই অধিকতর সুপ্রমাণিত ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

মুমিন ব্যক্তি খায় এক পাকস্থলী ভর্তি করে আর কাফের খায় সাতটি ভর্তি করে।

١٧٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَّاحِدٍ .

১৭৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাফের ব্যক্তি সাত পাকস্থলীপূর্ণ খাদ্য খায়, আর মুমিন একটিমাত্র পাকস্থলীপূর্ণ খাদ্য খায় (বু,মু,আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, আবু নাদরা, আবু মূসা, জাহ্জাহাহ আল-গিফারী, মাইমূনা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٦٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ ثُمَّ اُخْرٰى فَشَرِبَهُ ثُمَّ اُخْرٰى فَشَرِبَهُ حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ اَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَاَسْلَمَ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ اَمَرَلَهُ بِاُخْرٰى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِىْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

১৭৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে এক কাফের ব্যক্তি মেহমান হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দেন। বকরী দোহন করা হলে সে সবটুকু দুধ পান করে। আরেকটি বকরী দোহন করা হলে সে তার দুধও পান করে। তৃতীয় বকরী দোহন করা হলে সে তার দধুও পান করে। এভাবে সে একাধারে সাতটি বকরীর দুধ পান করে সাবাড় করে দেয়। পরবর্তী দিনের সকালবেলা সে ইসলাম কবুল করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটি বকরী দোহনের নির্দেশ দেন। বকরী দোহন করা হলে সে তা পান করে। তিনি তার জন্য আরো একটি বকরী দোহনের নির্দেশ দেন। কিন্তু সে তা পান করে আর শেষ করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একটি পাকস্থলীপূর্ণ আহার করে, আর কাফের ব্যক্তি সাতটি পাকস্থলীপূর্ণ আহার করে (আ,মু)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

একজনের পরিমাণ খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

١٧٦٦. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِى الْاَرْبَعَةِ .

১৭৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে (বু,মু,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৪. সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষের একটি করেই পাকস্থলী। উপরোক্ত হাদীসে সাত পাকস্থলীর উল্লেখ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি মন্তব্যমাত্র। যেমন আমরা কোন ব্যক্তিকে অতিভোজ করতে দেখলে মন্তব্য করে থাকি ঃ সে হাতীর মত খায় (অনু.)।

١٧٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ .

১৭৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একজনের আহার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের আহার চার জনের জন্য যথেষ্ট এবং চার জনের আহার আটজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
টিড্ডী (এক প্রকার পতঙ্গ) খাওয়া সম্পর্কে।

١٧٦٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ .

১৭৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে টিড্ডী (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছ'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা টিড্ডী খেয়েছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) আবু ইয়াফূর (র) সূত্রে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ছয়টি যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এই হাদীস আবু ইয়াফূর (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং সাতটি যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٦٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ وَالْمُؤَمَّلُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ .

১৭৬৯। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ সময় আমরা টিড্ডী খেয়েছি।

١٧٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

১৭৭০। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এ সময় আমরা টিড্ডী খেয়েছি।

আবু ইয়াফূরের নাম ওয়াকিদ মতান্তরে ওয়াকদান। অপর এক আবু ইয়াফূরের নাম আবদুর রহমান, পিতা উবাইদ, দাদা বাসতাস।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
কীট-পতঙ্গকে বদদোয়া করা।

١٧٧١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلاَثَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالاَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَهْلِكِ الْجَرَادَ اُقْتُلْ كِبَارَهُ وَأَهْلِكْ صِغَارَهُ وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَدْعُوْ عَلٰى جُنْدٍ مِّنْ أَجْنَادِ اللّٰهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا نَثْرَةُ حُوْتٍ فِي الْبَحْرِ.

১৭৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঙ্গপালকে বদদোয়া করলে এভাবে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! পঙ্গপালকে ধ্বংস করুন, এদের বড়গুলোকে হত্যা করুন, ছোটগুলোকে ধ্বংস করুন, এর ডিমগুলো বিনষ্ট করুন এবং তা সমূলে নিশ্চিহ্ন করুন, আমাদের জীবনযাত্রার উপকরণ ও রিযিক থেকে সেগুলোর মুখ ফিরিয়ে রাখুন। নিশ্চয় আপনি দোয়া শ্রবণকারী"। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কিভাবে আল্লাহ্র সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি দলের মূলোচ্ছেদের জন্য বদদোয়া করতে পারেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা সমুদ্রের মাছের ঝাঁকের ন্যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মূসা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তাইমীর সমালোচনা করা হয়েছে। তিনি বহু গরীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তিনি মদীনার অধিবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

জাল্লালার গোশত ভক্ষণ ও দুধপান।

١٧٧٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا .

১৭৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার (পায়খানা খেতে অভ্যস্ত গৃহপালিত প্রাণী) গোশত ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন (দা,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সুফিয়ান সাওরী-ইবনে আবু নাজীহ-মুজাহিদ-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

১৭৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেনঃ চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর মেরে হত্যা করা প্রাণী খেতে, জাল্লালার (পায়খানা খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া পশু) দুধ পান করতে এবং কলসীর মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে (দা,না,ই,বা,হা)।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী, তিনি সাঈদ ইবনে আবু

---

৫. গৃহপালিত হালাল প্রাণী বিষ্ঠা ভক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেই প্রাণীকে জাল্লালা বলে। এই জাতীয় প্রাণীর গোশত ও দুধ উক্ত নাপাক বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হলে হাদীসে তা আহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে উমার (রা) এ জাতীয় মুরগী একাধারে তিন দিন বেঁধে রাখার পর যবেহ করে খেতেন (ইবনে আবু শায়বা)। উট ও গরুর বেলায় চল্লিশ দিন এবং ছাগল-ভেড়ার বেলায় দশ দিন বেঁধে রাখতে হবে (অনু.)।

আরূবা-কাতাদা-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

মুরগীর গোশত খাওয়া।

١٧٧٤. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ اَبِى الْعَوَامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَهُوَ يَاْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَانِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُهُ .

১৭৭৪। যাহ্‌দাম আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা (রা)-র কাছে গেলাম। তখন তিনি মুরগীর গোশত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার কাছে এগিয়ে এসো এবং খাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি যাহদাম থেকে অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস আমরা কেবল যাহ্‌দামের সূত্রেই বর্ণিত পেয়েছি। আবুল আওয়্যামের নাম ইমরান আল-কাত্তান।

١٧٧٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

১৭৭৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটিতে আরো দীর্ঘ বক্তব্য আছে। আইউব আস-সুখতিয়ানী এ হাদীস আল-কাসিম আত-তামীমী-আবু কিলাবা-যাহ্‌দাম (র) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

হুবারার গোশত খাওয়া।

١٧٧٦. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُفَيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارٰى .

১৭৭৬। ইবরাহীম ইবনে উমার ইবনে সুফাইনা (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। সুফাইনা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুবারার গোশত খেয়েছি (মু)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই উক্ত হাদীস জানতে পেরেছি। ইবনে আবু ফুদাইক (র) ইবরাহীম (বুরাইদ বলেও কথিত) ইবনে উমার ইবনে সুফাইনার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

ভুনা গোশত (কাবাব) খাওয়া।

١٧٧٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ وَمَا تَوَضَّاَ .

১৭৭৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (বকরীর) পাঁজরের ভুনা গোশত রাখলেন। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু (পুনরায়) উযু করেননি (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এই সনদসূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, মুগীরা ও আবু রাফে (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

হেলান দিয়ে বসে আহার করা মাকরূহ।

١٧٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَلاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا .

১৭৭৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কখনো হেলান দিয়ে আহার করি না (বু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমরা কেবল আলী ইবনুল আকমারের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যাকারিয়্যা ইবনে আবু যাইদা,

৬. ছাই রং-এর মুকুট ও লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট বৃহদাকার এক প্রকার পাখি,লাল বর্ণের ঠোঁট (অনু.)।

সুফিয়ান সাওরী, ইবনে সাঈদ প্রমুখ আলী ইবনুল আকমারের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শোবা-সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস আলী ইবনুল আকমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন।

١٧٧٩. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

১৭৭৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ হাদীস আলী ইবনে মুসাহির-হিশাম ইবনে উরওয়া সূত্রে বর্ণিত আছে। এ হাদীসে আরো অধিক বক্তব্য আছে (বুখারী ও মুসলিমের তালাক অধ্যায় দ্র.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

তরকারীতে ঝোল বেশী রাখা।

١٧٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَرٰى اَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ لَحْمًا اَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ اَحَدُ اللَّحْمَيْنِ .

১৭৮০। আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ গোশত ক্রয় করলে (রান্নার সময়) সে যেন তাতে বেশী করে ঝোল রাখে। কারো ভাগে গোশত না পড়লেও সে যেন অন্তত ঝোল খেতে পায়। এটাও গোশতের অন্তর্ভুক্ত (বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে ফাদাআর হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। তিনি ছিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার। এ অনুচ্ছেদে আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুলাইমান

ইবনে হারব মুহাম্মাদ ইবনে ফাদাআর সমালোচনা করেছেন। আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ হলেন বাক্র ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানীর ভাই।

١٧٨١. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْاَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ اَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوْفِ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ وَاِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ .

১৭৮১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন ন্যায়সংগত ও কল্যাণকর কাজের কোন বিষয়কেই তুচ্ছ মনে না করে। সে যদি (ভাল করার মত) কিছু না পায় তবে অন্তত তার ভাইয়ের সাথে যেন হাসিমুখে মিলিত হয়। যখন তুমি গোশত খরিদ করে তা অথবা অন্য কিছু রান্না করবে তখন তাতে ঝোল বেশী রাখবে এবং তা থেকে তোমার প্রতিবেশীকেও এক আঁজলা দান করবে (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা এ হাদীসটি আবু ইমরান আল-জাওনী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
সারীদের বিশিষ্টতা।[৭]

١٧٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ ابْنَةُ (بِنْتُ) عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৭. গোশত অথবা তরকারীর ঝোলের মধ্যে রুটি ভিজিয়ে যে খাদ্য তৈরি করা হয় তাই 'সারীদ' (অনু.)।

১৭৮২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অসংখ্য কামেল ব্যক্তির আবির্ভব হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইমরান-কন্যা মরিয়ম (আ) এবং ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রা)-র মত কোন কামেল নারীর আবির্ভাব হয়নি। অন্য সব খাদ্যসামগ্রীর তুলনায় সারীদের যেমন অধিক মর্যাদা (অগ্রাধিকার) রয়েছে, তদ্রূপ নারীদের উপর আইশারও অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে।[৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
গোশত দাঁত দিয়ে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া।

١٧٨٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ زَوَّجَنِىْ اَبِىْ فَدَعَا اُنَاسًا فِيْهِمْ صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا (اَنْهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا) فَاِنَّهُ اَهْنَاُ وَاَمْرَاُ .

১৭৮৩। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (হারিস) আমাকে বিবাহ করান। এ উপলক্ষে তিনি কিছু লোককে দাওয়াত করেন। তাদের মধ্যে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোশত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বা কেটে কেটে খাও। কেননা তা খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আমরা কেবল আবদুল করীমের সূত্রেই জানতে পেরেছি। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম আবদুল করীমের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। আইউব সুখতিয়ানী তাদের অন্যতম।

---

৮. এ হাদীসের ভিত্তিতে একদল মুহাদ্দিস ও যুক্তিশাস্ত্রবিদ বলেন, নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ নবী হয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী, ইবনে হাযম, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ এ মত সমর্থন করেছেন। আবুল হাসান আল-আশআরী বলেন, নারীদের মধ্য থেকে ছয়জন নবী ছিলেনঃ আদম (আ)-এর স্ত্রী হাওয়া, ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারা ও হাজিরা, মূসা (আ)-এর মাতা, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ঈসা (আ)-এর মাতা মরিয়ম (আ)। আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, মরিয়ম (আ)-এর নবী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, ৫ খ., পৃ. ৫৬৪-৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
চাকু দিয়ে গোশত কেটে কেটে খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٧٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضٰى اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

১৭৮৪। জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দাম্‌রী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আমর ইবনে উমাইয়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বকরীর কাঁধের (রান্নাকৃত) গোশত চাকু দিয়ে কাটতে এবং তা খেতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি নামায পড়তে গেলেন কিন্তু (নতুন করে) উযু করেননি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ গোশত অধিক পছন্দ করতেন?

١٧٨٥. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ (وَكَانَ يُعْجِبُهُ) فَنَهَسَ مِنْهَا .

১৭৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোশত আনা হল এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হল। তিনি বাহুর গোশতই অধিক পছন্দ করতেন। তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেলেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও আবু উবাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হাইয়্যানের নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতা সাঈদ ইবনে হাইয়্যান আত-তামীমী। আবু যুরআর নাম হারিস।

١٧٨٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبَّادٍ أَبُوْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَ مِنْ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ اِلاَّ غِبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ اِلَيْهِ لاَنَّهُ اَعْجَلُهَا نُضْجًا.

১৭৮৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাহুর গোশত অন্য সব অংশের গোশতের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল তা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অনেক দিন পরপর তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। এজন্যই তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হত। কেননা বাহুর গোশত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল উল্লেখিত (সনদ) সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫
সিরকার বর্ণনা।

١٧٨٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ اَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ.

১৭৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সিরকা (টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয়) কতই না উত্তম তরকারী!

١٧٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ.

১৭৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সিরকা কতই না উত্তম তরকারী!

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা ও উম্মু হানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুবারক ইবনে সাঈদের হাদীসের তুলনায় এ হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

١٧٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الاِدَامُ الْخَلُّ ·

১৭৮৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরকা কতই না উত্তম তরকারী!

١٧٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ اَوِ الْاُدْمُ الْخَلُّ·

১৭৯০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সিরকা কতই না উত্তম ঝোল!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব। আমরা কেবল সুলাইমান ইবনে বিলালের সূত্রেই এটিকে হিশাম ইবনে উরওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি।

١٧٩١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لاَ اِلاَّ كِسَرٌ يَابِسَةٌ (يَابِسٌ) وَخَلٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِّبِيْهِ فَمَا اَقْفَرَ بَيْتٌ مِّنْ اُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ ·

১৭৯১। আবু তালিব-কন্যা উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করে বলেন ঃ তোমাদের কাছে (খাওয়ার মত) কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনা রুটির কয়টি টুকরা এবং সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তা-ই আমাকে দাও। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর তরকারীশূন্য নয় (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রে উম্মু হানী (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীস জানতে পেরেছি। আবু হামযা আস-সুমালীর নাম সাবিত, পিতা আবু সাফিয়্যা। উম্মু হানী (রা) আলী (রা) শহীদ হওয়ার কিছুকাল পর ইন্তিকাল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬
খেজুরের সাথে একত্রে তরমুজ খাওয়া।

١٧٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ .

১৭৯২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে একত্রে তরমুজ খেতেন (দা,না,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতিপয় রাবী হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে তার পিতার সূত্রে নবী আলাইহিস সালাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আইশা (রা)-র উল্লেখ নাই। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭
খেজুরের সাথে একত্রে শসা খাওয়া।

١٧٩٣. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

১৭৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সাথে একত্রে শসা খেতেন (আ,বু, মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল ইবরাহীম ইবনে সাদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮
উটের পেশাব পান করা সম্পর্কে।

١٧٩٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا .

১৭৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় আসল। এখানকার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সদাকার উটের এলাকায় পাঠিয়ে দেন এবং বলেন ঃ এর দুধ ও পেশাব পান কর (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আনাস (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু কিলাবা (রা) আনাস (রা)-র সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র) কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

আহারের পূর্বে ও পরে উযু করা।

١٧٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجُرْجَانِىُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ اَبِىْ هِشَامٍ يَعْنِى الرُّمَّانِىَّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَاْتُ فِى التَّوْرَاةِ اَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَاْتُ فِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ .

১৭৯৫। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি, খাওয়ার পর উযু করার মধ্যেই খাওয়ার বরকত নিহিত। আমি ব্যাপারটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম এবং আমি তাওরাত কিতাবে যা পড়েছি তাও তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে ও পরে উযু করার মধ্যেই বরকত নিহিত (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা কেবল কায়েস ইবনুর রাবীর সূত্রে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। কায়েস হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবু হাশিম আর-রুম্মানীর নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতা দীনার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

খাওয়ার পূর্বে উযু না করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٧٩٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ

مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا اَلاَ نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ قَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ .

১৭৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হল। লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্য উযুর পানি নিয়ে আসব না? তিনি বলেন ঃ নামাযে দাঁড়ানোর জন্য আমাকে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমর ইবনে দীনারও সাঈদ ইবনে হুওয়াইরিসের সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী খাওয়া শুরুর পূর্বে হাত ধোয়া মাকরূহ মনে করতেন। তিনি থালার নিচে রুটি রাখাও মাকরূহ মনে করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

কদু (লাউ) তরকারী খাওয়া।

١٧٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ طَالُوْتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَالَكِ شَجَرَةً مَا اُحِبُّكِ اِلاَّ لِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكِ .

১৭৯৭। আবু তালূত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন কদুর তরকারী খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে কদু গাছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে পছন্দ করতেন বলেই আমি তোমাকে পছন্দ করি।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে হাকীম ইবনে জাবির (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنَةَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ فِى الصَّحْفَةِ يَعْنِى الدُّبَّاءَ فَلاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ .

১৭৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পিয়ালার মধ্য থেকে বেছে বেছে কদুর তরকারী তুলে খেতে দেখেছি। তাই আমিও সর্বদা কদুর তরকারী পছন্দ করি (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আনাস (রা) থেকে অপরাপর সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, "তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কদু দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এ কি? তিনি বলেন, এটা কদু, এর দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্যের পরিমাণ বর্ধিত করি।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২
যাইতূনের তৈল খাওয়া।

١٧٩٩. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَانَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ .

১৭৯৯। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাইতূনের তৈল খাও এবং তা শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা বরকত ও প্রাচুর্যময় গাছের তৈল (ই)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবদুর রাযযাকের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। তিনি এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সনদের মধ্যে গরমিল করে ফেলেছেন। কখনো তিনি উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবার কখনো এতে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, মনে হয় এটি উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, আবার কখনো যায়েদ ইবনে আসলামের সূত্রে এ হাদীসটিকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٨٠٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَانَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ .

১৮০০। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাইতূনের তৈল খাও এবং তা শরীরে মালিশ কর। কেননা এটি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল সুফিয়ান সাওরী-আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

নিজ গোলামের সাথে একত্রে আহার করা।

١٨٠١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَاكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَفٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَاْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَاْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا اِيَّاهُ .

১৮০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম তার জন্য খাবার তৈরি করাকালে তাকে এর গরম ও ধোঁয়া সহ্য করতে হয়। সে (মনিব) যেন তার (খাদেমের) হাত ধরে তাকে নিজের সাথে আহার করতে বসায়। যদি সে (খাদেম) তার সাথে একত্রে বসে খেতে রাজী না হয় (সংকোচ বোধ করে) তবে সে যেন তার মুখে অন্তত একটি গ্রাস তুলে দেয় (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইসমাঈলের পিতা আবু খালিদের নাম সাদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

আহার খাওয়ানোর ফযীলাত।

١٨٠٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُوْرَثُوا الْجِنَانَ .

১৮০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপক প্রসার ঘটাও, অন্যকে আহার

করাও এবং মাথার উপর আঘাত কর (জিহাদ কর) যাতে জান্নাতসমূহের উত্তরাধিকারী হতে পার।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও ইবনে যিয়াদ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আনাস, অবিদুর রহমান ইবনে আইশ ও শুরাইহ্ ইবনে হানী থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٠٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْبُدُوْا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

১৮০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত কর, (মানুষকে) আহার করাও এবং সালামের ব্যাপক প্রসার কর, তবেই শান্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

রাতের খাবারের গুরুত্ব।

١٨٠٤. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلاَّقٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَاِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ .

১৮০৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই রাতের আহার করবে তা একমুঠ খেজুর হলেও। কেননা রাতের খাবার ত্যাগ বার্ধক্যের কারণ।

আবু ঈসা বলেন, এটি একটি প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) হাদীস। আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রে এটি জানতে পেরেছি। রাবী আনবাসাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আবদুল মালেক ইবনে আল্লাক একজন অখ্যাত-অপরিচিত রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা।

١٨٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ اُدْنُ يَابُنَىَّ وَسَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ ·

১৮০৫। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন ঃ হে বৎস! এগিয়ে আস, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার নিকটের খাবার থেকে খাওয়া শুরু কর।

হিশাম ইবনে উরওয়া-আবু ওয়াজযা আস-সাদী-মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি-উমার ইবনে আবু সালামা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়ার শাগরিদগণ এ হাদীসের বর্ণনায় মতভেদ করেছেন। আবু ওয়াজযা আস-সাদীর নাম ইযায়ীদ, পিতা উবাইদ।

١٨٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سَوِيَّةَ اَبُ الْهُذَيْلِ قَالَ ثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ اَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ بَعَثَنِىْ بَنُوْ مُرَّةَ بْنِ عَبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ اَمْوَالِهِمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ (عَلَيْهِ) الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدْتُّهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلٰى بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَاُتِيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةُ الثَّرِيْدِ وَالْوَذْرِ فَاَقْبَلْنَا نَاْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِىْ فِىْ نَوَاحِيْهَا وَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى يَدِى الْيُمْنٰى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَاِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ اُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ اَلْوَانُ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ شَكَّ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَجَعَلْتُ اٰكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ وَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ

الطَّبَقِ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَانَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اَتَيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هٰذَا الْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

১৮০৬। ইকরাশ ইবনে যুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুররা ইবনে উবাইদ গোত্রের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের যাকাতসহ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠায়। আমি মদীনায় গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন আমি তাঁকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি আমার হাত ধরে উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে নিয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কোন খাবার আছে কি? আমাদের সামনে একটি বড় পিয়ালা আনা হল। এর মধ্যে গোশতের টুকরা ও সারীদ (ঝোলে ভিজানো রুটি) ভর্তি ছিল। আমরা তা থেকে খেতে লাগলাম। আমি পাত্রের এদিক-সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে বলেন ঃ হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কেননা সম্পূর্ণটাই একই খাদ্য। অতঃপর আমাদের সামনে আরেকটি পিয়ালা আনা হল। এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের কাঁচা-পাকা খেজুর ছিল। আমি আমার সামনে থেকেই খেতে থাকলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের এদিক-সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হে ইকরাশ! তুমি পাত্রের যে কোন স্থান থেকে খেতে পার। কেননা সব খেজুর এক রকম নয়। অতঃপর আমাদের জন্য পানি দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত ধুইলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল, দুই হাত ও মাথা মুছলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে ইকরাশ! আগুন যে জিনিস পরিবর্তন করে দিয়েছে (তা খাওয়ার পর) এটাই হল উযু (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আলা ইবনুল ফাদলের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি ছাড়া ইকরাশ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নাই। এ হাদীসে আরও বিবরণ আছে।

١٨٠٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنْ نَسِيَ فِيْ اَوَّلِه فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِه وَاٰخِرِه وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةٍ مِّنْ اَصْحَابِه فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَاَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ سَمّٰى كَفَاكُمْ ·

১৮০৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাওয়া শুরু করে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। যদি সে আহারের প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে যেন বলে, "বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি" (এর শুরু ও শেষ আল্লাহ্‌র নামে)। একই সনদে আইশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে উপস্থিত হল। সে দুই গ্রাসেই সব খাবার সাবাড় করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি সে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করত তবে এই খাবারই তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উম্মু কুলসুম (র) হলেন আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদের কন্যা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

আহারের পর হাতের চর্বি পরিষ্কার না করে রাত কাটানো মাকরূহ।

١٨٠٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمُزَنِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوْهُ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِه رِيْحُ غَمَرٍ فَاَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ ·

১৮০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান ঘ্রাণ অনুভব করতে খুবই দক্ষ এবং লোভী। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে এই শয়তান থেকে সাবধান হও। কোন ব্যক্তি খাদ্যের চর্বি ইত্যাদির ঘ্রাণ হাত থেকে দূর না করে রাত যাপন করলে এবং এতে তার কোন ক্ষতি হলে সে এজন্য নিজেকেই যেন তিরস্কার করে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

١٨٠٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اسْحٰقَ الْبَغْدَادِىُّ الصَّاغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِىُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ فَاَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ الاَّ نَفْسَهُ .

১৮০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের হাতে (গোশত ইত্যাদি) খাদ্যের ময়লা নিয়ে রাত কাটায় এবং তাতে তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আমাশের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

اَبوَابُ الاَشرِبَةِ عَن رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

(পানপাত্র ও পানীয়)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মদখোর সম্পর্কে।

١٨١٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَ بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْـرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْـرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْـرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ .

১৮১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিস মদের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করে এবং মদ পানে আসক্ত অবস্থায় মারা যায় সে তা আখেরাতে পান করতে পারবে না (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর, উবাদা, আবু মালেক আল-আশআরী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি নাফে-ইবনে উমার-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মালেক ইবনে আনাস (র) নাফের সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে এ হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মরফূ হিসাবে নয়।

١٨١١. حَدَّثَنَا قُتَيْـبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْـدِ الْحَمِيْـدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْـدِ بْنِ عُمَيْـرٍ عَنْ اَبِيْـهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْـخَمْـرَ لَمْ يَقْـبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْـهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْـبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْـهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْـبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةَ

أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلاَةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قِيْلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ مِّنْ صَدِيْدِ أَهْلِ النَّارِ ·

১৮১১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ পান করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না। যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে পুনরায় মদ পান করে তবে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করেন না। যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে পুনরায় শরাব পানে লিপ্ত হয় তবে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করেন না। যদি সে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। সে যদি চতুর্থ বার শরাব পানে লিপ্ত হয় তবে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করেন না। যদি সে তওবা করে আল্লাহ কখনো তার তওবা কবুল করেন না এবং তাকে 'নাহ্‌রুল খাবাল' থেকে পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আবু আবদুর রহমান (ইবনে উমার)! খাবাল নামক ঝর্ণা কি? তিনি বলেন, দোযখীদের পুঁজের নহর (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।

١٨١٢. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ·

১৮১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী পানীয়ই হারাম (আ,বু,মু,দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨١٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ

سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ·

১৮১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী দ্রব্যই হারাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ, আবু মূসা, আশাজজুল উসারী, দাইলাম, মাইমূনা, আইশা, ইবনে আব্বাস, কায়েস ইবনে সাদ, নোমান ইবনে বাশীর, মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, উম্মু সালামা, বুরাইদা, আবু হুরায়রা, ওয়াইল ইবনে হুজর ও কুররাতুল মুযানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। উভয় রিওয়ায়াতই সহীহ। একাধিক রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রে, তিনি আবু সালামার সূত্রে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু সালামা-ইবনে উমার (রা)-নবী (সা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

যে দ্রব্যের অধিক পরিমাণ নেশার উদ্রেক করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

١٨١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْفُرَاتِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ·

১৮১৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে দ্রব্যের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও (পান করা) হারাম (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমার ও খাওওয়াত ইবনে জুবাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ

الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا اَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ قَالَ اَحَدُهُمَا فِىْ حَدِيْثِهِ الْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ٠

১৮১৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম। যে দ্রব্যের এক 'ফারাক' (মশক) পরিমাণ (পানে) নেশা সৃষ্টি হয় তার এক আঁজল পরিমাণও হারাম। অপর বর্ণনায় আছে, 'তার এক ঢোক পরিমাণও' হারাম (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। লাইস ইবনে আবু সুলাইম ও আর-রুবাই ইবনে সাবীহ-আবু উসমান আল-আনসারী থেকে মাহ্দী ইবনে মাইমূনের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মাটির কলসীতে তৈরী নাবীয সম্পর্কে।

١٨١٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالاَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ طَاوُسٌ وَاللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ٠

১৮১৬। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-র কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সবুজ কলসীতে তৈরী নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তাউস (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি ইবনে উমার (রা)-র কাছেই এটা শুনেছি (মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু আওফা, আবু সাঈদ, সুওয়াইদ, আইশা, ইবনে যুবাইর ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

দুব্বা, নাকীর ও হানতামে নাবীয তৈরি করা মাকরূহ।

١٨١٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُوْلُ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا

نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَوْعِيَةِ اَخْـبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْـجَرَّةُ وَنَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَـةُ وَنَهٰى عَنِ النَّقِيْـرِ وَهُوَ اَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْراً اَوْ يُنْسَحُ نَسْـحًا وَنَهٰى عَنِ الْـمُزَفَّتِ وَهِيَ الْـمُقَيَّرُ وَاَمَرَ اَنْ يُّنْبَذَ فِي الْاَسْقِيَةِ .

১৮১৭। আমর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যাযানকে বলতে শুনেছি, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এ সম্পর্কে আমাকে আপনাদের ভাষায় অবহিত করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হানতাম' ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এটা মাটির তৈরী এক ধরনের সবুজ কলসী। তিনি 'দুব্বা' ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। এটা কদুর খোলের তৈরী পাত্রবিশেষ। তিনি 'নাকীর' ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। এটা খেজুর গাছের মূল কাণ্ড খুঁড়ে তৈরীকৃত কাঠের পাত্রবিশেষ। তিনি 'মুযাফফাত' ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। এটা আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্রবিশেষ। তিনি মশকের মধ্যে নাবীয তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন (আ,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, আবদুর রহমান ইবনে আমর, সামুরা, আনাস, আইশা, ইমরান ইবনে হুসাইন, আইয ইবনে আমর, হাকাম আল-গিফারী ও মাইমূনা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

উল্লেখিত পাত্রসমূহে নাবীয তৈরীর অনুমতি সম্পর্কে।

١٨١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْـمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْـهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ وَاِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

১৮১৮। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি

তোমাদেরকে এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। আসলে পাত্র কোন জিনিসকে হালালও করতে পারে না এবং হারামও করতে পারে না। তবে প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম (মু,না,ই,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨١٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحُفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوْفِ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الاَنْصَارُ فَقَالُوْا لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ قَالَ فَلاَ اِذَنْ .

১৮১৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের পাত্রসমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। আনসারগণ তাঁর কাছে কিছু অসুবিধার কথা তুলে ধরে বলেন, আমাদের আর কোন পাত্র নাই। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা! তাহলে (এগুলো ব্যবহার করতে) আপত্তি নেই (বু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

(চামড়ার) মশকে নাবীয তৈরি করা।

١٨٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سِقَاءٍ يُوْكَأُ فِيْ اَعْلاَهُ لَهُ عَزْلاَءُ نُنْبِذُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنُنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .

১৮২০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মশকে নাবীয (খেজুরের শরবত) তৈরি করতাম। এর মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হত এবং এতে একটি ছিদ্র ছিল। আমরা তাঁর জন্য সকালবেলা নাবীয তৈরি করতাম। তিনি তা রাতের বেলা পান করতেন। আবার আমরা তাঁর জন্য রাতে নাবীয তৈরি করতাম। তিনি তা ভোরবেলা পান করতেন (মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইউনুস-উবাইদ সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আইশা (রা) থেকে এ হাদীসটি অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু সাঈদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

যেসব শস্য, ফল ও পানীয় থেকে শরাব তৈরি হয়।

١٨٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا ·

১৮২১। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গম থেকে শরাব তৈরি হয়, বার্লি থেকে শরাব তৈরি হয়, খেজুর থেকে শরাব তৈরি হয়, আঙ্গুর থেকে শরাব তৈরি হয় এবং মধু থেকে শরাব তৈরি হয় (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম-ইসরাঈল (র) সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٨٢٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ·

১৮২২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। গম থেকে মদ উৎপাদিত হয়... পরবর্তী বর্ণনা উপরের হাদীসের অনুরূপ।

এ বর্ণনাটি ইবরাহীম ইবনে মুহাজিরের বর্ণনার তুলনায় অধিকতর সহীহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাজির খুব একটা শক্তিশালী রাবী নন। শাবী-নুমান সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٨٢٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ .

১৮২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইটি গাছের ফল থেকে মদ তৈরি হয়—খেজুর ও আঙ্গুর (মু,দা,না, ই,মা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কাছীর আস-সুহাইমী আল-উবারী হিসাবেও পরিচিত। তার নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে গুফাইলা। শোবা এ হাদীছ ইকরিমা ইবনে আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশানো পানীয়।

١٨٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا .

১৮২৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

١٨٢٥. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهٰى عَنِ الْجِرَارِ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهَا .

১৮২৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নাবীয তৈরির জন্য) কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি কিশমিশ ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি মাটির কলসীতে নাবীয তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, জাবির, আবু কাতাদা, ইবনে আব্বাস, উম্মু সালামা (রা) ও মাবাদ ইবনে কাব থেকে তার মায়ের সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ।

١٨٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ لَيْلٰى يُحَدِّثُ اَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ اِنْسَانٌ بِاِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَاَبٰى اَنْ يَّنْتَهِيَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ .

১৮২৬। হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু লাইলাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, হুযাইফা (রা) পানি চাইলেন। এক ব্যক্তি রূপার পাত্রে তার জন্য পানি নিয়ে আসেন। তিনি পাত্রটি ছুড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, আমি তাকে এটা থেকে নিষেধ করছিলাম, কিন্তু সে বিরত থাকতে রাজী হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ দুনিয়ায় এগুলো তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখেরাতে এগুলো তোমাদের জন্য (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা, বারাআ ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ।

١٨٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا فَقِيْلَ الْاَكْلُ قَالَ ذَاكَ اَشَرُّ .

১৮২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতে নিষেধ করেছেন। দাঁড়িয়ে আহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এতো আরো খারাপ (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨٢٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُوْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

১৮২৮। আল-জারূদ ইবনুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এ হাদীস সাঈদ-কাতাদা-আবু মুসলিম-আল-জারূদ-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাতাদা-ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর-আবু মুসলিম-জারূদ (রা) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ .

"মুসলমানের হারানো বস্তু দোযখের লেলিহান শিখা সমতুল্য"।

জারূদ হলেন আল-মুআল্লা আল-আবদীর পুত্র এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তিনি আল-জারূদ ইবনুল আলা বলেও কথিত। তবে ইবনুল মুআল্লাই সঠিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি আছে।

١٨٢٩. حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِىْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ .

১৮২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাঁটতে হাঁটতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করতাম (আ,দা,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রে গরীব। এ হাদীস ইমরান ইবনে জারীর (র) আবুল ইউযারী (বাযারী)-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল ইউযারীর (বাযারী) নাম ইয়াযীদ, পিতা উতারিদ।

١٨٣٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ وَمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৮৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ۰

১৮৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে পান করতে দেখেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

পানপাত্র থেকে পান করার সময় শ্বাস নেয়া।

١٨٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِصَامٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ هُوَ اَمْرَأُ وَاَرْوٰى ۰

১৮৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র থেকে পানি পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন ঃ এভাবে পান করা অধিক স্বাচ্ছন্দকর ও তৃপ্তিদায়ক (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٨٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا ۰

১৮৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র থেকে পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ الْجَزَرِىِّ عَنِ ابْنٍ لِعَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَشْرَبُوْا وَاحِداً كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ .

১৮৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উটের মত এক চুমুকে পানি পান করোনা; বরং দুই-তিন বারে (শ্বাস নিয়ে) পান কর। তোমরা যখন পান করবে আল্লাহ্‌র নাম নিবে (বিসমিল্লাহ বলবে) এবং যখন পান শেষ করবে তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইয়াযীদ ইবনে সিনান আল-জাযারীর উপনাম আবু ফারওয়া আর-রুহাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
দুই নিঃশ্বাসে পান করা।

١٨٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ .

১৮৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করতেন, দুইবার নিঃশ্বাস নিতেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে কুরাইবের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবু ঈসা বলেন, আমি আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের নিকট রিশদীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম–রাবী হিসাবে রিশদীন ও মুহাম্মাদ ইবনে কুরাইবের মধ্যে কে অধিক শক্তিশালী? তিনি বলেন, এরা খুবই কাছাকছি, তবে আমাদের মতে রিশদীন অগ্রগণ্য। আবু ঈসা বলেন, আমি এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রিশদীনের তুলনায় মুহাম্মাদ অগ্রগণ্য। আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আদ-দারিমীর মত আমার অভিমতও এই যে, তাদের উভয়ের মধ্যে রিশদীন অধিক অগ্রগণ্য ও প্রকৃষ্টতর। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেন এবং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তারা উভয়ে সহোদর ভাই এবং তাদের অনেক মুনকার রিওয়ায়াতও আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
পানীয় বস্তুতে ফুঁ দেয়া নিষেধ।

١٨٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْمُثَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْ

سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِى الشُّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ قَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ فَاِنِّىْ لاَ اَرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَاَبِنِ الْقَدَحَ اِذَنْ عَنْ فِيْكَ ٠

১৮৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি বলল, পানির পাত্রের মধ্যে যদি ময়লা দেখতে পাই? তিনি বলেন ঃ তা ঢেলে ফেলে দাও। লোকটি বলল, আমি এক নিঃশ্বাসে তৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বলেন ঃ নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাত্রটি তোমার মুখ থেকে সরিয়ে নাও (আ,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨٣٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ ٠

১৮৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন (ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ।

١٨٣٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ ٠

১৮৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
মশকের মুখ উল্টে ধরে তা থেকে পান করা নিষেধ।

১৮৩৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رِوَايَةً اَنَّهُ نُهِيَ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ ·

১৮৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে মশকের মুখ উল্টে ধরে পানি পান করতে নিষেধ করা হয়েছে (আ,ই,দা,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
মশকের মুখ উল্টে ধরে পানি পান করার অনুমতি সম্পর্কে।

১৮৪০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اِلٰى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيْهَا ·

১৮৪০। ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে উঠে যান এবং এর মুখ উল্টে ধরে তা থেকে পানি পান করেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন সহীহ নয়। (অধঃস্তন রাবী) আবদুল্লাহ ইবনে উমারের স্মরণশক্তি দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি ঈসার কাছে হাদীস শুনার সুযোগ পেয়েছেন কি না তা আমি (তিরমিযী) জানি না।

১৮৪১. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِيْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ ·

১৮৪১। কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসেন। তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশকের মুখে পানি পান করেন। আমি পরে উঠে গিয়ে মশকের মুখের সেই অংশ (বরকতের আশায়) কেটে রেখে দেই (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইয়াযীদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির হলেন আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের সহোদর ভাই এবং তিনি তার আগে মারা যান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
পান করার ব্যাপারে ডান দিকের লোকেরা অগ্রাধিকার পাবে।

١٨٤٢. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ اَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَّسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ .

১৮৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পানি মিশানো দুধ আনা হল। তাঁর ডান পাশে ছিল এক বেদুইন এবং বাঁ পাশে ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)। প্রথমে তিনি নিজে তা পান করেন, অতঃপর বেদুইনকে দেন এবং বলেন ঃ প্রথমে ডান দিকের লোকেরা পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার পাবে (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, সাহল ইবনে সাদ, ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
পরিবেশনকারী সকলের শেষে পান করবে।

١٨٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَاقِى الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا .

১৮৪৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের পানীয় পরিবেশনকারী সকলের শেষে পান করবে (ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

কোন্ পানীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয় ছিল?

١٨٤٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوَ الْبَارِدَ .

১৮৪৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অধিক প্রিয় ছিল (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একাধিক রাবী ইবনে উয়াইনা-মামার-যুহ্রী-উরওয়া-আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে যুহরীর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল বর্ণনাটিই সহীহ।

١٨٤٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الشَّرَابِ اَطْيَبُ قَالَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ .

১৮৪৫। যুহ্রী (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ধরনের পানীয় অতীব উত্তম? তিনি বলেন ঃ ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত।

আবু ঈসা বলেন, আবদুর রাযযাক (র) মামার-যুহ্রী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপভাবে মুরসালরূপে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে উয়াইনার রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

اَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।

١٨٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ .

১৮৪৬। বাহ্য ইবনে হাকীমের দাদা (মুআবিয়া ইবনে হাইদা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কার সাথে? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কার সাথে? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কার সাথে? তিনি বলেন ঃ অতঃপর তোমার পিতার সাথে, অতঃপর নিকটাত্মীয়তার ক্রমানুসারে সদ্ব্যবহার করবে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আইশা, আবুদ দারদা ও বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবা (র) বাহ্য ইবনে হাকীমের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীস বিশারদদের মতে সিকাহ রাবী। মামার, সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বাহ্য ইবনে হাকীম হলেন মুআবিয়া ইবনে হাইদা আল-কুশাইরীর পুত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

(সর্বোত্তম কাজ)।

١٨٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ

مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِمِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ سَكَتَ عَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ .

১৮৪৭। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু বলা থেকে নীরব থাকেন। আমি যদি তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করতাম, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আরো জানাতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। আশ-শাইবানী ও শোবা-সহ একাধিক রাবী আল-ওয়ালীদ ইবনুল আইযার থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আমর আশ-শাইবানী-ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু আমরের নাম সাদ ইবনে ইয়াস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযীলাত।

١٨٤٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ .

১৮৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ইয়ালা ইবনে আতা- তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এটাকে মরফূ হাদীসরূপে বর্ণনা করেননি এবং এটা অধিকতর সহীহ।

আবু ঈসা বলেন, শোবার সহচরগণ অনুরূপভাবে শোবা-ইয়ালা ইবনে আতা-তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে এটিকে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। শুধু খালিদ ইবনুল হারিস (র) শোবার সূত্রে এটা মরফূ (রাসূলুল্লাহ্‌র বাণী) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। খালিদ ইবনুল হারিস সিকাহ ও বিশ্বস্ত রাবী। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না বলেন, আমি বসরায় খালিদের সমকক্ষ এবং কূফায় আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের মত যোগ্য কাউকে দেখিনি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٤٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَجُلاً اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِىْ امْرَاَةً وَاِنَّ اُمِّىْ تَاْمُرُنِىْ بِطَلاَقِهَا قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوِ احْفَظْهُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ اِنَّ اُمِّىْ وَرُبَّمَا قَالَ اَبِىْ .

১৮৪৯। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতা হল বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা। তুমি চাইলে এটা ভেংগেও ফেলতে পার অথবা এর হেফাজতও করতে পার। সুফিয়ান কখনো মায়ের উল্লেখ করেছেন আবার কখনো পিতা বলেছেন (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু আব্‌দুর রহমান আস-সুলামীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ্‌।

١٨٥٠. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ

اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

১৮৫০। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু বাকরা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। রাবী বলেন, তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন ঃ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা অবিরত বলতে থাকেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আহা! তিনি যদি থামতেন, চুপ হতেন!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু বাকরার নাম নুফাই, পিতা আল-হারিস।

١٨٥١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ اَبَاهُ وَيَشْتُمُ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ .

১৮৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করা কবীরা গুনাহ্‌। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। প্রত্যুত্তরে সে-ও তার পিতাকে গালি দেয়। সে অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়। এর উত্তরে ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয় (বু,মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

পিতার বন্ধুদের সম্মান প্রদর্শন।

١٨٥٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ ٠

১৮৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথেও সম্পর্ক অটুট রাখা (মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ। ইবনে উমার (রা) থেকে এ হাদীসটি অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু উসাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

খালার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

١٨٥٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّوَيْه حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰه بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيْث عُبَيْد اللّٰه عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ ٠

১৮৫৩। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খালা হল মাতৃস্থানীয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসের সাথে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

١٨٥٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سُوْقَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا ٠

১৮৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তওবা করার সুযোগ আছে? তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ

তোমার খালা জীবিত আছে কি? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তার সাথে সদ্ব্যবহার কর (হা)।

এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-মুহাম্মাদ ইবনে সূকা-আবু বাক্‌র ইবনে হাফস সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ সূত্রে ইবনে উমার (রা)-র উল্লেখ নাই। পূর্বোল্লেখিত মুআবিয়ার সূত্রের তুলনায় এই সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া।

١٨٥٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهِ .

১৮৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই। নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের উপর পিতার বদদোয়া (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ এই হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রে হিশামের রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যে আবু জাফর আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি হলেন আবু জাফর আল-মুআয্‌যিন। আমরা তার নাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তার সূত্রে আবু কাসীরও একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

পিতা-মাতার অধিকার।

١٨٥٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ .

১৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন উপায়েই সন্তান নিজ পিতার সম্পূর্ণ অধিকার

আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে যদি সে তার পিতাকে গোলাম আবস্থায় পায় এবং তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেয় তাহলে কিছুটা অধিকার আদায় হয় (মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমরা কেবল সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-এর সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।

١٨٥٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكٰى اَبُو الدَّرْدَاءِ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ خَيْرُهُمْ وَاَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ .

১৮৫৭। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবুদ দারদা (রা) রোগাক্রান্ত হলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাকে দেখতে আসেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমার জানামতে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা ব্যক্তি হলেন আবু মুহাম্মাদ (আবদুর রহমান)। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পরিপূর্ণ কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমিই আল্লাহ এবং আমিই রহমান। আমিই আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে নির্গত করে এই নাম (রহমান থেকে রেহেম) রেখেছি। যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার থেকে (রহমতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব" (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, ইবনে আবু আওফা, আমের ইবনে রবীআ, আবু হুরায়রা ও জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মামার এই হাদীস যুহ্‌রী-আবু সালামা-রাদ্দাদ আল-লাইসী-আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ বলেন, মামার বর্ণিত রিওয়ায়াতটিতে ভুল আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা।

١٨٥٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا بَشِيْرٌ اَبُوْ اسْمَاعِيْلَ وَفِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِىْ اِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

১৮৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমানুরূপ ব্যবহার পাওয়ার মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়, বরং কোন ব্যক্তির সাথে কেউ সম্পর্কচ্ছেদ করলেও সে যদি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তবে সে-ই হচ্ছে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনকারী (বু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সালমান, আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٥٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِىْ قَاطِعَ رَحِمٍ .

১৮৫৯। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (জুবাইর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্তনকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইবনে আবু উমার বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী (বু,মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা।

١٨٦٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ اَبِىْ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ زَعَمَتِ الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ اَحَدَ ابْنَىْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُوْنَ وَتُجَبِّنُوْنَ وَتُجَهِّلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ ·

১৮৬০। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) একজন সৎকর্মশীলা মহিলা। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-র দুই ছেলের একজনকে কোলে করে বাইরে এলেন। তখন তিনি বলেন ঃ (সন্তানের মহব্বতে) তোমরাই কৃপণতা, কাপুরষতা ও অজ্ঞতার কারণ হও। তোমরা হলে আল্লাহ্‌র বাগানের সুগন্ধ ফুল।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আশআস ইবনে কায়েস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
সন্তানদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা।

١٨٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبْصَرَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْحُسَيْنَ وَالْحَسَنَ فَقَالَ اِنَّ لِىْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ اَحَدًا مِّنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ·

১৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আকরা ইবনে হাবিস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি হাসানকে চুমু খাচ্ছেন। ইবনে আবু উমার তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাসান অথবা হুসাইনকে চুমু খেয়েছেন। আল-আকরা (রা) বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে লোক দয়া-অনুগ্রহ করে না সে দয়া-অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় না (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সালামার নাম আবদুল্লাহ, পিতা আবদুর রহমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

কন্যা সন্তান ও বোনদের জন্য ব্যয় করা।

١٨٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَكُوْنُ لِاَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلاَثُ اَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِنَّ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১৮৬২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, উকবা ইবনে আমের, আনাস, জাবির, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী (সাদ ইবনে মালেক) ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র পিতা মালেক ইবনে উহাইব। কোন কোন রাবী এ সনদে একজন রাবীকে যোগ করেছেন (তিনি হলেন সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ও আবু সাঈদ (রা)-র মাঝখানে আইউব ইবনে বাশীর)।

١٨٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الرَّاسِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ اَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ .

১৮৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে, আমি এবং সে একত্রে এভাবে পাশাপাশি বেহেশতে প্রবেশ করব। এই বলে তিনি নিজের হাতের দু'টি আংগুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٨٦٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَاَةٌ مَّعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَاَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتُلِىَ بِشَىْءٍ مِّنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ ․

১৮৬৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি স্ত্রীলোক তার দুই কন্যাসহ আমার কাছে এলো এবং আমার কাছে কিছু চাইল। কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি সেটিই তাকে দিলাম। সে খেজুরটিকে ভাগ করে তার দুই মেয়ের হাতে দিল এবং নিজে মোটেও খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলে আমি তাকে বিষয়টি জানালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের নিয়ে এরূপ পরীক্ষার (বিপদের) সম্মুখীন হয়, তারা তার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨٦٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ الْاَعْشٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ اَوْثَلاَثُ اَخَوَاتٍ اَوْابْنَتَانِ اَوْ اُخْتَانِ فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ ․

১৮৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন আছে, অথবা দু'টি কন্যা অথবা দু'টি বোন আছে, সে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করলে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত রয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ (র) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয থেকে উক্ত সূত্রে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি "আবু বাক্‌র ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আনাস" উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সঠিক হল "উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ইবনে আনাস"।

١٨٦٦. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتُلِىَ بِشَىْءٍ مِّنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ ٠

১৮৬৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের কারণে কোনরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে তারা তার জন্য দোযখ থেকে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং তার লালন-পালন।

١٨٦٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيْمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ لَهُ ٠

১৮৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কোন ইয়াতীমকে এনে নিজের পানাহারে শরীক করলে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ না করে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে মুররা আল-ফিহ্‌রী, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, সাহল ইবনে সাদ ও হানাস (হুসাইন ইবনে কায়েস) (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুলাইমান আত-তাইমী বলেন, হাদীস বিশারদদের মতে হানাস হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তিনি আবু আলী আর-রাহ্‌বী নামেও পরিচিত।

١٨٦٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ اَبُو الْقَاسِمِ الْمَكِّيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى ٠

১৮৬৮। সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী বেহেশতে এই দুই আংগুলের মত একত্রে থাকব। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল দিয়ে ইশারা করে দেখান (আ,দা,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শিশুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা।

١٨٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ زَرْبِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيْدُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَبْطَاَ الْقَوْمُ عَنْهُ اَنْ يُوَسِّعُوْا لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ٠

১৮৬৯। যারবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক বৃদ্ধলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। লোকেরা তাকে পথ করে দিতে দেরী করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের নয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) এবং অপরাপর সাহাবী থেকেও যারবীর বেশ কিছু মুনকার হাদীস রয়েছে।

١٨٧٠. حَدَّثَنَا اَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ اَبَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ اِسحقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن اَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيسَ مِنَّا مَن لَم يَرحَم صَغِيرَنَا وَ(لَم) يَعرِف شَرَفَ كَبِيرِنَا ٠

১৮৭০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে না সে আমাদের নয় (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে এ হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে আছে ঃ "বড়দের অধিকার জ্ঞান রাখে না"।

١٨٧١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

১৮৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না সে আমাদের নয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'লাইসা মিন্না"-এর অর্থ বলেছেন, "আমাদের নিয়ম-নীতি ও শিষ্টাচারের অনুসারী নয়"। সুফিয়ান সাওরী লাইসা মিন্না-এর অর্থ 'লাইসা মিসলানা' (আমাদের অনুরূপ নয়) করা অপছন্দ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা।

١٨٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ .

১৮৭২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তাকে দয়া করেন না (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সাঈদ, ইবনে উমার, আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٧٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ بِهِ اِلَيَّ مَنْصُوْرٌ وَقَرَاْتُهُ عَلَيْهِ سَمِعَ اَبَا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ

اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ الاَّ مِنْ شَقِيٍّ ٠

১৮৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কেবল হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগা ব্যক্তির উপর থেকেই রহমত ছিনিয়ে নেয়া হয় (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী আবু উসমানের নাম অজ্ঞাত। কথিত আছে যে, তিনি মূসা ইবনে আবু উসমানের পিতা, যার থেকে আবুয যিনাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুয যিনাদ (র) মূসা ইবনে আবু উসমান-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٧٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ قَابُوْسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهُ ٠

১৮৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা জমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রহমান থেকে উদগত। যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে আল্লাহও তার সাথে নিজ বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখেন। যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

উপদেশ দেয়া বা কল্যাণ কামনা।

١٨٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالُوْا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهِ وَلأَئِمَّةِ الْـمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ .

১৮৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধর্ম হল কল্যাণ কামনার নাম। তিনি একথা তিনবার বলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার কল্যাণ কামনা করা? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, মুসলমানদের নেতৃবর্গের এবং মুসলমান সর্বসাধারণের।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, তামীম আদ-দারী, জারীর, হাকীম ইবনে আবু ইয়াযীদ তার পিতার সূত্রে এবং সাওবান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

১৮৭৬। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায কায়েম, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার শপথ (বাইআত) করেছি (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মুসলমানের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ।

١٨٧٧. حَدَّثَنَا عُبَيْـدُ بْنُ اَسْـبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْـدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ الْـمُسْلِمُ اَخُو الْـمُسْلِمِ لاَ يَخُوْنُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ

---

১. আল্লাহ্র কল্যাণ কামনা, অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বের প্রতি নিষ্কলুষ ঈমান এবং তাঁর একনিষ্ঠ ইবাদতের সংকল্প বুঝায়। 'আল্লাহ্র কিতাবের কল্যাণ কামনা' অর্থাৎ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন ও তদনুযায়ী কাজ করা বুঝায়। মুসলিম নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনা অর্থাৎ সৎকাজে তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা অর্থাৎ তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান এবং উপকার সাধন বুঝায় (অনু.)।

يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْتَقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ ٠

১৮৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবনের) উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের উপর হারাম। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٨٧٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ٠

১৮৭৮। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি সুদৃঢ় অট্টালিকাস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٧٩. حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرَاةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى بِهٖ اَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ ٠

১৮৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ মুসলিম ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দাগ (ত্রুটি) লক্ষ্য করে, তবে তা যেন দূর করে দেয় (দা)।

শোবা (র) ইয়াহইয়া ইবনে উবাইদুল্লাহকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা।

١٨٨٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ ٠

১৮৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব বিপদাপদের একটি বিপদও দূর করে দেয়, আল্লাহ তার আখেরাতের বিপদাপদের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অপর ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর করে দেয়, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের অসুবিধাগুলো সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকেন (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও উকবা ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। আবু আওয়ানা প্রমুখ আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তারা এই সনদে "হুদ্দিসতু আন আবী সালেহ" কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

কোন মুসলমানের উপর আগত আক্রমণ প্রতিহত করা।

١٨٨١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ عَنْ مَرْزُوْقٍ اَبِيْ بَكْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏.

১৮৮১। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-ইজ্জাতের উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে দোযখের আগুন প্রতিরোধ করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা নিষেধ।

١٨٨٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ ‏.

১৮৮২। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক কথা বার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা বৈধ নয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সাক্ষাত হয়, অথচ একজন এদিকে এবং অপরজন আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেয় সে-ই উত্তম (দা,বু,মু,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা, হিশাম ইবনে আমের ও আবু হিন্‌দ আদ-দারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন।

١٨٨٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ اٰخَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ أُقَاسِمُكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ احْدَاهُمَا فَاذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَدَلُّوْهُ عَلَى السُّوْقِ فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ الاَّ وَمَعَهُ شَيْئٌ مِّنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِّنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَمَا اَصْدَقْتَهَا قَالَ نَوَاةً قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৮৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) মদীনায় এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এবং সাদ ইবনুর রবী (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সাদ (রা) তাকে বলেন, আসুন আমার মাল দু'জনে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নেই। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের একজনকে আমি তালাক দেই এবং সে তার ইদ্দাত পূর্ণ করার পর আপনি তাকে বিবাহ করুন। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ আপনাকে আপনার ধন-সম্পদে ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন। আপনারা আমাকে বাজারের রাস্তা বলে দিন। তারা তাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। তিনি সেদিন বাজার থেকে লাভস্বরূপ সামান্য পনির ও ঘি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দেহে হলদে রং-এর চিহ্ন দেখে বলেন, কি ব্যাপার ? তিনি বলেন, আমি এক আনসার মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ কি মোহরানা দিয়েছ ? তিনি বলেন, খেজুর বীচি (পরিমাণ সোনা)। হুমাইদ বলেন ঃ অথবা তিনি বলেছেন, এক খেজুর বীচি পরিমাণ সোনা। নবী (সা) বলেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহ ভোজের আয়োজন কর (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, একটি খেজুর বীচির সমপরিমাণ সোনার ওজন সোয়া তিন দিরহাম। ইমাম ইসহাক (র) বলেন, একটি খেজুর বীচির সমপরিমাণ সোনার ওজন পাঁচ দিরহাম। আমি ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র) থেকে ইসহাক ইবনে মানসূর মারফত এই তথ্য লাভ করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
গীবত (অনুপস্থিতিতে পরনিন্দা)।

١٨٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

১৮৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গীবত কি? তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্নকারী বলল, আমি যা বলি তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ তুমি যা বল তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে থেকে থাকে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে না থেকে থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা, ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
হিংসা-বিদ্বেষ।

١٨٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ .

১৮৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ করো না, একে অপরকে এড়িয়ে চলো না বা ত্যাগ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, বরং আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমানের পক্ষেই তার ভাইকে তিনদিনের অধিক ত্যাগ করে থাকা হালাল নয় (বু,মু,দা,না,মা)৭

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ইবনে উমার, ইবনে মাসঊদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٨٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ الاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ .

১৮৮৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শুধু দুই ব্যক্তিই হিংসাযোগ্য। (এক) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা থেকে দিন-রাত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। (দুই) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিন-রাত তার বাস্তবায়নে রত থাকে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা)-র বরাতে মহানবী (সা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করা।

١٨٨٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَال قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ .

১৮৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীরা কখনো শয়তানের পূজা করবে (সিজদা দিবে) এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে নিরাশ হয়নি (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও সুলাইমান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সুফিয়ানের নাম তালহা, পিতা নাফে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন।

١٨٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ وَ اَبُوْ اَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ اِلاَّ فِىْ ثَلاَثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَ الْكَذِبُ فِى الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَ قَالَ مَحْمُوْدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ اِلاَّ فِىْ ثَلاَثٍ .

১৮৮৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা জায়েয নয়। (এক) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার সাথে স্বামীর কিছু বলা, (দুই) যুদ্ধের সময় এবং (তিন) লোকদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা। অধঃস্তন রাবী মাহমূদ তার হাদীসে বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও মিথ্যা বলা ঠিক নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনে খুসাইমের সূত্র ব্যতীত আসমা (রা) বর্ণিত এ হাদীস আমরা অপর কোন সূত্রে অবহিত নই। দাউদ ইবনে আবু হিন্দ-শাহ্‌র ইবনে হাওশাব-নবী (সা) সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে আসমা (রা)-র উল্লেখ নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ইবনে আবু যাইদা-দাউদ সূত্রে উক্ত হাদীস আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٨٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ كُلْثُوْمَ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمَى خَيْرًا .

১৮৮৯। উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে সে উত্তম কথা বলে বা পৌঁছায়, সে মিথ্যাবাদী নয় (আ,দা,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা।

١٨٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ٠

১৮৯০। আবু সিরমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতিসাধন করে, আল্লাহ তা দিয়েই তার ক্ষতিসাধন করেন। যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন (আ,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِىُّ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ الْهَمْدَانِىِّ وَهُوَ الطَّيِّبُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَّنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهِ ٠

১৮৯১। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ক্ষতিসাধন করে অথবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সে অভিশপ্ত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
প্রতিবেশীর অধিকার।

١٨٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُوْرَ وَبَشِيْرٍ اَبِىْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِىْ اَهْلِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ اَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِىِّ اَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِىِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ٠

১৮৯২। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র জন্য তার পরিবারে একটি বকরী যবেহ করা হল। তিনি এসে বলেন, তোমরা কি আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে (গোশত) উপঢৌকন পাঠিয়েছ? তোমরা কি আমাদের প্রতিবেশী ইহূদীকে উপঢৌকন পাঠিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হল যে, অচিরেই হয়ত প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানানো হবে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব। মুজাহিদ এ হাদীসটি আইশা ও আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনে আব্বাস, উকবা ইবনে আমের, আবু হুরায়রা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু শুরাইহ ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

১৮৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে অবিরত প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন। এতে আমার ধারণা হল যে, অচিরেই হয়ত তাকে ওয়ারিস বানানো হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٨٩٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .

১৮৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সংগীদের মধ্যে উত্তম সংগী হল সেই ব্যক্তি যে তার নিজ সংগীর কাছে উত্তম। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে

প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তম হল সেই প্রতিবেশী যে তার নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

খাদেমদের সাথে সদয় ব্যবহার করা।

١٨٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ فِتْيَةً تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ .

১৮৯৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ পাক এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার এরূপ ভাই (গোলাম, বাঁদী, খাদেম) তার অধীনে আছে, সে যেন তাকে নিজের খাবার থেকে খেতে দেয় এবং নিজের পরিচ্ছদ থেকে পরতে দেয়। সে যেন তার উপর কাজের এমন বোঝা না চাপায় যা তাকে অপারগ করে দেয়। যদি সে তার উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপায় তবে সে যেন তার সহযোগিতা করে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, উম্মু সালামা, ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٩٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ .

১৮৯৬। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আইউব সুখতিয়ানী প্রমুখ হাদীস বিশারদ ফারকাদের স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

খাদেমকে মারধর করা এবং গালি দেয়া নিষেধ।

١٨٩٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِىُّ التَّوْبَةِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بَرِيْئًا مِمَّا قَالَ لَهُ اَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ .

১৮৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তওবাকারী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার গোলামের বিরুদ্ধে (যেনার) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার উপর হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করবেন। তবে গোলামটি বাস্তবিকই তদ্রূপ হলে ভিন্ন কথা (আ,দা,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিন ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আবু নুম-এর নাম আবদুর রহমান আল-বাজালী, উপনাম আবুল হাকাম।

١٨٩٨ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ مَمْلُوْكًا لِىْ فَسَمِعْتُ قَائِلاً مِّنْ خَلْفِىْ يَقُوْلُ اعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوْكًا لِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ .

১৮৯৮। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার এক গোলামকে মারছিলাম। তখন একজন লোককে আমি আমার পিছন থেকে বলতে শুনলাম, আবু মাসউদ, জেনে রাখ, আবু মাসউদ, জেনে রাখ! আমি পিছনের দিকে তাকাতেই দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেন ঃ তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ, আল্লাহ তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। আবু মাসউদ (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি আমার কোন গোলামকে আর কখনো মারিনি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবরাহীম আত-তাইমীর পিতা ইয়াযীদ ইবনে শারীক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

খাদেমকে সৌজন্যমূলক আচরণ শিক্ষাদান।

١٨٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجَرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَقَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

১৮৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি খাদেমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় চুপ থাকলেন। সে পুনরায় বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি খাদেমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? তিনি বলেন ঃ প্রতি দিন সত্তরবার (দা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব (তিরমিযীর কোন কোন নোসখায় হাসান ও সহীহ)। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব এ হাদীস আবু হানী আল-খাওলানী থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আব্বাসের পিতার নাম খুলাইদ আল-হাজারী আল-মিসরী। কুতাইবা-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-আবু হানী সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রাবী এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে উল্লেখ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

খাদেমের অপরাধ ক্ষমা করা এবং তাদের প্রতি উদার হওয়া।

١٩٠٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هٰرُوْنَ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ .

১৯০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার খাদেমকে মারে এবং সে (খাদেম) আল্লাহ্‌র দোহাই দেয়, তখন তোমাদের হাত তুলে নাও (মারধর বন্ধ কর) (বা)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হারূন আল-আবদীর নাম উমারা ইবনে জুওয়াইন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, শোবা আবু হারূন আল-আবদীকে দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, ইবনে আওন আমৃত্যু আবু হারূন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।

١٩٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ۔

১৯০১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক 'সা' পরিমাণ বস্তু দান-খয়রাত করার চেয়েও উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। হাদীস বিশারদদের মতে নাসেহ আবুল আলা আল-কূফী তেমন শক্তিশালী রাবী নন। উল্লেখিত হাদীসটি কেবল এই সূত্রেই জানা গেছে। বসরাবাসী শায়খ নাসেহ এই নাসেহ-এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। তিনি আম্মার ইবনে আবু আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ اَبِىْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِّنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ ۔

১৯০২। আইউব ইবনে মূসা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চেয়ে অধিক উত্তম কোন জিনিস দিতে পারে না (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আমের ইবনে আবু আমের আল-খায্যায-এর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমেরের পিতা সালেহ ইবনে রুসতাম। আইউব ইবনে মূসার দাদার নাম আমর ইবনে সাঈদ আল-আসী। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

উপঢৌকন আদান-প্রদান

١٩٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَكْثَمَ وَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا .

১৯০৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং বিনিময়ে উপঢৌকন দিতেন (দা,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব। কেবল ঈসা ইবনে ইউনুস-হিশাম সূত্রেই এটা মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

١٩٠٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ اللّٰهَ .

১৯০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

١٩٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ .

১৯০৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্ প্রতিও কৃতজ্ঞ নয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আশআস ইবনে কায়েস ও নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬
কল্যাণকর কাজ ও আচরণ।

١٩٠٦. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ اَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيْءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ .

১৯০৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে আবির্ভূত হওয়া তোমার জন্য সদ'কাস্বরূপ। সৎকাজের জন্য তোমার আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তোমার নির্দেশ তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সদকাস্বরূপ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, জাবির, হুযাইফা, আইশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু যুমাইলের নাম সিমাক, পিতা আল-ওয়ালীদ আল-হানাফী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭
ধারকর্জ (মানীহা) প্রদান।

١٩٠٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَنَحَ مَنِيْـحَةَ لَبَنٍ اَوْ وَرِقٍ اَوْ هَدٰى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ ·

১৯০৭। বারাআ ইবনে আযিব (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দুধের জন্য মানীহা প্রদান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথহারা ব্যক্তিকে সঠিক রাস্তা বলে দেয়, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সম-পরিমাণ সওয়াব রয়েছে (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং আবু ইসহাক-তালহা ইবনে মুসাররিফ সূত্রে গরীব। আমরা কেবল এই সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। মানসূর ইবনুল মুতামির ও শোবা (র) তালহা ইবনে মুসাররিফ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। "মানাহা মানীহাতা ওয়ারিকিন" অর্থ টাকা-পয়সা ধার দেয়া। 'হাদা যুকাকান' অর্থ সঠিক রাস্তা বলে দেয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।

١٩٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ فِىْ طَرِيْقٍ اِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ·

১৯০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেল। সে তা তুলে ফেলে দিল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা, ইবনে আব্বাস ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

সভার আলোচনা আমানতস্বরূপ।

١٩٠٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ ·

১৯০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর এদিক-সেদিক তাকালে তার উক্ত কথা (শ্রবণকারীর জন্য) আমানত হিসাবে গণ্য (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনে আবু যেব-এর বর্ণনার মাধ্যমেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

দানশীলতা।

١٩١٠. حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ مِنْ بَيْتِىْ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ اَفَاُعْطِىْ قَالَ نَعَمْ وَلاَ تُوْكِىْ فَيُوْكٰى عَلَيْكِ يَقُوْلُ لاَ تُحْصِىْ فَيُحْصٰى عَلَيْكِ .

১৯১০। আসমা বিন্‌তে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে যুবাইর (রা) যা কিছু দেন তা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। আমি কি তা থেকে দান করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তুমি থলের ফিতা বেঁধে রাখবে না, অন্যথায় তোমার জন্যও (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) বেঁধে রাখা হবে (তোমার রিযিকের থলে)। অপর বর্ণনায় আছে, গুনে গুনে ব্যয় কর না, অন্যথায় তোমাকেও গুনে গুনে প্রদান করা হবে (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কতক রাবী এ হাদীস উপরোক্ত সনদে ইবনে আবু মুলাইকা-আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ-ইবনুয যুবাইর-আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী আইউবের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা এতে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র উল্লেখ করেননি। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩١١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِىُّ (جَاهِلٌ سَخِىٌّ) اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ .

১৯১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দূরবর্তী, বেহেশতের দূরবর্তী, মানুষের কাছ থেকেও দূরবর্তী, কিন্তু দোযখের নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌র কাছে ইবাদতকারী কৃপণ ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানশীল ব্যক্তি অধিক প্রিয় (বা)।

আবু ঈসা বলেন,এ হাদীসটি গরীব। কেবল সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদের বরাতেই আমরা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-আল-আরাজ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-আইশা (রা) সূত্রে এই বিষয়ে কিছু মুরসাল হাদীসও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

কৃপণতা।

١٩١٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَالِبٍ الْحَرَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ .

১৯১২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি স্বভাবের (চারিত্রিক দোষ) সমাবেশ হতে পারে না ঃ কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল সদাকা ইবনে মূসার সূত্রে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩١٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ فَرْقَدَ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَّلاَ مَنَّانٌ وَّلاَبَخِيْلٌ .

১৯১৩। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে তার খোটা দানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٩١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ .

১৯১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ধোঁকাবাজ, কৃপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ।

١٩١٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِه صَدَقَةٌ .

১৯১৫। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যক্তির ধন-সম্পদ ব্যয় সদাকা হিসাবে গণ্য (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আমর ইবনে উমাইয়্যা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الدِّيْنَارِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِه وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِه فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَصْحَابِه فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ بَدَاَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ فَاَىُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنْ رَّجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٌ يُعِفُّهُمُ اللّٰهُ بِه وَيُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ بِه .

১৯১৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার দীনারগুলোর মধ্যে যেটি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য

খরচ করে, যে দীনারটি সে আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তার পশুর জন্য খরচ করে এবং যে দীনারটি সে আল্লাহ্র পথে তার মুজাহিদ সংগীর জন্য খরচ করে, তা-ই সর্বোত্তম দীনার। আবু কিলাবা তার বর্ণনায় বলেন, নবী (সা) পরিবার-পরিজন থেকে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য খরচ করে, বিরাট সওয়াবের ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক বড় আর কে আছে! আল্লাহ তার মাধ্যমে এদের মান-ইজ্জত ও সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করেন এবং তার উসীলায় এদেরকে স্বনির্ভর করেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩
মেহমানদারী ও তার সময়সীমা।

١٩١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَتْهُ اُذُنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

১৯১৭। আবু শুরাইহ আল-আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুই চোখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে এবং আমার দুই কান তাঁকে বলতে শুনেছে। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, তাকে জাইযা দেয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, জাইযা কি? তিনি বলেন ঃ এক দিন ও এক রাতের পাথেয় সাথে দেয়া। তিনি আরও বলেন ঃ মেহমানদারী তিন দিন পর্যন্ত। এর অতিরিক্তটুকু সদাকা হিসাবে গণ্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٩١٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ‏.‏

১৯১৮। আবু শুরাইহ আল-কাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতিথিসেবা তিন দিন পর্যন্ত এবং জাইযা হল এক দিন ও এক রাতের পাথেয় প্রদান। এরপর তার জন্য যা খরচ করা হবে তা সদাকা হিসাবে গণ্য। অতিথিসেবক বিরক্ত হতে পারে—এতটা সময় কোন মেহমানের পক্ষেই তার সেখানে অবস্থান করা হালাল নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। "লা ইয়াসবিয়া ইনদাহু" কথার মর্ম এই যে, কোন পরিবারে মেহমানের এত দিন অবস্থান করা সংগত নয় যাতে তারা কষ্টের মধ্যে পতিত হয় এবং বিরক্তির কারণ হতে পারে। "হাত্তা ইউহ্‌রিজাহু" কথার অর্থ এই যে, অনেক দিন অবস্থান করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্য মেহমান সংকট সৃষ্টি করল। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মালেক ইবনে আনাস ও লাইস (র) সাঈদ আল-মাকবুরীর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু শুরাইহ্‌ আল-খুযাঈ হলেন আল-কাবী ও আল-আদাবী, তার নাম খুওয়াইলিদ, পিতা আমর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

ইয়াতীম ও স্বামীহীনাদের ভরণ-পোষণের প্রচেষ্টা।

١٩١٩. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ كَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ ‏.‏

১৯১৯। সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামীহীনা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী অথবা সারা দিন রোযা পালনকারী ও সারা রাত নামায আদায়কারীর সমান সওয়াবের অধিকারী (বু,মু)।

আল-আনসারী-মান-মালেক-সাওর ইবনে যায়েদ-আবুল গাইস-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (উপরের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবুল গাইস-এর নাম সালেম, আবদুল্লাহ ইবনে মুতীর মুক্তদাস। সাওর ইবনে যায়েদ মদীনার অধিবাসী এবং সাওর ইবনে ইয়াযীদ সিরিয়ার অধিবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫
প্রফুল্ল মুখ ও প্রশস্ত মন (নিয়ে কারো সাথে সাক্ষাত করা)।

١٩٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ اِنَاءِ اَخِيْكَ .

১৯২০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি ন্যায়কাজই সদাকা হিসাবে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে সাক্ষাত করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র পূর্ণ করে দেয়াও কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
সত্য এবং মিথ্যা প্রসঙ্গে।

١٩٢١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَ اِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّي الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا .

১৯২১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে।

কেননা সততা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। আর কল্যাণ বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সদা সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের প্রতি মনোযোগী থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র দরবারে পরম সত্যবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। তোমরা অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে পথ দেখায়, আর পাপ দোযখের দিকে নিয়ে যায়। কোন বান্দা সদা মিথ্যা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র দরবারে ডাহা মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক, উমার, আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ هٰرُوْنَ الْغَسَّانِيِّ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَذَبَ العَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِّنْ نَتْنِ مَاجَاءَ بِهِ قَالَ يَحْيَ فَاَقَرَّ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هٰرُوْنَ فَقَالَ نَعَمْ .

১৯২২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মিথ্যা কথনের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা এক মাইল (বা দৃষ্টিসীমার বাইরে) দূরে সরে যায়। ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, আবদুর রহীম ইবনে হারূন কি তার স্বীকারোক্তি করেছেন? ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মূসা বলেন, হাঁ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, উত্তম, গরীব। কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এটি আবদুর রহীম ইবনে হারূনের একক রিওয়ায়াত।

١٩٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ خُلُقٌ اَبْغَضَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِىْ نَفْسِهِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً .

১৯২৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মিথ্যার চেয়ে অধিক ঘৃণিত স্বভাব আর কিছুই ছিল না। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মিথ্যা কথা বললে তা অবিরত তাঁর মনে থাকত, যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথন থেকে তওবা করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭
নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণ।

١٩٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ زَانَهُ .

১৯২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবদুর রাযযাকের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٢٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا .

১৯২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। (রাবী বলেন), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীলভাষীও ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮
অভিশাপ।

١٩٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ .

১৯২৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা একে অপরকে আল্লাহ্র অভিসম্পাত, তাঁর গজব ও জাহান্নামের বদদোয়া করো না (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইবনে উমার ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ الْاَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَالْبَذِيْ .

১৯২৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কখনও দোষারোপকারী ও ভর্ৎসনাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটূভাষীও হয় না (আ,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীস আবদুল্লাহ (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে ।

١٩٢٨. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَتَلْعَنِ الرِّيْحَ فَاِنَّهَا مَاْمُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ .

১৯২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাতাসকে অভিসম্পাত করে। তিনি বলেন ঃ বাতাসকে

অভিশাপ দিও না, কারণ সে তো হুকুমের দাস। কেউ অপাত্রে অভিশাপ দিলে তা অভিশাপকারীর উপর প্রত্যাবর্তিত হয় (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান। বাশীর ইবনে হাসান ব্যতীত অপর কেউ এ হাদীসটি মুসনাদরূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞানদান।

١٩٢٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيْسَى الثَّقَفِيِّ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاَةٌ فِى الْاَثَرِ ·

১৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নিজেদের বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকলে নিজেদের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। "মানসাআতুন ফিল আছার"-এর অর্থ 'আয়ুষ্কাল' বৃদ্ধি পাওয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে অপর ভাইয়ের দোয়া।

١٩٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا دَعْوَةٌ اَسْرَعَ اِجَابَةً مِّنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ ·

১৯৩০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়ার চেয়ে অধিক দ্রুত আর কোন দোয়া কবুল হয় না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ আল-ইফরীকী

হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদের ডাকনাম আবু আবদুর রহমান আল-হাবালী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

গালিগালাজ সম্পর্কে।

١٩٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئْ مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ .

১৯৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তির পরস্পরকে গালি দেয়ার পরিণাম ফল প্রথমে গালি প্রদানকারীর উপর পতিত হয়, যাবত না নির্যাতিত ব্যক্তি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) সীমালংঘন করে (আ,দা,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, ইবনে মাসঊদ ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٣٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحُفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْاَحْيَاءَ .

১৯৩২। যিয়াদ ইবনে ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মৃতদের গালি দিও না, (যদি দাও) তবে জীবিতদেরই কষ্ট দিলে।[১]

আবু ঈসা বলেন, সুফিয়ানের শাগরিদগণ এই হাদীস বর্ণনায় মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ আল-হুফারীর রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং কতকে বলেছেন, সুফিয়ান-যিয়াদ ইবনে ইলাকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-নবী (সা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٩٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

---

২. বুখারীর বর্ণনায় আছে ঃ "লা তাসুব্বুল আমওয়াত ফাইন্নাহুম কাদ আফাদূ ইলা মা কাদিমূ" (তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কেননা তারা তাদের কর্মফল প্রাপ্তিস্থানে পৌছে গেছে) (অনু.)।

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ قُلْتُ لِاَبِيْ وَائِلٍ اَاَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ .

১৯৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী ও নাফরমানী কাজ এবং তাকে হত্যা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কুফরী কাজ। আধঃস্তন রাবী যুবাইদ বলেন, আমি আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ হাদীস সরাসরি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-র নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ (আ,বু,মু,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

ভালো কথা বলা।

١٩٣٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

১৯৩৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতের মধ্যে একটি বালাখানা রয়েছে। এর ভেতর থেকে বাইরের এবং বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই বালাখানা কার জন্য? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভাল কথা বলে, অনাহারীকে খাবার দেয়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তার জন্য (আ,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের সূত্রে আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কোন কোন হাদীস বিশারদ এই আবদুর রহমানের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি কূফার বাসিন্দা। আর আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক আল-কুরাশী মদীনার অধিবাসী। তিনি পূর্বোক্তজনের তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তারা উভয়ে ছিলেন সমসাময়িক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩
সৎকর্মশীল গোলামের মর্যাদা।

١٩٣٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعِمَّا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يُّطِيْعَ رَبَّهُ وَيُؤَدِّىَ حَقَّ سَيِّدِهٖ يَعْنِى الْمَمْلُوْكَ وَ قَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

১৯৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কতই না উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজের রবেরও আনুগত্য করে এবং নিজের মনিবের হকও আদায় করে অর্থাৎ গোলাম। কাব (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যিই বলেছেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُّنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

১৯৩৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কস্তরীর টিলার উপর অবস্থান করবে। (এক) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হকও আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে, (দুই) যে ইমামের উপর তার মুসল্লিগণ সন্তুষ্ট এবং (তিন) যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে পাঁচবার নামাযের জন্য আহবান জানায় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ওয়াকী-সুফিয়ান-আবুল ইয়াকজান সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবুল ইয়াকজানের নাম উসমান ইবনে কায়েস, মতান্তরে ইবনে উমাইর এবং এটাই প্রসিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।

١٩٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ۰

১৯৩৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর, খারাপ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে খারাপ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর (আ,দার,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মাহমূদ ইবনে গাইলান-আবু আহমাদ-আবু নুআইম-সুফিয়ান-হাবীব (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মাহমূদ-ওয়াকী-সুফিয়ান-হাবীব ইবনে আবু সাবিত-মাইমূন ইবনে আবু শাবীব-মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মাহ্মূদ বলেন, আবু যার (রা)-র হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

কুধারণা পোষণ।

١٩٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ۰

১৯৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে দূরে থাক। কেননা কুধারণা হল সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান বলেন, ধারণা-অনুমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক ধরনের ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং অপর ধরনের অনুমান পাপের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্তরে অলীক ধারণা পোষণ করে মুখে তা প্রকাশ করা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যদি মনে মনে ধারণা পোষণ করা হয় এবং মুখে তা প্রকাশ না করা হয় তবে তা পাপের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬
কৌতুক করা।

١٩٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الوَضَّاحِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيَقُوْلُ لِاَخٍ لِّىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ·

১৯৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (ছোটদের) সাথে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইটিকে কৌতুক করে বলতেন ঃ হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর (ছোট্ট পোষা পাখি) (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হান্নাদ-ওয়াকী-শোবা-আবুত তাইয়্যাহ-আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবুত তাইয়্যাহ্-এর নাম ইয়াযীদ, পিতা হুমাইদ আদ-দুবাই।

١٩٤٠. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ اِنِّىْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا ·

১৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করে থাকেন। তিনি বলেন ঃ আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি (এমনকি কৌতুকেও) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। "ইন্নাকা তুদাইবুনা"-এর অর্থ "আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন"।

١٩٤١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْاُذُنَيْنِ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ يَعْنِىْ مَازَحَهُ ·

১৯৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে "হে দুই কান বিশিষ্ট" বলে ডাকতেন। আবু উসামা বলেন, তিনি কৌতুক করে তা বলতেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

١٩٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اِسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلاَّ النُّوْقُ .

১৯৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরোহণযোগ্য একটি বাহন চাইল। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আরোহণ করাব। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উষ্ট্রী ছাড়া অন্য কিছু কি উট প্রসব করে (দা)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭
ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে।

١٩٤٣. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِهَا وَ مَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ اَعْلاَهَا .

১৯৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাতিল ও জঘন্য মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করল, আর মিথ্যা হল জঘন্য ও বাতিল, তার জন্য বেহেশতের মধ্যে এক পাশে প্রাসাদ তৈরি করা হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করল, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয়। যে

ব্যক্তি নিজের চরিত্র উন্নত করে তার জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীসটি কেবল সালামা ইবনে ওয়ারদান-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে জানতে পেরেছি।

١٩٤٤. حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِكَ اِثْمًا اَنْ لاَّتَزَالَ مُخَاصِمًا .

১৯৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঝগড়াটে হওয়াই তোমার পাপিষ্ঠ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

١٩٤٥. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ اللَّيْثِ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُمَارِ اَخَاكَ وَلاَتُمَازِحْهُ وَلاَتَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ .

১৯৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না এবং তার সাথে এরূপ ওয়াদা করো না যা তুমি পরে ভংগ করে বসবে।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ-সূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

কোমল ব্যবহার সম্পর্কে।

١٩٤٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ اَخُو الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَاَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ ·

১৯৪৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন আমি তাঁর কাছেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ গোত্রের এই ব্যক্তি অথবা গোত্রের এই ভাই কতই না মন্দ! অতঃপর তিনি তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন এবং তার সাথে কোমল ব্যবহার করলেন। লোকটি চলে গেলে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি প্রথমে তার সম্পর্কে এই এই কথা বলেন, অতঃপর তার সাথে কোমল ব্যবহার করলেন! তিনি বলেন, হে আইশা! মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অশালীন আচরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

বন্ধুত্ব ও বিদ্বেষ উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা।

١٩٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَابْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا ·

১৯৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বলেন) আমার ধারণামতে তিনি এটা মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন ঃ নিজের বন্ধুর সাথে ভালবাসার আতিশয্য দেখাবে না। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথেও শত্রুতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে না। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা তা এভাবেই জানতে পেরেছি। আইউব (র) থেকে ভিন্ন সনদেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান ইবনে আবু জাফর এ হাদীসটি আলী (রা)-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটিও দুর্বল। সহীহ হল আলী (রা) থেকে মওকূফ বর্ণনাটি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০
অহংকারকারী জান্নাতে যাবে না।

١٩٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَلاَيَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ اِيْمَانٍ .

১৯৪৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানার পরিমাণও (সামান্যতম) অহংকার আছে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে সরিষার দানার পরিমাণও ঈমান আছে সে দোযখে প্রবেশ করবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, সালামা ইবনুল আকওয়া ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانِ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ وَلاَيَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ اِيْمَانٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّهُ يُعْجِبُنِيْ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبِيْ حَسَنًا وَنَعْلِيْ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لٰكِنِ الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ .

১৯৪৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সে দোযখে যাবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমার কাছে তো এটা খুবই পছন্দনীয় যে, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক এবং আমার জুতা জোড়াও সুন্দর হোক। তিনি বলেনঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। কোন ব্যক্তির সদর্পে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করাই হল অহংকার (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

“যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান আছে সে দোযখে যাবে না” শীর্ষক হাদীসের ব্যাখ্যায় একদল মুহাদ্দিস বলেন, সে দোযখে স্থায়ী হবে না (শাস্তিভোগের পর মুক্তি পাবে)। “যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না” শীর্ষক হাদীসের ব্যাখ্যায়ও একদল মুহাদ্দিস অনুরূপ কথা বলেছেন (অর্থাৎ শাস্তিভোগের পর সে বেহেশতে প্রবেশ করবে)। “হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে তাকে তুমি অপমান করলে” শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় একদল তাবিঈ বলেন, তুমি যাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করলে তাকে তুমি চরম অপমানিত করলে।

١٩٥٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ .

১৯৫০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজেকে বড় বলে ভাবতে ভাবতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত সে অহংকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। ফলে অহংকারীদের যে পরিণতি হয় তারও তাই হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٩٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لِيْ فِىَ التِّيَةُ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَلَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ .

১৯৫১। নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (যুবাইর) বলেন, লোকেরা আমাকে বলে আমার মধ্যে অহংকার

আছে। অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি, চাদর পরিধান করি এবং বকরীর দুধ দোহন করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ কাজগুলো করে তার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্রও নেই।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

সচ্চরিত্র ও সদাচার।

١٩٥٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَا شَىْءٌ اَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ ·

১৯৫২। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তির তুলাদণ্ডে সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে অধিক ভারী আর কোন জিনিস হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, আনাস ও উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٥٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الْكُوْفِىُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ شَىْءٍ يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ ·

১৯৫৩। আবদু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তুলাদণ্ডে সচ্চরিত্র ও সদাচার সবচেয়ে ভারী হবে। সচ্চরিত্রবান ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা অবশ্যই রোযাদার ও নামাযীর পর্যায়ে পৌছে যায়।

আবু ঈসা বলেন, উল্লিখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

١٩٥٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ·

১৯৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজটি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন ঃ খোদাভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে দোযখের নিয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের দাদা ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান আল-আওদী। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) সদাচার ও উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তা হল হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, উত্তম জিনিস দান করা এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

ইহ্সান (অনুগ্রহ) এবং ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন।

١٩٥٥. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ اَمُرُّ بِهٖ فَلاَ يَقْرِيْنِىْ وَلاَيُضَيِّفُنِىْ فَيَمُرُّ بِىْ اَفَاُقْرِيْهِ قَالَ لاَ اِقْرِهِ قَالَ وَرَاٰنِىْ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرَ عَلَيْكَ ·

১৯৫৫। আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কোন ব্যক্তিকে অতিক্রম করি, সে আমাকে পানাহার করায় না, মেহমানদারীও করে না। ঐ ব্যক্তি যদি আমাকে অতিক্রম করে, আমি কি অনুরূপ করে তার প্রতিশোধ নিতে পারি? তিনি বলেন ঃ না, তুমি তার মেহমানদারী কর। (রাবী বলেন) তিনি আমার পরিধানে অত্যন্ত পুরাতন কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, উট, ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি সব ধরনের মালই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার দেহে তা প্রতীয়মান হওয়া উচিত (আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, জাবির ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল আহ্ওয়াসের নাম আওফ,

পিতা মালেক ইবনে নাদলা আল-জুশামী। "ইক্‌রিহ্‌" অর্থ তাকে আতিথ্য প্রদর্শন কর। "আল-কিরা" অর্থ "আতিথেয়তা"।

١٩٥٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلاَ تَظْلِمُوْا .

১৯৫৬। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অনুকরণপ্রিয় হয়ো না যে, তোমরা এরূপ বলবে ঃ লোকেরা যদি আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও ভাল ব্যবহার করব। যদি তারা আমাদের উপর যুলুম করে তবে আমরাও যুলুম করব। বরং তোমরা নিজেদের হৃদয়ে এ কথা বদ্ধমূল করে নাও যে, লোকেরা তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলে তোমরাও ভাল ব্যবহার করবে। তারা তোমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করলেও তোমরা যুলুমের পথ বেছে নিবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটা জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা।

١٩٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ الْبَصْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ السَّدُوْسِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْسِنَانٍ الْقَسْمَلِىُّ هُوَ الشَّامِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ اَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

১৯৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে যায়, তাকে একজন ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলতে থাকেন ঃ কল্যাণময় তোমার

জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলাও। তুমি তো বেহেশতের একটি আবাস নির্দিষ্ট করে নিলে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবু সিনানের নাম ঈসা ইবনে সিনান। হাম্মাদ ইবনে সালামা-সাবিত-আবু রাফে-আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ জান্নাতে নিয়ে যায়।

١٩٥٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ .

১৯৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা-সম্ভ্রম ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের (ঈমানদারের) স্থান বেহেশতে। নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা যুলুমের অঙ্গ, আর যুলুমের (যালেমের) স্থান দোযখে (আ,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদ ইবনে উমার, আবু বাক্‌রা, আবু উমামা ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

ধীর-স্থিরতা ও তাড়াহুড়া।

١٩٥٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

১৯৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম আচরণ, দৃঢ়তা-স্থিরতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন হচ্ছে নবুয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কুতাইবা-নূহ ইবনে কায়েস-আবদুল্লাহ ইবনে

ইমরান-আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে আসিমের উল্লেখ নাই। কিন্তু নাসর ইবনে আলীর হাদীসটিই সহীহ।

١٩٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ .

১৯৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতা আশাজ্জকে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন দু'টি গুণ আছে যা আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন ঃ সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আশাজ্জ আল-আসারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٦١. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

১৯৬১। সাহল ইবনে সাদ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধৈর্য ও স্থিরতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। একদল হাদীস বিশারদ আবদুল মুহাইমিনের সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আল-আশাজ্জ-এর নাম আল-মুনযির, পিতা আইয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

নম্রতা।

١٩٦٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ .

১৯৬২। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে নম্রতার অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে কল্যাণের অংশ দান করা হয়েছে। যাকে নম্রতার অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭
নির্যাতিতের বদদোয়া।

١٩٦٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

১৯৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন ঃ নির্যাতিতের বদদোয়াকে ভয় কর। কেননা তার বদদোয়া এবং আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মাবাদের নাম নাফিয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

١٩٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلاَمَسَسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلاَ حَرِيْرًا وَلاَشَيْئًا كَانَ اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَلاَشَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلاَعِطْرًا كَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১৯৬৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে 'উহ' পর্যন্ত বলেননি (বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি)। তিনি কখনো আমার কোন কাজে আপত্তি করে বলেননি যে, এটা তুমি কেন করলে অথবা কোন কাজ ছেড়ে দেয়ায়ও তিনি বলেননি যে, এটা তুমি কেন করলে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মানুষ। আমি রেশম এবং পশমের মিশ্রণে তৈরি কাপড়ও নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখেছি এবং খাঁটি রেশমী কাপড়ও স্পর্শ করেছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মোলায়েম কিছু স্পর্শ করিনি। আমি কস্তুরীর ঘ্রাণও নিয়েছি এবং আতরের ঘ্রাণও নিয়েছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের ঘামের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ কোন কিছুতেই পাইনি (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও বারাআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٦٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيَّ يَقُوْلُ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَّلاَ صَخَّابًا فِي الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ .

১৯৬৫। আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালী (র) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, অশ্লীল আচরণও করেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে শোরগোল করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেননি। তিনি উদার মনে ক্ষমা করে দিতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালীর নাম আব্‌দ ইবনে আব্‌দ, মতান্তরে আবদুর রহ্‌মান ইবনে আব্‌দ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯
উত্তমরূপে ওয়াদা পালন।

١٩٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَمَا بِىْ اَنْ اَكُوْنَ اَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ اِلاَّ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ .

১৯৬৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হয়েছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন স্ত্রীর প্রতি আমার এতদূর ঈর্ষা হয়নি। অথচ আমি তাকে পাইনি। আমার ঈর্ষার কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অধিক স্মরণ করতেন। তিনি কখনো বকরী যবেহ করলে তার গোশত খাদীজা (রা)-র বান্ধবীদের খুঁজে খুঁজে উপঢৌকন দিতেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০
উন্নত চারিত্রিক গুণ।

١٩٦٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلاَقًا وَ اِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ .

১৯৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও ব্যবহার সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে সে-ই

আমার সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিনও আমার অতি নিকটে অবস্থান করবে। তোমাদের মধ্যে যে লোক আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে তারা হল ঃ বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে স্ফীত ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বাচাল ও ধৃষ্ট-প্রগলভাদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিকূন কারা? তিনি বলেন ঃ অহংকারীরা (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 'আস-সারসার' যে ব্যক্তি অধিক কথা বলে (বাচাল)। 'আল-মুতাশাদ্দিক' যে ব্যক্তি মানুষের সামনে লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায়, ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অশালীন উক্তি করে, নির্লজ্জ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলে (প্রগলভ)। একদল রাবী তাদের বর্ণনায় আবদে রব্বিহি ইবনে সাঈদের নাম উল্লেখ করেননি। তারা সরাসরি মুবারক ইবনে ফাদালার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রটিই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১
অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করা।

١٩٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا۔

১৯৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কখনও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অপর একদল রাবী এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদসূত্রে নবী (সা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لاَ يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا ۔

"মুমিন ব্যক্তির জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নয়"। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২
অধিক রাগ বা উত্তেজনা।

١٩٦٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا وَلاَتُكْثِرْ عَلَىَّ لَعَلِّىْ اَعِيْهُ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ تَغْضَبْ .

১৯৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, তবে আমাকে অধিক বলবেন না, যাতে আমি তা মুখস্ত করতে পারি। তিনি বলেন ঃ রাগ করো না, উত্তেজিত হয়ো না। লোকটি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে প্রতিবারই তিনি বলেন ঃ রাগ করো না, উত্তেজিত হয়ো না (আ,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান,সহীহ এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও সুলাইমান ইবনে সারদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হাসীনের নাম উসমান, পিতা আসিম আল-আসাদী।

١٩٧٠. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَ هُوَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

১৯৭০। সাহ্‌ল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে– আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে বেহেশতের যে কোন হুর নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

বড়দের তাযীম করা।

١٩٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ بَيَانٍ الْعُقَيْلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرِّجَالِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ اِلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُّكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ .

১৯৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে যুবক প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে তার প্রবীণ বয়সে সম্মান প্রদর্শন করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমরা কেবল এই শায়খ অর্থাৎ ইয়াযীদ ইবনে বাইয়ানের সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। সনদে আবুর রিজাল আনসারী নামক আরও একজন রাবী আছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারীগণ সম্পর্কে।

١٩٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفَتَّحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ فِيْهِمَا لِمَنْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ الْمُهْتَجِرَيْنِ يُقَالُ رُدُّوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا .

১৯৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যেসব অপরাধী আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেনি তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পর্কে (আল্লাহ্ বলেন) ঃ এদেরকে ফিরিয়ে দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কোন কোন হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذَرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا .

“এদের উভয়ের বিষয়টি স্থগিত রাখ যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করে নেয়।” “আল-মুতাহাজিরীন” বলতে এমন দুই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। অপর এক বর্ণনায় মহানবী (সা) বলেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ .

“কোন মুসলমানের জন্যই নিজের ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করে থাকা হালাল নয়”।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫
ধৈর্য ধারণ করা।

١٩٧٣. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ مَايَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ .

১৯৭৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। তিনি তাদের তা দিলেন। তারা আরো চাইলে তিনি তাদের তা দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমার কাছে যে মালই আছে তা তোমাদের না দিয়ে কখনো সঞ্চিত রাখি না। যে স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করেন। যে ব্যক্তি (অপরের কাছে চাওয়া থেকে) সংযমী হতে চায় আল্লাহ তাকে সংযমী করেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যশীল হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যের তাওফীক দেন। ধৈর্যের চেয়ে অধিক কল্যাণকর প্রাচুর্যপূর্ণ কোন সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয়নি (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালেকের বর্ণনায় আছে "ফালান আদ্দাখারাহু আনকুম", তার অপর বর্ণনায় আছে "ফালান আদ্দাখিরাহু আনকুম" অর্থ একই (তোমাদের না দিয়ে আমি তা জমা করে রাখি না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬
দ্বিমুখীপনা বা মোনাফেকী

١٩٧٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ .

১৯৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের লোকেরা[৩] কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গণ্য হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আম্মার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

চোগলখোর (পরোক্ষে নিন্দাকারী) সম্পর্কে।

١٩٧٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هٰذَا يُبَلِّغُ الْاُمَرَاءَ الْحَدِيْثَ عَنِ النَّاسِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

১৯৭৫। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাকে বলা হল, এই ব্যক্তি জনসাধারণের কথা প্রশাসকদের কানে দেয়। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুফিয়ান বলেন, "আল-কাত্তাত" অর্থ 'চোগলখোর' (বু,মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

স্বল্পভাষী হওয়া।

١٩٧٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اَبِىْ غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعَىُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ .

---

৩. যে ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে বিবাদের সূত্রপাত করে, সেই দ্বিমুখী চরিত্রের লোক। এজন্য প্রবাদ আছে ঃ দু'দিল বান্দা কলেমা চোর/না পায় শ্মশান না পায় গোর (অনু.)।

১৯৭৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লজ্জা-সম্ভ্রম ও স্বল্পবাক ঈমানের দুইটি শাখা। অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) নিফাকের (মোনাফিকীর) দুইটি শাখা (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। রাবী বলেন, 'আল-আয়্যু' অর্থ স্বল্পবাক 'আল-বায্যা' অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জবাক, 'আল-বায়ান' অর্থ বাকপটু, বাক্যবাগিশ। যেমন পেশাধারী বক্তারা লাম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, কথার বন্যা ছুটিয়ে দেয় এবং বাকপটুতার আশ্রয় নিয়ে মানুষের এমন সব প্রশংসা করতে থাকে, যা আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯
বক্তৃতা-ভাষণেও রয়েছে যাদুকরী প্রভাব।

١٩٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِ مَا فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِهِمَا فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا اَوْ اِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ .

১৯৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়। তারা উভয়ে এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল যে, লোকেরা তাজ্জব হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ কোন কোন বক্তৃতায় যাদু রয়েছে অথবা কোন কোন ভাষণে রয়েছে যাদুকরী প্রভাব (বু,মা,আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আম্মার, ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০
বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে।

١٩٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ رَجُلاً بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا اَوْ مَاتَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ .

১৯৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকাত বা দান-খয়রাতে কখনো সম্পদের ঘাটতি হয় না। ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা আল্লাহ অবশ্যই মান-সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ইবনে আব্বাস ও আবু কাবশা আমর ইবনে সাদ আল-আনসারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

যুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে।

١٩٧٩. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৯৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আইশা, আবু মূসা, আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

নিয়ামতের মধ্যে ত্রুটি খোঁজা ঠিক নয়।

١٩٨٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ .

১৯৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাবারের প্রতি দোষারোপ করতেন না। রুচি হলে খেতেন অন্যথায় ত্যাগ করতেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হাযিম হলেন আল-আশজাঈ আল-কূফী, তার নাম সালমান, আয্যা আল-আশজাঈয়ার মুক্তদাস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩
মুমিন ব্যক্তিকে সম্মান করা।

١٩٨١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَكْثَمَ وَالْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا اِلَى الْبَيْتِ اَوْ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا اَعْظَمَكِ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكِ .

১৯৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঃ হে ঐ জামাআত, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান সুদৃঢ় হয়নি! তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হবে আল্লাহ তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন,যদিও সে তার উটের হাওদার ভিতরেও অবস্থান গ্রহণ করে। রাবী (নাফে) বলেন, একদিন ইবনে উমার (রা) বাইতুল্লাহ বা কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তুমি কতই না ব্যাপক ও বিরাট! কিন্তু আল্লাহ্র কাছে মুমিন ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা তোমার চেয়েও অধিক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হুসাইন ইবনে ওয়াকিদের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আস-সামারকান্দী-হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু বারযা আল-আসলামী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪
অভিজ্ঞতা সম্পর্কে।

١٩٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَلِيْمَ اِلاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ وَلاَ حَكِيْمَ اِلاَّ ذُوْ تَجْرِبَةٍ .

১৯৮২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫
কিছু না পেয়ে পাওয়ার ভান করা।

١٩٨٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِبِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَاِنَّ مَنْ اَثْنٰى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ .

১৯৮৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করা হলে পর তার (দান গ্রহীতার) সংগতি হলে সে যেন এর প্রতিদান দেয়। সংগতি না হলে সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে তা গোপন রাখল সে অকৃতজ্ঞ হল। যে ব্যক্তি এমন কিছু পাওয়ার ভান করল যা তাকে দান করা হয়নি, সে যেন ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার দু'টি পোশাক পরিধান করল (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাক্‌র ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। "মান কাতামা ফাকাদ কাফারা"- এর অর্থ "যে অনুগ্রহ গোপন করল সে নাশুকরী করল"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪
উপযুক্ত প্রশংসা করা।

١٩٨٤. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ بِمَكَّةَ وَكَانَ سَكَنَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ .

১৯৮৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, "আল্লাহ তোমাকে কল্যাণকর প্রতিদান দিন" তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল-(না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, জায়্যিদ (উত্তম) ও গরীব। আমরা এটিকে কেবল উক্ত সনদে উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-র হাদীসরূপে জানি। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।